১৩৫৩

সাগরিকা

২য়

রমেশচন্দ্র দাস

ভূমিকা

সাগরিকার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। তাড়াতাড়ি প্রুফ্ দেখিবার দরুণ দুই একটা ছাপার ভুল থাকিতে পারে; আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ সেই ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও প্রকাশক মহাশয় পুস্তক মুদ্রণে উত্তম কাগজ ও বহু সুন্দর ছবি দিয়া পুস্তকের সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছেন। প্রথম ভাগের ন্যায় ইহা আদৃত হইলে পরিশ্রম সফল মনে করিব। ৩২শে শ্রাবণ, সন ১৩৩৭ সাল।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী
সেনেট্-হাউস্ } গ্রন্থকার



সুয়েজ্‌ কা'নাল্‌ —৩৪ পৃঃ

সাগরিকা

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারত মহাসাগর

উঃ, এই ক্যাপ্‌টেন নিমো লোকটি যে কি কঠিন পদার্থে তৈরী তা বলিতে পারি না। সভ্য জগতের মানুষের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধই ইনি ছিন্ন করিয়াছেন; এমন কি মরিলে পর তাঁহার কবরের স্থানটুকুও আগে হইতে সমুদ্রের তলদেশে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

কতকগুলি কথা আমার কাছে রহস্যের মত রহিয়া গেল, —সেই রাত্রির কথা, চোর-কুটরীতে আটকের কথা, খাবার

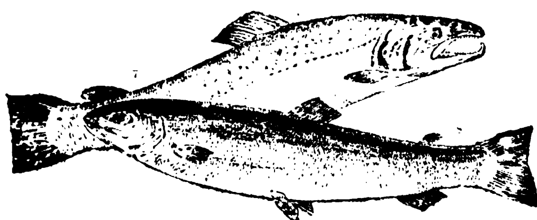
খাওয়ার পর ঘুম পাওয়া, জাহাজের কর্ম্মচারীদের দূর সমুদ্রবক্ষে ঘন ঘন আঙ্গুল দেখানো, দূরবীণ চোখে লাগাইতে না লাগাইতে ক্যাপ্টেনের তাহা ছিনাইয়া লওয়া, সেই হতভাগ্য নাবিকের সাংঘাতিক আঘাত—এই সমস্তের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

এখন আমরা ভারত মহাসাগরের বুকের উপর দিয়া চলিয়াছি। কি বিশাল, অসীম, নীলাভ স্বচ্ছ সমুদ্র! পৃথিবীর সমস্ত সাগর অপেক্ষা এই ভারত মহাসাগরের জলরাশি সর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। কাঁচের মত সুন্দর স্বচ্ছ জল; জলের উপর কে যেন স্বপ্নের প্রলেপ মাখাইয়া দিয়াছে! একটানা চাহিয়া চাহিয়া মাথা ঘুরিয়া উঠে, দুই চোখে যেন রাজ্যের ঘুম নামিয়া আসে; শরীর তন্দ্রালস, অবশ, শিথিল হইয়া উঠে, হৃদয় যেন কোন্ নিরুদ্দেশের জন্য উদাস ও করুণ হইয়া উঠে। দিনের পর দিন কাটিতেছে, এ অগাধ অসীম সমুদ্র আর ফুরায় না! কোথায়ও কোন ডাঙ্গা বা দ্বীপ দেখিলাম না। সমুদ্রের অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া, সমুদ্রের বিশুদ্ধ হাওয়া খাইয়া, দৈনিক রোজ-নামচা লিখিয়া দিন কাটিতে লাগিল।

সমুদ্রের উপর কত রকম দেশ বিদেশের পাখী দেখিলাম। সি-মিউ, গাল্, আল্‌বাট্রস্ প্রভৃতি নানা পাখী সমুদ্রের উপর উড়িতেছিল। কতকগুলি ক্লান্তি বশতঃ সমুদ্রজলের উপর হাঁসের মত ভাসিতেছিল। এই সব পাখী একটানা

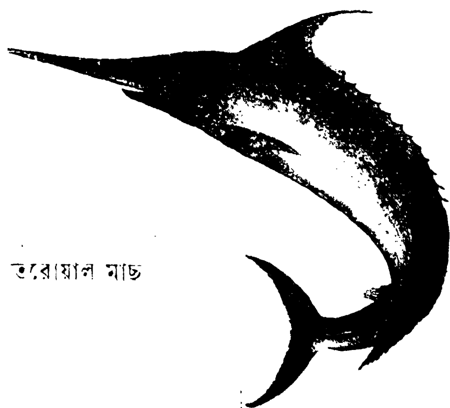
হাজার হাজার মাইল উড়িয়া চলে; কি অসীম ক্ষমতা ভগবান ইহাদের দিয়াছেন। ইহাদের গলার স্বর কিন্তু অতি বিশ্রী, গাধার কর্কশ ডাকের মত শুনিতে লাগে।

কতকগুলি অদ্ভুত অদ্ভুত মাছ দেখিলাম, তাহাদের



লেমোন মাছ

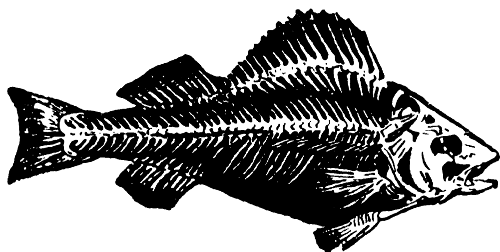
সকলের নাম জানি না। সাল্‌মোন্‌, ম্যাকারেল্‌, তরো মাছ



তরোয়াল মাছ

তরোয়াল মাছ, নানা প্রকার কচ্ছপ, করাতমাছ, কঙ্কাল

মাছ, হাতুরী হাঙ্গর মাছ, সাজারু মাছ—ইহাদের সর্ব্ব



কঙ্কাল মাছ

শরীর লম্বা লম্বা শক্ত কাঁটাময়, কখনো কখনো খুব ফুলিয়া



উড়ুক্কু মাছ

উঠে, ত্রিকোণ মাছ, চতুষ্কোণ মাছ, উড়ুক্কু মাছ, শূকর মাছ, কুঁজো মাছ—পিঠে মস্ত বড় কুঁজ, ইলেক্‌ট্রিক ইল্ মাছ—সাত ইঞ্চি লম্বা, ডিম্-মাছ—কালোর উপর সাদা সাদা দাগ; অন্যান্য মাছের মত ইহাদের লেজ নাই; পেগাসি মাছ—নাকটা খুব লম্বা; বেঙ মাছ—মাথাগুলো বড় বড়,

মাঝখানে গর্ত্ত, গায়ে সাজারুর মত কাঁটা; বড় বড় পায়রাচাঁদা মাছ—খাইতে অতি সুস্বাদু। কতকগুলি মাছ দেখিলাম যাহারা পাখীর মত সমুদ্রের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া বাস করে।



ইলেকটিক ইল মাছ

নোটিলস্ ঘণ্টায় ২৪ মাইল বেগে চলিতেছিল। ১৮শে জানুয়ারী তারিখে ১২ দক্ষিণ অক্ষরেখা, ৯৮ দ্রাঘিমার কাছে

কিলিং দ্বীপ দেখিতে পাইলাম। এই নির্জ্জন দ্বীপের তীর ধরিয়া জাহাজ চলিতে লাগিল। কিলিং দ্বীপ পিছনে ফেলিয়া জাহাজ এইবার উত্তর-পশ্চিম ধরিয়া ভারতবর্ষের দিকে চলিতে লাগিল। এইখান হইতে জাহাজ ক্রমশঃ ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল ও মাঝে মাঝে অগাধ জলের তলায় ডুবিয়া চলিল। নোটিলস্ ক্রমশই নামিতে লাগিল, কিন্তু তল আর পাওয়া যায় না। এ সেই ভারত মহাসাগর—যেখানে ৪২,০০০ ফুট অর্থাৎ প্রায় ৮ মাইল রশি ফেলিয়াও সমুদ্রতল পাওয়া যায় নাই!

১৫শে জানুয়ারী। সমুদ্রের চতুর্দ্দিকে কোথাও কিছু দেখিতে পাইলাম না। সমস্ত দিনটা নোটিলস্ জলের উপর ভাসিয়া চলিল। বড় কঠিন স্ক্রু দিয়া পিছনের জল তোলপাড় ও উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিতে করিতে জাহাজ চলিতে লাগিল। দূর হইতে যে দেখিবে সেই বলিবে একটা অতিকায় তিমিমাছ চলিতেছে।

বেলা ৭টার সময় বহুদূরে একটা ষ্টিমার পশ্চিমমুখে যাইতেছে দেখিলাম; বোধ হয় সিড্‌নি হইতে লঙ্কায় চলিতেছে।

তারপর দিন ১৬শে জানুয়ারী। ৮২ দ্রাঘিমা ধরিয়া বিষুবরেখা পার হইলাম। দিনের বেলায় একদল ভয়ঙ্কর হাঙর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। এইখানে হাঙরের অত্যন্ত ভয়; ইহারা যেমনি চতুর তেমনি হিংস্র।

ইহাদের পিঠ ধূসর রঙের, পেটটা একেবারে সাদা; ইহাদের সর্ব্বশুদ্ধ এগারো পাটি দাঁত। আমরা কাঁচের জানালার পাশে বসিয়াছিলাম; তাই দেখিয়া এক একটা হাঙর এমন জোরে কাঁচের উপর লাফাইয়া পড়িতে লাগিল যে বাস্তবিক আমাদের ভয় হইল যে কাঁচ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। দেখিতে দেখিতে নোটিলস্ খুব জোরে চলিতে লাগিল, হাঙরের দলও পিছনে পড়িয়া রহিল।



মাছের বাসা

১৭শে জানুয়ারী। আজ বঙ্গোপসাগরে জাহাজ পড়িল। একটা বড় বিশ্রী ও ভীতিজনক জিনিষ আমাদের চোখে প্রায়ই পড়িতে লাগিল। জলের স্রোতে অনেক মৃতদেহ ভাসিয়া যাইতেছে। হাজার হাজার মৃতদেহ গঙ্গানদী দিয়া সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে। হাঙরের দল মহানন্দে তাহা ভক্ষণ করিতেছে।

সন্ধ্যা ৭টার সময় দেখিলাম আমরা দুধ সাগর দিয়া

চলিতেছি। এ তো সমুদ্র নয়, এ যে একেবারে দুধ! চতুর্দ্দিকে দুধের সাগর! মাইলের পর মাইল চলিলাম তবু এ দুধ-সাগর ফুরায় না!

কন্‌সেল্‌ বিস্মিত হইয়া আমাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম, "এখানকার নাম দুধ-সাগর, কিন্তু তাই বলে মনে করো না যে এ সত্যি সত্যি দুধ। এক রকম সাদা সাদা পোকা, চুলের মত সরু ও লম্বায় ইঞ্চির একশ ভাগের এক ভাগ,—সমুদ্রের ঠিক এইখানে তাল হয়ে ভেসে বেড়ায়। সেই কারণে এখানকার জল এত সাদা দেখায়। চল্লিশ মাইল পঞ্চাশ মাইল স্থান ব্যাপিয়া এরা এখানে ঘুরে বেড়ায়। পৃথিবীর আর কোথাও এমন ধারা দেখ্‌তে পাবে না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লঙ্কার মুক্তাক্ষেত

পরদিন ২৮শে জানুয়ারী। দুপুর বেলায় নোটিলস্ ৯ ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখার কাছে আসিল। বহুদিন পরে আজ ডাঙ্গা দেখিতে পাইলাম। আট মাইল পশ্চিমে দুই হাজার ফুট উচ্চ এক বিশাল পর্ব্বতশ্রেণী। দূর হইতে ঐ পাহাড়ের চূড়াগুলি অত্যন্ত অদ্ভুত দেখাইতেছিল। ম্যাপ্ দেখিয়া বুঝিলাম ইহা লঙ্কা দ্বীপ। ক্যাপ্‌টেন নিমো আসিয়া বলিলেন, "প্রফেসার, সামনেই লঙ্কা দ্বীপ, মুক্তার জন্য ইহা ভুবনবিখ্যাত। মুক্তা কেমন করে তোলে দেখ্‌তে যাবেন ?"

ক্যাপটেনের কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। জগৎবাসীর কাছে ক্যাপ্‌টেন কি পুনরায় নিজের পরিচয় দিবেন ?

ক্যাপ্‌টেন আমার বিস্ময়ের কারণ বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন, "এত বিস্মিত হচ্ছেন কেন, প্রফেসার ? আমরা মুক্তার ক্ষেত দেখ্‌ব ; এখন মুক্তা তোল্‌বার সময় নয়, কারোর সঙ্গে দেখা হবার কোন ভয় নাই। এখন 'মানার্ উপসাগরের' দিকে জাহাজ চালাতে বলে আসি, সেখানে পৌঁছাতে ঠিক রাত হবে।"

ক্যাপ্‌টেন একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া কি সব

বলিলেন। তারপর জাহাজ পুনরায় জলের তলায় ডুব মারিল। ক্যাপ্‌টেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আপনি হাঙর দেখ্‌লে ভয় পাবেন না ত?"

আমি বলিলাম, "না, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কখনো হাঙরের সামনে পড়িনি বা হাঙরের সঙ্গে লড়াই করি নি।"

—"আমাদের কিন্তু খুব অভ্যাস আছে যাই হো'ক কাল সকালে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের বেরুতে হবে, কারণ হাঙরের সঙ্গে লড়াই যেমনি মজার আবার তেমনি বিপজ্জনক।"

এই বলিয়া আজকের মত ক্যাপ্‌টেন বিদায় লইলেন। হাঙরের সামনে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া লড়াই করিতে হইবে শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। যদি কেউ আসিয়া বলিত সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড়ের উপর ভাল্লুক শিকার করিতে যাইতে হইবে, বা আফ্রিকার জঙ্গলে সিংহ শিকার করিতে হইবে, এমন কি সুন্দরবনে বাঘ মারিতে যাইতে হইবে, তাহা হইলেও এত ভয় হইত না। ভাবিয়া ভাবিয়া কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। আমি শুনিয়াছি যে আন্দামান দ্বীপের কাফ্রীরা হাতে একটা ছোরা লইয়া হাঙরের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া লড়াই করে; কিন্তু কয়জনই বা জ্যান্ত ফিরিয়া আসে?

নেড্‌ ও কন্‌সেল্‌ আসিলে পর তাহাদের কাছে ক্যাপ্‌-টেন নিমোর নিমন্ত্রণের কথা বলিলাম। কাল সকালে

আমরা মুক্তাক্ষেত দেখিতে যাইব শুনিয়া তাহারা খুবই আনন্দিত হইল।

নেড্ বলিল, "মুক্তাক্ষেত দেখ্‌তে যাবার আগে মুক্তা সম্বন্ধে কিছু জেনে যাওয়া ভাল।"

আমি বলিলাম, "তা বেশ ত; তোমরা বস, কি জানতে চাও, বল।"

কনসেল্ বলিল, "আচ্ছা, প্রথমে বলুন মুক্তা জিনিষটা কি?"

আমি বলিলাম, "কবিরা বলেন, মুক্তা হচ্ছে সাগরের অশ্রুবিন্দু; ভারতবাসীরা বলে আকাশ হ'তে ঝিনুকে শিশির পড়ে জমাট্ বেঁধে মুক্তা হয়; মেয়েরা বলে এ হচ্ছে এক অতি সুন্দর রত্ন, আঙুলে, গলায়, বুকে, কাণে, নাকে তা'রা অতি যত্নের সহিত ইহা ব্যবহার করে; বৈজ্ঞানিক বলেন, ইহা ফস্‌ফেট্ ও কার্‌বনেট্ অফ্ লাইম্ এই দুই জিনিষের মিশ্রিত পদার্থ; জীবতত্ত্ববিদেরা বলেন, ইহা একপ্রকার কীটের দেহনিঃসৃত তরল পদার্থের সমষ্টি মাত্র। নীল, নীলাভ, বেগুনে, সাদা নানা প্রকারের মুক্তা হয়ে থাকে। সমুদ্রতলে অয়েষ্টার নামে একপ্রকার ঝিনুক আছে; এই ঝিনুকের ভিতরকার পোঁট্‌কার মধ্যে এই মুক্তা জন্মিয়া থাকে। ঝিনুকের ভিতর প্রথমে একটা ছোট্ট শক্ত পাথরের কণার মত একটা জিনিষ জন্মায়, তারই গায়ে ঝিনুকের গা হইতে এক রকম রস বা'র হয়ে জম্‌তে থাকে; বছরের পর বছর এই রকম হয়ে হয়ে শেষকালে মুক্তা হয়ে দাঁড়ায়।"

কন্‌সেল্ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, একটা ঝিনুকের ভিতর কি অনেক মুক্তা হয়?"

আমি বলিলাম, "তার ঠিক নেই। কোনটায় বা একটা হয়, আবার কোনটার মধ্যে দেড়শ মুক্তাও হয়।"

কন্‌সেল্ বলিল, "ঝিনুক হতে কেমন করে মুক্তা বার করে?"

আমি বলিলাম, "তার অনেক রকম উপায় আছে। কেউ কেউ সমুদ্র থেকে ঝিনুক তুলে তা ফাঁক করে চিম্‌টা দিয়ে মুক্তা টেনে বার করে। কিন্তু সচরাচর সমুদ্র থেকে ঝিনুক তুলে সমুদ্রধারের বালির উপর মাদুর বা চ্যাটাইএর উপর তাহা শুকাইতে দেওয়া হয় রোদের আঁচে ঝিনুকগুলি মরে যায়, তারপর সেগুলো পচ্‌তে থাকে। পরে সেইগুলো বড় বড় চৌবাচ্চার ভিতর এনে ফেলা হয়, সেইখানে ছাড়ানো, ধোয়া, সাফ করা প্রভৃতি কাজগুলি করা হয়। তারপর গরম জলে সেইগুলি ফুটানো হয়।"

কন্‌সেল্ বলিল, "আচ্ছা, বড় ছোট মাপ অনুসারে মুক্তার বেশী কম দাম হয় ত?"

আমি বলিলাম, "শুধু বড় ছোট মাপ অনুসারে নয়, গড়ন হিসাবেও বেশী কম দাম হয়; আবার যে মুক্তা যত উজ্জ্বল সেই মুক্তার দাম তত বেশী। মুক্তা গোল হয়, বাদামি হয়, আবার বাঁকাচোরাও হয়।"

কন্‌সেল্ বলিল, "আচ্ছা মুক্তা তুল্‌তে গিয়ে কি অনেক বিপদের মধ্যে পড়্‌তে হয়?"

নেড্ বলিল, "বিপদ আবার কি? যা খানিকটা জল খেতে হয়, তা জলের ভিতর নাম্‌লে অমন হয়ই।"

নেডের বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া আমি বলিলাম, "নেড্, এখন ত খুব বল্‌ছ, হাঙরকে তোমার ভয় করে না?"

বুক ফুলাইয়া নেড্ বলিল, "সারা জীবন হারপুন চালিয়ে কত হাঙর মার্‌লুম, আর আজ ভয় কর্‌তে যাব?"

আমি বলিলাম, "কিন্তু এ নৌকার উপর দাঁড়িয়ে হারপুন্ ছোড়া নয়।"

নেড্ বলিল, "তবে কি জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে? তাতেই বা কি? হাঙরের স্বভাব হচ্ছে যখন কাউকে আক্রমণ করে তখন উল্‌টে যায়, পেট্‌টা সব সাম্‌নে চিতিয়ে পড়ে, সেই সুযোগে,—বুঝলেন ত?"

সেদিন আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাঙরের সাথে ভীষণ লড়াই

পরদিন ভোর চারটার সময় ক্যাপ্‌টেনের খানসামা আসিয়া আমাকে ঘুম হইতে টানিয়া তুলিল। তাড়াতাড়ি কাপড় জামা পরিয়া স্যালুনে গেলাম। ক্যাপ্‌টেন আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, বলিলেন, "আপনারা সবাই প্রস্তুত ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ ক্যাপ্‌টেন !"

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "তবে আসুন আমার সঙ্গে।"

আমি বলিলাম, "সমুদ্রে নাম্‌বার জন্য আমাদের পোষাক পর্‌তে হবে না ?"

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "না, এখন নয়। ম্যানার্‌ চর খুব কাছে বলে জাহাজ একেবারে কিনারায় ভিড়্‌তে দিই নি। এখন আমরা নৌকায় চড়ে কিনারার কাছে যাব ; নৌকায় সব ডুব্‌-পোষাক ঠিক করা আছে ; ঠিক জায়গায় গিয়ে আমরা তা পরে সমুদ্রতলে নাম্‌ব।"

নেড্‌, কন্‌সেল ও আমি ক্যাপ্‌টেনের সঙ্গে জাহাজের ছাদের উপর গিয়া নৌকায় চড়িলাম। জাহাজের পাশেই নৌকাটা বাঁধা ছিল। পাঁচজন নাবিক দাঁড় ধরিয়া আমা-

দের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তখনো বেশ রাত্রি আছে; তার উপর আকাশে মেঘ করিয়া অন্ধকার যেন দ্বিগুণ দেখাইতেছিল; কেবল দুই একটা তারা এখানে ওখানে দেখা যাইতেছিল। দূরে ডাঙ্গার পানে তাকাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

নোটিলস্ এখন লঙ্কাদ্বীপের পশ্চিম কূলে; অনতিদূরেই ম্যানার্ দ্বীপ। ইহারই নিকটে সেই ভুবনবিখ্যাত মুক্তাক্ষেত্র, দৈর্ঘ্যে ইহা কুড়ি মাইলেরও বেশী হইবে!

আমরা চারিজনে নৌকায় গিয়া উঠিলাম। নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল; দক্ষিণদিকে নৌকা চলিতে লাগিল। সমুদ্রজলে অল্প অল্প ঢেউ, কিন্তু তাহাতেই নৌকা বেশ দোল্ খাইতেছিল। আমরা সকলেই চুপ্‌চাপ; কাহারও মুখে কোন কথা নাই। ক্যাপ্‌টেন এখন কি ভাবিতেছেন? ডাঙ্গা ত আর বেশী দূর নয়!

ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় আব্‌ছা আলোয় তীরভূমি অতি অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। এখনও প্রায় পাঁচ মাইল; চারিদিকেই কুয়াসা। বেলা ৬টার সময় সূর্য্য উঠিতেই সমস্ত কুয়াসা যেন মন্ত্রবলে কাটিয়া গেল। এইবার বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম তীরভূমিতে মাঝে মাঝে গাছ রহিয়াছে; জমিও বেশ পরিষ্কার দেখা গেল। নৌকা ক্রমশই ম্যানার্ দ্বীপের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্যাপ্‌টেন নিমো বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইয়া মনোযোগ দিয়া

সমুদ্রে কি যেন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হুকুম মত নৌকায় নোঙর্ ফেলা হইল: ও হরি, এতবড় সমুদ্র আর নোঙর ফেলিতে না ফেলিতে 'ঠক্' করিয়া মাটিতে ঠেকিল! এতবড় সমুদ্র হইলে কি হয় এখানকার জলের গভীরতা তিন-ফুট মাত্র। অবশ্য আশপাশের গভীরতা আরো বেশী।

ক্যাপ্টেন নিমো বলিলেন, "আমরা মুক্তাক্ষেতের কাছেই এসে পড়েছি। আর এক মাসের মধ্যে এইখানে অসংখ্য জেলে-নৌকার ভীড় লেগে যাবে। এইখানকার জলের মধ্যে নানারকম বিপদ, তবু ডুবুরীরা অদ্ভুত সাহস ভরে জলের ভিতর নেমে যায়। এইবার আমাদের পোষাক পরে নামা যাক্।"

সমুদ্রের উপর বেশ বড় বড় ঢেউ বহিতেছিল। নাবিক-দের সাহায্যে আমরা পোষাকগুলি পরিলাম। মাথায় যখন ঢাক্‌নিটা পরিতে যাইতেছি তখন ক্যাপ্টেন বলিলেন, "এখানে আমাদের আলো নিয়ে যাবার কোন দরকার নেই। সূর্য্যের আলোয় সমুদ্রের ভিতর সব দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। আবার আলো নিয়ে যাওয়ার বিপদও অনেক, এখানে ভয়ঙ্কর হাঙরের আড্ডা, আলো দেখ্‌লেই ছুটে আস্‌বে।"

ক্যাপ্টেনের কথা শুনিয়া আমার মুখ শুকাইয়া গেল। নেড্ ও কন্‌সেলের বরাত ভাল, তাহারা ততক্ষণ মাথায় ঢাক্‌নি পরিয়া ফেলিয়াছে, ক্যাপ্টেনের অমন অলুক্ষণে কথা কিছুই শুনিতে পায় নাই।

আমি ক্যাপ্‌টেনকে আর একটি প্রশ্ন করিলাম :—বলিলাম, "সঙ্গে আমরা বন্দুক নেব না ?"

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "বন্দুক নিয়ে কি হবে ? জলের ভিতর বন্দুকের চেয়ে এই ইস্পাতের ছোরা বেশী কাজে লাগ্‌বে। এই ছোরাটা আপনার কোমরে ঝুলিয়ে রাখুন।"

নেড্ ও কন্‌সেলও ছোরা সঙ্গে লইয়াছিল ; উপরন্তু নেডের হাতে একটি ভয়ঙ্কর হারপুন ; আসিবার সময় জাহাজ হইতে আনিয়াছে। যাই হোক্, আমরা জলের ভিতর নামিয়া পড়িলাম ; নাবিকেরা সকলেই নৌকায় রহিল—সেখানকার জল ছয় ফুট গভীর ; পায়ের তলায় পরিষ্কার মিহি বালি। ক্যাপ্‌টেনের সঙ্গে আমরা জলের ভিতর ক্রমেই নামিয়া চলিলাম, সেই জায়গাটা খুবই ঢালু। পায়ের তলা হইতে অসংখ্য মাছ সরিয়া যাইতে লাগিল ; কি সুন্দর তাহাদের রং, কি চঞ্চল তাহাদের গতি, কি অপূর্ব্ব তাহাদের পাকের বাহার ! প্রায় আড়াই ফুট লম্বা একরকম সাপ দেখিতে পাইলাম।

প্রায় সাতটার সময় অয়েষ্টারের চরে আসিয়া পৌঁছাইলাম ইহাই মুক্তাক্ষেতের আরম্ভ। কোটি কোটি ঝিনুক জমা হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। সে যে কত রাশি রাশি ঝিনুক বলিতে পারি না। নেড্ সঙ্গে করিয়া একটা জালের থলি লইয়া আসিয়াছিল, কতকগুলি সুন্দর

সুন্দর ঝিনুক থলির মধ্যে তুলিল। কিন্তু আমরা সেখানে দাঁড়াইলাম না। ক্যাপ্টেন পথ দেখাইয়া চলিলেন, আমরাও পিছনে চলিলাম।

এখানকার সমুদ্রতলের জমি বড়ই অসমতল; এক এক জায়গায় এত উঁচু যে হাত তুলিলে জলের উপর পর্য্যন্ত হাত ওঠে, আবার এক এক জায়গায় খুবই নীচু। মাঝে মাঝে পিরামিডের মত পাহাড়ের স্তূপ। সেই সব পাহাড়ের কোলে কোলে অন্ধকার ফাটলের মধ্যে ক্রস্তাসিয়া নামক এক-প্রকার বৃহদাকার রাক্ষুসে চিংড়ীমাছ দেখিতে পাইলাম; কতকগুলি বিরাট আকার কাঁকড়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের পানে তাকাইতেছিল—যেন হাতিয়ার বোঝাই এক একখানা যুদ্ধের জাহাজ।



ক্রসতাসিয়া নামক রাক্ষুসে চিংড়ী মাছ

এই সব পাহাড় ঘুরিয়া শেষকালে আমরা একটি হলের মত স্থানে উপস্থিত হইলাম। চতুর্দ্দিকে পাহাড়; মাথার উপরে পাহাড়গুলো ঝুঁকিয়া আসিয়া পড়িয়াছে; পায়ের তলায় জলজ ঘাসের কার্পেট পাতা। স্থানটি অপেক্ষাকৃত অন্ধকার। মাঝে মাঝে পাথরের বড় বড় থাম মাথার উপরকার ছাদ ধরিয়া আছে। মোটের উপর জায়গাটা ভারী সুন্দর। চলিতে চলিতে ক্যাপ্‌টেন নিমো হেঁট্ হইয়া কি একটা জিনিষ দেখিতে লাগিলেন। কাছে গিয়া দেখি একটা প্রকাণ্ড ঝিনুক; দেখিতে সম্পূর্ণ গোল। এটা রাক্ষুসে বলিলেও হয়; চওড়ায় এটা প্রায় সাড়ে ছয় ফুট; ওজনে ৬০০ পাউণ্ড বা প্রায় সাড়ে সাত মণ। ঝিনুকের মুখ বা ঠোঁট দুটা একটু ফাঁক ছিল। ক্যাপ্‌টেন তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়া ঝিনুকটা বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই তাঁর ছোরার ডগা সেই মুখের মধ্যে ঢুকাইয়া দিলেন। একটু ফাঁক করিয়া ধরিতেই ভিতরে যাহা দেখিলাম—জীবনে তাহা ভুলিব না; ঝিনুকের পেটের মধ্যে একটা আল্‌গা মুক্তা বসানো রহিয়াছে, ঠিক নারিকেলের মত বড়; তাহা যেম্‌নি গোল, তেমনি উজ্জ্বল ও তেমনি দ্যুতিময়!

আমি পাগল হইয়া গেলাম! হাত বাড়াইয়া সেই অমূল্য মুক্তাটি তুলিয়া লইতে গেলাম; কিন্তু ক্যাপ্‌টেন আমাকে বারণ করিলেন ও তাঁহার ছোরা বাহির করিয়া লইলেন। ঠোঁট্ দুইটা তখনি বুজিয়া গেল। জহরতের সম্বন্ধে আমার

যে অল্প জ্ঞান আছে তাহাতে বুঝিলাম মুক্তাটির দাম ৫,০০,০০০ পাউণ্ড বা ৭৫ লক্ষ টাকা হইবে।

দশ মিনিট চলিবার পর ক্যাপ্‌টেন নিমো হঠাৎ কি যেন দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ইসারা করিয়া তিনি আমাকে হেঁট্‌ হইয়া চলিতে বলিলেন। একটা পাহাড়ের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইলে তিনি আঙ্গুল দিয়া সাম্‌নে কি দেখাইলেন। দেখিলাম পনের ফুট দূরে একটা লম্বা ছায়া মাটিতে নামিতেছে। চট্‌ করিয়া হাঙরের কথা মনে পড়িল। কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে সেটা হাঙর নয়।

সেটা একটা মানুষ,—একটা জ্যান্ত মানুষ! একজন ভারতবর্ষীয় ডুবুরী চোরের মত মুক্তাতোলার সময়ের পূর্ব্বেই সেখানে আসিয়া মুক্তা তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বেচারী গরীব মানুষ! দারিদ্র্যের তাড়নায় সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া সেখানে মুক্তা তুলিতে আসিয়াছে। জলের উপর তাহার নৌকা ভাসিতেছে। দেখিতে পাইলাম, সে একবার নামিতেছে আবার উঠিতেছে; এইরূপ ক্রমাগত মুক্তা তুলিতেছে। নৌকা হইতে একটি দড়ি ঝুলানো রহিয়াছে তাই ধরিয়া সে ক্রমাগত উঠা নামা করিতেছে। সঙ্গে একটা থলি, হেঁট হইয়া ঝিনুক কুড়াইয়া থলিতে পূরিতেছে, আবার উঠিতেছে। জলের মধ্যে আধ মিনিটের মধ্যেই সে প্রত্যেকবারে এত কাজ শেষ করিতেছে।

পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া আমরা তাহার এই কাজ

দেখিতেছি। সে ভুলেও ভাবেনি যে জলের তলায় তারই মত আরো কতকগুলি মানুষ দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতেছে। প্রায় আধঘণ্টা সে এইরূপ উঠা নামা করিতে লাগিল।



ডুবুরী মুক্তা তুলিতেছে

আমরাও বেশ আনন্দের সহিত তাহার কাজ দেখিতেছি; হঠাৎ দেখি সেই ভারতবর্ষীয় লোকটি জলের ভিতর নামিয়া এক রকম ভয় খাইয়া গেল। ভয় পাইয়া সে তাড়াতাড়ি

একলাফে মুক্তাক্ষেত্রের তলা হইতে জলের উপরে উঠিবার চেষ্টা করিল।

তাহার ভয়ের কারণ বুঝিতে পারিলাম। দেখিলাম তাহার মাথার উপর একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘ ছায়া! একটা ভয়ঙ্কর হাঙর সেই হতভাগ্য লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া তীরের মত ছুটিয়া আসিতেছে। সেই ঘোলাটে চোখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতেছে; প্রকাণ্ড হাঁ একেবারে খোলা, তাহার মধ্যে ছয় সারি দাঁত; প্রত্যেক সারিতে শত সহস্র ধারালো দাঁত!

ভয়ে আমি কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। হাঙরের আক্রমণ হইতে নিজকে বাঁচাইবার জন্য সেই লোকটি একপাশে চট্ করিয়া দাঁড়াইল। হাঙরের পিঠের পাল্‌কো তাহার গায়ে লাগিল না বটে, কিন্তু লেজের আঘাতে লোকটা সেইখানে শুইয়া পড়িল। হাঙরটা আবার চিং হইয়া লোকটিকে একেবারে দুইখণ্ড করিবার জন্য ছুটিয়া যাইল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই এত কাণ্ড হইয়া গেল।

ক্যাপ্‌টেন নিমো এইবার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাতে ছোরাটা বেশ শক্ত করিয়া ধরিয়া একেবারে হাঙরের সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন। একটা নূতন লোক দেখিতে পাইয়া হাঙর এইবার ডুবুরীকে ছাড়িয়া ক্যাপ্‌টেন নিমোকে তাড়া করিল। ক্যাপ্‌টেন অসম সাহসে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া হাঙরের আক্রমণের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। হাঙর

চোঁচা ছুটিয়া ক্যাপ্‌টেনকে দুইখণ্ড করিয়া কাটিতে গেল। ধাক্কা লাগে লাগে এমন সময় ক্যাপ্‌টেন চট্‌ করিয়া



হাঙর

সরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার ছোরা হাঙ্গরের বুকের পাশে একেবারে আমূল বসাইয়া দিলেন।

দেখিতে দেখিতে দুইজনের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। হাঙর রাগে ও যন্ত্রণায় তখন যেন গর্জ্জন করিতে লাগিল। বুকের পাশের কাটা হইতে রক্তের ফোয়ারা ছুটিতে লাগিল। সমুদ্র-জল লালে লাল হইয়া উঠিল। পরিষ্কার জলে এতক্ষণ সবই দেখিতে পাইতেছিলাম, এখন রক্তের দরুণ সমস্তই ঘোলাটে হইয়া উঠিল। দেখি ক্যাপ্‌টেন তখন একহাতে হাঙরের একটা পাল্‌কো সজোরে ধরিয়া হাঙরের সঙ্গে ঝুলিতেছেন ও অপর হাতে ছোরা দিয়া ক্রমাগত উহার গায়ে ভীষণ খোঁচা মারিতেছেন। কিন্তু ঠিক স্থানে ছোরা বসাইতে পারিতেছিলেন না বলিয়া হাঙরটা অত আঘাতেও কিছুতেই মরিল না। হাঙরের সে কি এক একটা ঝাপ্টা! সমুদ্রজল এমন আলোড়িত হইয়া উঠিল যে, আমরা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিলাম না। হাঙর তখন নিজের প্রকাণ্ড শরীরের ভার দিয়া ক্যাপ্‌টেনকে মাটিতে চাপিয়া ধরিল। ক্যাপ্‌টেন শুইয়া পড়িলেন; হাঙর বিষম হাঁ করিয়া ক্যাপ্‌টেনকে গিলিতে গেল।

নেড্‌ল্যাণ্ড তৎক্ষণাৎ হারপুন হাতে হাঙরের কাছে ছুটিয়া প্রচণ্ড বিক্রমে হারপুন তাহার বুকের উপর বসাইয়া দিল। আবার ঝলকে ঝলকে রক্ত বাহির হইতে লাগিল; সেই অজস্র রক্তের ফোয়ারায় সমুদ্র যেন রক্তের সমুদ্র হইয়া উঠিল। ভীষণ যন্ত্রণায় হাঙর সমুদ্র তোলপাড় করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার শক্তি শেষ হইয়া আসিতেছিল

নেডের হাতে সে মরণ-মার খাইয়াছে। মৃত্যুযন্ত্রণায় হাঙর এইবার শিট্‌কাইতে লাগিল। শিট্‌কাইতে শিট্‌কাইতে হাঙরটা কন্‌সেলের কাছে আসিয়া ধাক্কা মারিয়া তাহাকে ভূঁয়ে ফেলিয়া দিল।

ক্যাপ্‌টেন নিমো এইবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেই হতভাগ্য ডুবুরীর কাছে গিয়া তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন। তাহার কোমরের দড়ি কাটিয়া কোলের উপর তুলিয়া পায়ের গোড়ালির এক ধাক্কায় জলের উপর লাফাইয়া উঠিলেন। আমরা তিনজনও সেইরকমে জলের উপর উঠিয়া ডুবুরীর নৌকায় গিয়া উঠিলাম। হাঙরের লেজের ঝাপ্‌টায় ডুবুরীর বিশেষ কিছুই হয় নাই। ক্যাপ্‌টেনের মাজা ঘষায় ও সেবা শুশ্রূষায় তাহার জ্ঞান শীঘ্রই ফিরিয়া আসিল। চোখ খুলিয়া বেচারী আবার ভয় পাইল। সে দেখিল তাহার শরীরের উপর তামার ঢাক্‌নিপরা চারটে মাথা ঝুলিতেছে। ক্যাপ্‌টেন তখন তাঁহার পকেট হইতে একমুঠা মুক্তা বাহির করিয়া সেই ডুবুরীর হাতে দিলেন। সে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহা গ্রহণ করিল। আমাদের সে নিশ্চয় কোন জলদেবতা ভাবিয়াছিল : তা না হইলে অমন বিপদ হইতে কে তাহাকে রক্ষা করিবে!

তারপর ক্যাপ্‌টেনের হুকুম মত আমরা জলের ভিতর লাফাইয়া পড়িলাম। আগেকার পথ ধরিয়া আধঘণ্টার মধ্যে আমরা আমাদের নোঙর-বাঁধা নৌকায় আসিয়া উঠিলাম। নৌকায় দাঁড় টানিয়া আমরা নোটিলসে

ফিরিতেছি, দেখি হাঙরটা ভাসিয়া উঠিয়াছে। উহা দৈর্ঘ্যে পঁচিশ ফুট হইবে। এত বড় হাঙর এক ভারত মহাসাগর ব্যতীত আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। দেখিতে দেখিতে আমাদের নৌকার চারিদিকে গোটা বারো হাঙর ভাসিয়া উঠিল। তাহারা সকলেই মৃত হাঙরের পানে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে খাইতে আরম্ভ করিল।

সকাল সাড়ে আট্টার সময় আমরা নোটিলসে পৌঁছাইলাম। সেদিন আমি ক্যাপ্টেন নিমোর মধ্যে দুইটা জিনিষ দেখিলাম: প্রথম ক্যাপ্টেনের অসমসাহস, দ্বিতীয়তঃ, যে মানুষের আলয় হইতে তিনি চলিয়া আসিয়াছেন সেই মানুষের উপর তাঁহার অসীম দরদ ও ভালবাসা।

কথাপ্রসঙ্গে সেদিন ক্যাপ্টেন আমাকে বলিলেন, "ঐ যে ভারতবাসীকে দেখ্লেন ওদের ভারী কষ্ট; ওদের ভারতবর্ষের উপর বিদেশীরা অনেক অত্যাচার করে। প্রফেসার, আমি এখনও এবং যতদিন আমি বাঁচ্ব ততদিন,—নিজকে ভারতবাসী বলে জানি ও জানব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আরব সাগর হইতে লোহিত সাগর

২৯শে জানুয়ারী। দেখিতে দেখিতে লঙ্কাদ্বীপ আকাশের কোলে ক্রমশঃ মিশাইয়া গেল। নোটিলস্ এখন ঘণ্টায় কুড়ি মাইল বেগে চলিতেছে। মালডিভ্ ও লাকাডিভ্ এই দুইটি দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে যে অসংখ্য খাল আছে তাহারই মধ্যে দিয়া জাহাজ সন্তর্পণে চলিতে লাগিল। আজ হিসাব করিয়া দেখিলাম জাপান-সমুদ্র হইতে আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ১৬,১১০ মাইল পথ জলের তলা দিয়া আসিয়াছি।

পরদিন ৩০শে জানুয়ারী। নোটিলস্ যখন জলের উপর আবার ভাসিয়া উঠিল দেখিলাম চতুর্দ্দিকে কোথাও ডাঙ্গার চিহ্ন নাই। জাহাজের গতি তখন উত্তর পশ্চিম দিকে, অর্থাৎ ওমান্ সাগরের পানে এখন জাহাজ চলিতেছে। এই ওমান্ সাগর ধরিয়া পারস্য উপসাগরের মধ্যে যাওয়া যায়। সেইখানেই পথ শেষ; তবে ক্যাপ্টেন নিমো আমাদের কোথায় লইয়া চলিতেছেন?

এই বিষয়ে আমার চেয়ে নেডের ভাবনা বেশী; সে আসিয়া আমরা কোথায় যাইতেছি তাহাই জিজ্ঞাসা করিল।

আমি বলিলাম, "ক্যাপ্টেন কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন তা ত বল্‌তে পারি না নেড্।"

নেড্ বলিল, "যা দেখ্‌ছি তাতে বুঝ্‌ছি যে ক্যাপ্টেন আমাদের পারস্য উপসাগরের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছেন ; কিন্তু তাহ'লে সেখান হ'তে আবার ফিরে আস্‌তে হবে।"

—"ফিরে আস্‌তে হয় ত কি হবে ? ব্যাবেলম্যাণ্ডেব প্রণালী ঘুরে লোহিত সাগরে জাহাজ তখন ঢুক্‌বে।"

—"কিন্তু লোহিত সাগর ত পারস্যসাগরের মত বন্ধ। সুয়েজ ক্যানাল কাটা এখনও শেষ হয় নি ; তা হলে ইউরোপে আমরা কেমন করে ফিরব ?"

"আচ্ছা, নেড, ইউরোপে ফেরবার জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? আমি ত এমন জাহাজ ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না।"

চারিদিন ধরিয়া নোটিলস্ ওমান্ সাগরের চারিদিকে খামখেয়ালি ভাবে চলাফেরা করিতে লাগিল—কখনও জলের উপর ভাসিয়া আবার কখনও অগাধ জলে ডুবিয়া, কখনও অতি ধীরে আবার কখনও বা ভীষণবেগে চলিতে লাগিল। যেন কোন দিকে যাইবে তাহা ঠিক করিতে পারিতেছে না। ট্রপিক্ অফ্ ক্যান্‌সার্ জাহাজ কিছুতেই পার হইল না।

ওমান্ সাগর হইতে অদূরে মস্কট্ নগরী দেখিতে পাইলাম। দূর হইতে সহরটি ভারী সুন্দর দেখাইতেছিল। চতুর্দ্দিকে দৈত্যের মত কালো পাহাড়ের উপর সাদা সদা বাড়ীগুলি

বেশ দেখাইতেছিল। কত বড় বড় গোল গোল মস্‌জিদ্ দেখিলাম। বাড়ীর ছাদগুলি কি সুন্দর!

নোটিলস্ আবার ডুব মারিল। আরব দেশের হাড্রামাণ্ট্ কূল ধরিয়া জাহাজ চলিতে লাগিল। ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আমরা এডেন্ উপসাগরে প্রবেশ করিলাম।—এটা যেন একটা ফুঁদিল, এই ফুঁদিল্ দিয়া ভারতমহাসাগরের জল লোহিত সাগরে প্রবেশ করিতেছে।

৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আমরা এডেন সহর দেখিতে পাইলাম। এই সহরটি একটি প্রকাণ্ড কেল্লা বলিলেও চলে; কালো পাহাড়ের উপর বসিয়া কে যেন সমুদ্রের চারিধারে পাহারা দিতেছে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে এই সহরটি ইংরাজদের অধিকারে আসে। ওদিকে জিব্রাল্‌টার এদিকে এডেন্—দুইদিকে ইংরাজদের দুইটি অজেয় কেল্লা।

আমি ভাবিলাম ক্যাপ্‌টেন এইবার নিশ্চয় ফিরিবেন, কারণ, সভ্য জগতের লোকালয় ক্রমশঃই নিকটবর্ত্তী হইতেছে। কিন্তু তাহা না করিয়া ক্যাপ্‌টেন নিমো অসঙ্কোচে ব্যাবেলম্যাণ্ডেব প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ব্যাবেলম্যাণ্ডেব কথাটি আর্‌বী, ইহার অর্থ 'অশ্রুর দুয়ার'। ইহা দৈর্ঘ্যে বত্রিশ মাইল আর প্রস্থে কুড়ি মাইল। নোটিলস্ পুরা দমে আধ ঘণ্টার মধ্যে ইহা পার হইয়া গেল। এখানে ইংরাজ ফরাসীদের অনেক জাহাজ ও ষ্টিমার চলাফেরা করে, কোনটা বোম্বে যাইতেছে, কোনটা বা মেলবোর্ণ বা মোরিটসে

যাইতেছে। কাজে কাজেই নোটিলস্‌কে জলের তলায় ডুবিয়া যাইতে হইল।

সেইদিন দুপুরে আমরা লোহিত সাগরে গিয়া পড়িলাম। ক্যাপ্‌টেনের যে কি উদ্দেশ্য তাহা কিছুই বুঝিলাম না। জাহাজের বেগ ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে,—কখনো ভাসিয়া চলিতেছে আবার দূরে জাহাজ দেখিলেই ডুবিয়া চলিতেছে।

৮ই ফেব্রুয়ারী মক্কা সহর দেখিতে পাইলাম। একটা পুরাতন সহর, চারিদিকে ভাঙ্গা প্রাচীর ও খেজুরগাছের বাগান। এই সহরের মধ্যে ছয়টা বাজার ও ছাব্বিশটা মস্‌জিদ্‌ আছে।

লোহিত সাগরের দুইদিকের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। জাহাজ আফ্রিকার কূল ধরিয়া চলিতে লাগিল, কারণ, এইদিকের জলের গভীরতা অপেক্ষাকৃত বেশী। বালুময় মাঠের উপর মিশরবাসীরা উটের সাহায্যে লাঙ্গল দিতেছে দেখিলাম। লোহিত সাগর নাম বটে, কিন্তু কাঁচের মত পরিষ্কার জল। জলের ধার হইতেই পাহাড়ের চাঁই উঁচু হইয়া উঠিয়াছে; কোথাও বা সুদীর্ঘ বালির চর ধূধূ করিতেছে; সে অসীম মরুভূমির যেন শেষ নাই। জাহাজ আবার পূর্ব্বকূল ধরিয়া চলিতে লাগিল: এদিকেও মরুভূমি, কিন্তু গাছপালার সংখ্যাও অনেক।

জাহাজ যখন ডুবিয়া যাইতে লাগিল তখন কাঁচের

জানালায় বসিয়া লোহিত সাগরের অলৌকিক রূপ ও সম্পদ দেখিতে লাগিলাম। এখানেও অনেক প্রবালের ক্ষেত আছে; বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন জাতীয় স্পঞ্জ দেখিলাম। ইহাদের নানা প্রকার গড়নের দরুণ এ দেশের জেলেরা ইহাদের নানান রকম মজার নাম দিয়াছে—



উটে লাঙ্গল দিতেছে

চুপড়ি স্পঞ্জ, ঝোড়া স্পঞ্জ, পিরীচ্ স্পঞ্জ, পেয়ালা স্পঞ্জ, হরিণের সিং, সিংহের থাবা, ময়ূরের লেজ ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত ছোট বড় নানা প্রকার কচ্ছপ দেখিলাম; লাল, নীল, কালো, হল্‌দে, সোণালি ছোট ছোট অনেক মাছ দেখিলাম।

৯ই ফেব্রুয়ারীর দুপুর বেলায় জাহাজের ছাদে উঠিয়া দেখি ক্যাপ্টেন নিমো দাঁড়াইয়া আছেন। ভাবিলাম কোথায় যাবেন তারা এইবার জিজ্ঞাসা করা যাক্, এই ঠিক সুযোগ।

ক্যাপ্টেন আমাকে দেখিতে পাইয়া কাছে আসিয়া আমাকে একটা সিগার দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোহিত সাগর আপনার কেমন লাগছে প্রফেসার? এর অনন্ত ঐশ্বর্য্য দেখ্তে কি আপনার ভাল লাগ্ছে না? এত প্রবাল, মাছ, স্পঞ্জ্!"

—"হাঁ, খুবই ভাল লাগছে, ক্যাপ্টেন। সমুদ্রজগতের জীবজন্তুর বিষয় জান্তে ও দেখ্তে নোটিলসের চেয়ে এমন সুবিধা আর কিসে হবে?"

—"শুধু তাই নয় প্রফেসার। এই যে লোহিত সাগর দেখছেন এ বড় ভয়ঙ্কর সমুদ্র; দুইদিকে অসীম মরুভূমি ধূধূ করছে; হাজার মাইলের মধ্যে মাটির নামগন্ধ নেই। এ যেন বালির দেশ; দুই কূল হতে রাতদিন বালি এসে সমুদ্রে পড়্ছে আর জলের ভিতর কত নূতন নূতন চোরা-বালির চর জেগে উঠ্ছে। এই জলের তলায় চোরাবালি কেবলি পাক খাচ্ছে। এখানে কত হাজার হাজার জাহাজ নষ্ট হয়েছে। আর, কোথাও কিছু নেই হঠাৎ এমন প্রচণ্ড ঝড় ও বালির রাশি উড়্তে উড়্তে এসে জলের উপর প্রলয় তাণ্ডব সুরু করে দেবে যে জাহাজ সেই ঝড়ের সঙ্গে ছুটে

চোরাবালির মধ্যে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়। নোটিলস্ আমার সে সব ঝড় ও চোরাবালিকে ভ্রূক্ষেপ করে না।”

—“হাঁ, ক্যাপ্‌টেন, রোম ও গ্রীসের প্রাচীনকালের ইতিহাসেও এই সব ভীষণ ঝড়ের উল্লেখ আছে। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এর জল ত এত পরিষ্কার তবু এর নাম লোহিত সাগর হ'ল কেন?”

—“অনেকে বলে মুসা যখন তাঁহার লোকজন নিয়ে এই সমুদ্র পার হচ্ছিলেন তখন সমুদ্র ফাঁক হয়ে তাঁর জন্য পথ করে দেয়; পিছনে ফারো রাজা তাঁহার সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাদের ধরতে আসছিলেন। যখন ফারো রাজা সমুদ্রের মাঝখানে তখন মুসার লোকজন ওপারে গিয়ে ওঠে; সমুদ্রও যেমন তেমনি হয়ে যায়। অত সৈন্যসামন্ত সব ডুবে মরে, সেইজন্য এর নাম লোহিত সাগর বা রক্তের সাগর।”

—“লোহিত সাগর ও ভূমধ্য সাগরের মধ্যে আফ্রিকার যে ফালি জমিটুকু এসিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত আছে সেটা না থাকলে ইউরোপ হ'তে ভারতবর্ষে যেতে জাহাজের কত অল্প সময় লাগ্‌ত। এইজন্য পূর্ব্বে যত জাহাজকে আফ্রিকা ঘুরে ভারতবর্ষে আস্‌তে হ'ত তা'তে অনেক সময় লাগ্‌ত ও আটলান্টিক মহাসাগরে অনেক বিপদের মধ্যে পড়্‌তে হ'ত; কিন্তু সম্প্রতি আমাদের দেশের একজন মহাত্মা ব্যক্তি লোহিত সাগর ও ভূমধ্য সাগর এই দুইটাকে যোগ করে

জাহাজ চলাচলের অনেক সুবিধা করে দিচ্ছেন। তাঁর নাম লেসেপ্স্ তাঁর কাজ এখনও শেষ হয় নি।"

—"হাঁ, বাস্তবিক তিনি একজন মহাত্মা ব্যক্তি; কিন্তু সুয়েজ ক্যানালের মধ্য দিয়ে আপনাকে নিয়ে যেতে পারব না। কাল একেবারে আপনাকে পোর্ট সৈড্এর সুদীর্ঘ জাহাজের জেঠি দেখিয়ে ভূমধ্য সাগরে গিয়ে পড়্ব।"

—"কাল্কে ভূমধ্য সাগরে গিয়ে পড়্বেন!"

—"তা'তে এত আশ্চর্য্য হচ্ছেন কেন প্রফেসার?"

—"আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি শুধু এই ভেবে কাল্কে আপনি ভূমধ্য সাগরে কেমন করে গিয়ে পড়্বেন?"

—"হাঁ যাব ত, তা'তে এত আশ্চর্য্য হবার কি আছে?"

—"আমি শুধু ভাব্ছি আপনি কেমন করে, একদিনের মধ্যে আফ্রিকার উত্তমাশা-অন্তরীপ ঘুরে আটলান্টিক মহা-সাগর পার হয়ে ভূমধ্য সাগরে যাবেন?"

—"আফ্রিকা ঘুরে যাব তা আপনাকে কে বল্লে?"

—"তবে কেমন করে যাবেন? ঐ সুয়েজ ইস্থ্মসের ডাঙ্গার উপর দিয়ে আপনি জাহাজ চালাবেন না কি?

—"উপর দিয়ে নয় ত; সুয়েজ ইস্থ্মসের মাটির তল দিয়ে যাব।"

—"মাটির তলা দিয়ে! সে কি রকম?"

—"এই জায়গাটার উপর অনেক লোকে এখন খাল কাটছে ; কিন্তু তার শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভগবান এই সুয়েজ ইস্থ্‌মসের বহু নিম্ন দিয়া একটা সুরঙ্গ কেটে দিয়েছেন, মানুষ সে সম্বন্ধে কিছুই জানে না।"

—"এ রকম সুরঙ্গ সত্যি সত্যি আছে ?"

—"হাঁ, আছে, তার মধ্য দিয়া লোহিত সাগরের জল ভূমধ্য সাগরে গিয়ে পড়ে। এর নাম আরেবিয়্যান্ টনেল্।"

—"তবে এই সুরঙ্গের মধ্যে নিশ্চয় চোরাবালি আছে ; তার মধ্যে গেলে বিপদ হতে পারে ত ?"

—"মোটেই নয়, সেটা পাথরের সুরঙ্গ, কারণ মাটির উপর হতে সে সুরঙ্গ অনেক নীচে, অত তলায় বালি নাই।"

—"আচ্ছা আপনি এই সুরঙ্গের কথা কেমন করে জান্‌তে পার্‌লেন ?"

—"কতকগুলি জিনিষ বিশেষ লক্ষ্য করে এটা আমি আবিষ্কার কর্‌তে পেরেছি। আমি দেখেছি ভূমধ্য সাগরের ও লোহিত সাগরের মাছগুলি সব এক জাতীয় ; তাহাদের আকার গড়ন বর্ণ সমস্তই এক। তাতে আমি বুঝলুম যে জলের ভিতর সুরঙ্গ না থাক্‌লে এমন কখনো হ'তে পারত না। তারপর আমি আর একটা পরীক্ষা কর্‌লুম ; ভূমধ্য সাগরের অনেক মাছ ধরে তাদের লেজে তামার আঙ্‌টা

পরিয়ে পোর্ট সৈড্এর কাছে তাদের জলে ছেড়ে দি। কয়েক মাস পরে একদিন সিরিয়ার উপকূলে এই রকম অনেক আংটা পরা মাছ আমার জালে পড়ে। তখন আমি বুঝলুম নিশ্চয় ভিতরে সুরঙ্গ আছে। তারপর সাহস করে সেই সুরঙ্গের ভিতর দিয়ে আমার জাহাজ চালাই; এইরূপে বহুবার চালিয়েছি। এই সুরঙ্গ যদি না থাক্ত তা হ'লে এই লোহিত সাগরে ঢুক্তে আমি সাহস কর্তুম না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ডুগং—অতিকায় জলজন্তু

পরদিন ১০ই ফেব্রুয়ারী। দুপুর বেলায় জাহাজ পুনরায় জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। আমি ছাদের উপর গিয়া উঠিলাম, সঙ্গে সঙ্গে নেড্ এবং কন্‌সেল্‌ও চলিল। ছাদের উপর বসিয়া তিনজনে অনেক বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় নেড্ হাত বাড়াইয়া বহুদূরে সমুদ্রের বক্ষের উপর কি একটা জিনিষ দেখাইল।

নেড্ আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "ঐখানে একটা কি জিনিষ চল্‌ছে দেখতে পাচ্ছেন ? ওই,—ঐখানে।"

আমি বলিলাম—"কই ? কোথায় ? আমি ত কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না !"

নেড্ দূরে আঙ্গুল দেখাইয়া কহিল, "ঐ যে ওখানে : খুব ভাল করে দেখুন, নড়ে বেড়াচ্ছে।"

এইবার জিনিষটা দেখিতে পাইলাম। প্রায় দুই মাইল দূরে একটা প্রকাণ্ড কালো পদার্থ সমুদ্রবক্ষে ভাসিতেছে—ঠিক্ যেন একটা বালির চর। সেটা একটা প্রকাণ্ড ডুগং—একপ্রকার অতিকায় জলজন্তু বিশেষ।

ডুগংটাকে দেখিয়া নেডের চোখ জ্বলিয়া উঠিল :

তাহাকে মারিবার জন্য নেডের হাত নিশ্‌পিশ্‌ করিতে লাগিল—হাতে তার সেই ভয়ানক হারপুন। মনে হইল এখনই বুঝি সে জলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। এই সময় ক্যাপ্‌টেন নিমো ছাদের উপর আসিলেন। ডুগং-টাকে দেখিয়া ও নেডের চোখমুখের ভাব দেখিয়া ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "কি নেড্‌, ডুগংটাকে দেখে এখনও চুপ করে রয়েছ যে? এতবড় জলজন্তুটাকে দেখে ভয় পেলে নাকি?"

নেড্‌ বলিল, "আপনার হুকুম পেলেই এটাকে সাবাড় করে আসি।"

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "তা যেতে পার, আমার কোন আপত্তি নাই; কিন্তু দেখো হাতের লক্ষ্য যেন না ফস্‌কায়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, ডুগং কি বড় হিংস্র জন্তু? শিকার করতে গিয়ে কোন বিপদে পড়তে হবে না ত?"

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "হাঁ, এরা প্রায়ই শিকারীদের উপর লাফিয়ে এসে পড়ে, আর তা'তে নৌকা উল্টে যায়। কিন্তু নেড্‌ যখন যাচ্ছে তখন সে রকম কোন বিপদ হ'বে না বলে মনে হয়। তার হাতের তাগের উপর আমার খুব বিশ্বাস আছে।"

এই সময় সাতজন নাবিক ছাদের উপর আসিয়া নৌকা খুলিয়া জলের উপর ভাসাইল। একজনের হাতে

একটা তিমি মারিবার হারপুন ; ছয়জন নাবিক নৌকার দাঁড়
রিয়া বসিল। নেড্, কন্‌সেল্ ও আমি নৌকায় গিয়া
উঠিলাম।

ক্যাপ্‌টেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি আস্‌বেন
না ?"

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "না, আমি আর যা'ব না।
শিকার নিয়ে কিন্তু আপনাদের যেন ফিরে আস্‌তে দেখ্‌তে
পাই! নেড্, দেখো হাত যেন ফস্‌কায় না।"

নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ছয়জন বলিষ্ঠ নাবিকের
দাঁড় টানার দরুণ নৌকা লোহিত সাগরের উপর দিয়া
তীরের মত ছুটিতে লাগিল। ডুগংটা ঠিক দুই মাইল দূরে।
দেখিতে দেখিতে নৌকা খুব কাছে আসিয়া পড়িল;
অদূরেই ডুগংটা জলের উপর ভাসিতেছে। এইবার নৌকার
দাঁড় খুব আস্তে আস্তে টানা হইতে লাগিল; যাতে
কোনরূপ শব্দে ডুগংটা না পালায়। হাতে হারপুন লইয়া
নেড্ নৌকার সামনে গিয়া দাঁড়াইল; তাহার চোখ
দুইটা জ্বলিতে লাগিল, আজ বড় সাংঘাতিক জলজন্তুর
সঙ্গে লড়িতে হইবে। হারপুনের সঙ্গে সচরাচর একটা
দড়ি বাঁধা থাকে, কারণ হারপুনের আঘাত খাইয়া তিমি
যখন জলে ডুব মারে, উপরের সেই দড়ি ধরিয়া তাহার
গতি নির্ণয় করা হয়; কিন্তু এই হারপুনের দড়িটা বড়
ছোট ছিল, ষাট্ ফুটের বেশী হইবে না।

ডুগং কি করে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলাম। মরার মত সেটা জলের উপরে ভাসিতেছিল, বোধ হয় রোদ পোহাইতে আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হাঙর, তিমি প্রভৃতি জলজন্তু প্রায় দীর্ঘ-আকৃতি হইয়া থাকে; কিন্তু ডুগং লম্বায় হাঙরের সমান হইলেও প্রস্থে খুবই বেশী জলহস্তী বা সিন্ধুঘোটকের মত ইহাদের শরীর খুবই কেঁদো ও মোটা, সঙ্গে একটা লেজও আছে; মুখের হাঁ অতি প্রকাণ্ড, তার ভিতরকার দাঁতগুলো যেন এক একটা গজদাঁত।

নৌকা যখন ঠিক পনের ফুট তফাতে আছে, তখন নেড্ল্যাণ্ড প্রচণ্ড শক্তিবলে হারপুন ছুঁড়িল। হারপুন ডুগংএর গায়ে না লাগিয়া একেবারে গা ঘেঁসিয়া জলে গিয়া পড়িল। নেড্ রাগে ও দুঃখে তার চুল ছিঁড়িতে লাগিল!

আমি বলিলাম, "লেগেছে, নেড্, লেগেছে; ঐ দেখ রক্ত; কিন্তু ওর গায়ে হারপুন লাগেনি; বোধ করি লেজে বা গা ঘেঁসে চলে গেছে।"

নেড্ চেঁচাইয়া বলিল, "শীগ্গীর্ চালাও, হারপুনের দড়ি ধর্তে হবে।"

তাড়াতাড়ি নৌকা চালাইয়া হারপুনের দড়ি ধরা হইল ডুগং জলের তলায় ডুবিয়া চোঁচা ছুটিতেছে; নৌকাও যথাশক্তি বেগে চলিতেছে। মাঝে মাঝে ডুগং দম লইতে জলের উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। দেখিলাম আঘাত



ডুগ

মোটেই লাগে নাই। ডুগং ভাসিয়া উঠিলেই নেড্ যেমন তাহাকে আবার প্রকাণ্ড এক কুড়ালের দ্বারা আঘাত করিতে যায় সেই মূহূর্ত্তেই সেটা ডুবিয়া যাইতে লাগিল; নেড্‌কে একটুও সুযোগ দিতেছিল না। ছয়জন নাবিক প্রাণপণ বেগে দাঁড় টানিতে লাগিল; তাহাদের হাতের শিরাগুলো চড়্‌চড়্ করিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। নৌকা ডুগংএর পিছনে পিছনে তীরের মত ছুটিতেছে; কিন্তু সব বুঝি বৃথায় যায়। ডুগংটাকে কিছুতেই ধরিতে পারা গেল না। মানব ভাষায় যত রকম গালাগাল থাকিতে পারে নেড্ তাহা সমস্তই প্রয়োগ করিতে লাগিল।

একঘন্টা ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিতে লাগিল। তখন ডুগংটা প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া আমাদের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য বাঁকিয়া দাঁড়াইল। সে আর ছুটিয়া পলাইল না; পিছন ফিরিয়া আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিল।

“সামাল্, সামাল্”, বলিয়া নাবিকেরা চেঁচাইয়া উঠিল।

ডুগং তখন আমাদের পানে ছুটিয়া আসিতেছে। কুড়ি ফুট তফাৎ থাকিতে ডুগংটা থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। নাকের বিশাল গর্ত্তদুটো ফাঁক করিয়া বাতাসে কি যেন শুঁকিল। তারপর সেখান হইতে শূন্যে প্রচণ্ড লম্ফ দিয়া আমাদের উপর আসিয়া পড়িল। নৌকাটা কাৎ হইয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দুই টন্ জল নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিল। নাবিকদের গুণে সে যাত্রা নৌকা টাল

সাম্‌লাইয়া বাঁচিয়া গেল। নেড্ তখন একহাতে নৌকার একপাশ ধরিয়া উপুর হইয়া পড়িয়া জলস্থিত ডুগং-এর ঘাড়ের উপর কুড়ুল দিয়া কোপের উপর প্রচণ্ড কোপ মারিতে লাগিল। ডুগংএর পিঠের উপর ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ করিয়া কুড়ুল পড়িতে লাগিল; নৌকার মধ্যে রক্ত-মাখা চর্ব্বি-মাখা মাংসের টুকরো ঠিক্‌রাইয়া আসিয়া পড়িতে লাগিল। অসহ্য যন্ত্রণায় ডুগং তখন মরণ-কামড় কামড়াই-বার জন্য উদ্যত হইল। বিশাল মুখগহ্বরে নৌকার ডাগাটা কামড়াইয়া ধরিয়া আমাদের সবশুদ্ধ জল হইতে নৌকাটা শূন্যে তুলিয়া ফেলিল—ঠিক যেমন করিয়া সিংহ একটা হরিণশাবক মুখে করিয়া তোলে। আমরা সকলে এর ওর ঘাড়ে পড়িলাম; বোধ করি বা জলের মধ্যে পড়িতে হইত, কিন্তু নেড্ তখন যথাসম্ভব শক্তিতে একটা হারপুন্ ছুঁড়িয়া ডুগংএর বুকের মধ্যে বসাইয়া দিল। নৌকার সাম্‌নেটা লোহার পাত দিয়া মোড়া, ডুগং দাঁত দিয়া কড়্‌মড়্ করিয়া সেই লোহাটা তুম্‌ড়াইয়া তাল করিয়া দিল; কিন্তু সেই শেষ। ডুগং জলের ভিতর আস্তে আস্তে ডুবিয়া গেল; কিন্তু পুনরায় জলের উপর ভাসিয়া উঠিল; জ্যান্ত নয়—শুধু তার মৃতদেহটা। নৌকার পিছনে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া জলে ভাসাইয়া জাহাজে সেটা আনা হইল। জাহাজে তুলিতে নাবিকদের খুবই বেগ পাইতে হইয়াছিল; সেটার ওজন ১০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১২৫ মণ।

. পরদিন ১১ই ফেব্রুয়ারী। নানা জাতীয় পাখী শূন্যে উড়িতেছিল, কতকগুলি মারিয়া খাবারের ব্যবস্থা করা গেল। তার মধ্যে সাগর-কপোত ও নীলনদের হাঁস সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বেলা ৫টার সময় সিনাই পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম। এই পাহাড়ের উপর হজরত মুসা ঈশ্বরকে



সাগর-কপোত

চাক্ষুষ দেখিতে পান। বৈকালের স্নিগ্ধ আলোয় সমুদ্রের বুকের উপর অনেক শুশুক্ ও ডল্ফিন খেলা করিতেছে দেখিতে পাইলাম। দেখিতে দেখিতে রাত্রির অন্ধকারে চতুর্দ্দিক অদৃশ্য হইয়া গেল। কোথাও কোন শব্দ নাই : চারিদিকে নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে পেলিক্যান্ ও অন্যান্য নিশাচর

পাখীর করুণ কান্নার মত ডাক ও পর্ব্বতের উপর ঢেইএর আছাড়ের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। রাত নয়টার সময় জাহাজ ডুবিয়া চলিল, কিন্তু অনুমানে বুঝিলাম জাহাজ স্যুয়েজের খুব কাছাকাছি আসিয়াছে। সাড়ে নয়টার সময় জাহাজ পুনরায় জলের উপর ভাসিয়া উঠিল, আমিও ছাদের উপর গিয়া উঠিলাম। দূরে একটা ম্লান নীল আলো দেখিলাম; ঘন কুয়াসার দরুণ অমন দেখাইতেছে।



ডল্‌ফিন

—"লাইট্ হাউস্, লাইট্ হাউস্!"

পিছন ফিরিয়া দেখি ক্যাপ্‌টেন নিমো। তিনি বলিলেন, "ঐ দেখুন স্যুয়েজের লাইট্ হাউস্। এইবার আমরা সেই টনেলের মধ্যে ঢুক্‌ব। আপনি এইবার নীচে যান, জাহাজ

এইবার ডুব্বে, একেবারে সেই ভূমধ্য সাগরে গিয়ে ভেসে উঠ্বে।"

আমরা নীচে নামিয়া আসিলাম। ক্যাপ্টেন আমাকে সঙ্গে লইয়া পাইলটের (চালক) ঘরে লইয়া চলিলেন।



পেলিক্যান্

টনেলের মধ্য দিয়া যাওয়া বড় বিপদসঙ্কুল বলিয়া ক্যাপ্টেন নিজে এইবার জাহাজ চালাইবেন।

পাইলটের ঘর ছোটই বলিতে হইবে। পাইলটের বিশাল বক্ষ ও পেশীবহুল হাত ও বাহু তাহার অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছিল। সে তখন সবলে জাহাজ ঘুরাইবার চাকা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কাঁচের জানালা দিয়া দেখিলাম

জাহাজ ক্রমশঃই অতল জলে নামিয়া যাইতেছে। সামনে ঘোর কৃষ্ণবর্ণের পাহাড়ের দেওয়াল—এই দেওয়ালের একদিকে লোহিত সাগর আর একদিকে ভূমধ্য সাগর; এই পাহাড়ের দেওয়াল এসিয়া ও আফ্রিকা এই দুইটি মহাদেশকে যোগ করিয়াছে। কতদূর নামিয়া গেলাম, তবু সেই প্রাচীর যেন আর শেষ হয় না!

একঘণ্টা ধরিয়া এইরূপ ক্রমশঃ আমরা নামিতে লাগিলাম। এ কোন্ পাতালের দেশে আমরা চলিতেছি! পৃথিবীর বুক হইতে কত নীচে নামিয়া আসিলাম। রাত সাড়ে দশটার সময় দেখি সামনে পাথরের সারি সারি গ্যালারী ধরিয়া নোটিলস্ ভিতরে ছুটিয়া চলিতেছে। জাহাজের চারিপাশে এ কি ভীষণ গর্জ্জনধ্বনি! বুঝিলাম টনেলের মধ্য দিয়া লোহিত সাগরের জলরাশি প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া চলিতেছে। সে কি ভীষণ স্রোত! নোটিলসের ইঞ্জিন বিপরীত দিকে চলিতে লাগিল, তবু স্রোতের মুখে পড়িয়া নোটিলস্ তীরের মত ছুটিয়া চলিল। জাহাজের তীব্র ইলেক্‌ট্রিক আলো দুই পাশের দেওয়ালের উপর গিয়া পড়িতেছিল; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সেই ভীষণ স্রোতে জল যেন সাদা ফেনা হইয়া টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে। ভয়ে আমার বুক ঢিপ ঢিপ্ করিতে লাগিল। রাত পৌনে এগারোটার সময় ক্যাপ্‌টেন ইঞ্জিন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"ভূমধ্য সাগর!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মানুষ না মাছ

পরদিন ১২ই ফেব্রুয়ারী। ভোর বেলায় নোটিলস্ জলের উপর ভাসিয়া উঠিলে পর আমি ছাদে গিয়া উঠিলাম। বেলা সাতটার সময় নেড্ ও কন্‌সেল্ আসিয়া হাজির হইল। জাহাজ যে এখন ভূমধ্য সাগরের উপর দিয়া চলিতেছে তাহা তাহারা এখনও জানিতে পারে নাই। আমার মুখে সকল কথা শুনিয়া তাহারা খুবই বিস্মিত হইল; এতবড় ইস্থ্‌মস্ অফ্ সুয়েজ, যাহা কমপক্ষেও ৫০ মাইল হইবে, তাহাই কিনা মাটির তলা দিয়া আমরা পার হইয়া আসিলাম!

বিস্ময়ের ভাব কাটিয়া যাইলে পর নেডের মাথায় আর এক ফন্দী আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাকে চুপি চুপি সে বলিল, "দেখুন, ইউরোপের কাছাকাছি যখন এসেছি তখন আর দেরী করা নয়। নোটিলস্ ভূমধ্য সাগর ছাড়্‌বার পূর্ব্বেই যেমন করে হোক্ পালাতে হবে।"

নেডের কথা শুনিয়া আমার মনে বড় হাসি পাইল; ক্যাপ্‌টেনের চোখে ধূলি দিয়া পালানো বড় সোজা কথা নয়, বিশেষতঃ এই ইউরোপের কাছাকাছি আসিয়া ক্যাপ্‌টেন

নিশ্চয় আমাদের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখিয়াছেন। নেড্‌কে বলিলাম, "নেড্, তোমার কি এই জাহাজ ভালো লাগ্‌ছে না? আমার ত এই জাহাজ ছেড়ে আর কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না। সমুদ্রজগতের এত জীবজন্তু, এমন অদ্ভুত গাছপালা, এমন বিচিত্র পরীরাজ্য, এমন আর কোথায় দেখ্‌তে পাব?"

নেড্ বলিল, "আমারও যে এই জাহাজে থাক্‌তে ইচ্ছা করে না এমন নয়; কিন্তু বাড়ীর কথা ভেবে আর কিছু ভাল লাগে না।"

নেড্‌কে আশা দিয়া বলিলাম, "নেড্, ব্যস্ত হয়ো না: একদিন না একদিন আমরা বাড়ী ফির্‌ব এ বিশ্বাস আমার আছে।"

নেড্ বলিল, "ওরকম অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় বসে থাক্‌লে চল্‌বে না: পালাবার এই ঠিক সুযোগ!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা তোমার কথাই না হয় মান্‌লাম, কিন্তু 'এই ঠিক সুযোগ'—এর মানে কি?"

নেড্ বলিল, "তার মানে একদিন অন্ধকার রাত্রি দেখে আস্তে আস্তে জলে লাফিয়ে পড়া। অবশ্য ইউরোপের কাছাকাছি জাহাজ চলা চাই; আর জাহাজ জলের ভিতর না ডুবে ভেসে চলা চাই; তা নইলে আমরা পালাব কেমন করে? এই সব একসঙ্গে ঠিক মিলে গেলেই সুযোগ।"

. আমি বলিলাম, “কিন্তু পালাতে গিয়ে একবার ধরা পড়্লেই বাড়ী ফির্বার পথ একেবারে বন্ধ, তা জানো ?”

নেড্ বলিল, “খুব জানি।”

আমি বলিলাম, “আচ্ছা বেশ, এমন সুযোগ যদি কোন দিন আসে তা'হলে আমায় এসে জানাবে, আমি তখনই এ জাহাজ ছেড়ে পালাবো। কিন্তু এটা জেনো, ক্যাপ্‌টেন নিমো এত নির্ব্বোধ নন্ যে ইউরোপের কাছে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌বেন। এখন হ'তে তিনি আমাদের উপর খুব প্রখর সজাগ দৃষ্টি ও কড়া পাহারা দেবেন!”

এসিয়া মাইনর হইতে গ্রীসদেশের মধ্যস্থিত সাগরের গভীরতা এক একস্থানে অত্যন্ত অধিক। ছয় হাজার ফুট নিম্ন দিয়া জাহাজ কখনো কখনো চলিতে লাগিল, তবুও সমুদ্রের তলদেশ পাওয়া গেল না।

১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জাহাজ সেই বিখ্যাত ক্রীট্-দ্বীপের নিকটবর্ত্তী হইল। প্রাচীন ইতিহাসে এই দ্বীপের নাম অতি বিখ্যাত। যাহা হউক সমস্তদিন ধরিয়া কাঁচের জানালার নিকট বসিয়া সমুদ্রের নানা প্রকার মাছ ও জন্তু দেখিয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম। কত রকম মাছ দেখিতেছি—এমন সময় একটা জিনিষ দেখিয়া চম্‌কাইয়া উঠিলাম। কাঁচের জানালার সম্মুখে জলের ভিতর একটি মানুষ! মরা নয়, জ্যান্ত মানুষ! জলের ভিতর সে ডুব-সাঁতার

কাটিয়া চলিয়াছে, এক একবার দম লইতে জলের উপর ভাসিয়া উঠিতেছে। কোমরে তাহার কোমরবন্ধ, তাহাতে একটি মস্ত চামড়ার থলি ঝুলিতেছে। ক্যাপ্‌টেন নিমো পাশেই দাঁড়াইয়াছিলেন ; চীৎকার করিয়া বলিলাম, "জলের ভিতর একটা লোক ডুবে যাচ্ছে, নিশ্চয়ই জাহাজ বা নৌকা থেকে পড়ে গেছে ; যেমন করে হোক্ লোকটাকে বাঁচান !"

আমার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ক্যাপ্‌টেন জানালার কাছে আসিলেন। কি আশ্চর্য্য, লোকটাও জাহাজের কাছে আসিয়া জানালার কাঁচের উপর মুখ দিয়া দাঁড়াইল ক্যাপ্‌টেন হাত দিয়া কি ইসারা করিলেন, লোকটাও হাত পা নাড়িয়া তাহার উত্তর দিল, তারপর সে জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়া অদৃশ্য হইল।

এইবার ক্যাপ্‌টেন কথা কহিলেন, বলিলেন,—"ভয় পাবেন না প্রফেসার্ : এর নাম হচ্ছে 'পেস্কা'—এখানকার সকলেই একে চেনে। সাঁতার কাট্‌তে এ একেবারে অদ্বিতীয়। ডাঙ্গায় না থেকে জলের ভিতর থাক্‌তে এ বেশী ভালবাসে ; চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বেশী ভাগ সময় জলের ভিতর কাটায়। এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে সাঁতার কেটে বেড়ানোই এর কাজ।"

—"আপনি তা'হলে এ লোকটাকে চেনেন ?"

—"নিশ্চয় !" এই বলিয়া ক্যাপ্‌টেন একটা লোহার

সিন্দুকের কাছে গিয়া তাহা খুলিলেন এবং তাহার ভিতর হইতে তাল তাল সোনা বাহির করিতে লাগিলেন। আন্দাজে বুঝিলাম তাহা ওজনে কম পক্ষে ৪,০০০ পাউণ্ড হইবে, অর্থাৎ ইহার মূল্য ২,০০,০০০ পাউণ্ড হইবে। এত তাল তাল সোনা ক্যাপ্‌টেন কোথা হইতে পাইলেন, এখন এই সোনা কি করিবেন, এবং কাহাকে দিবেন? এই সব কথা ভাবিতেছি, ক্যাপ্‌টেন সোনার তালগুলি সিন্দুকে রাখিয়া বেশ ভাল ভাবে বন্ধ করিয়া একটা ইলেক্‌ট্রিক বেল্‌ বাজাইলেন। চারিজন নাবিক আসিয়া ক্যাপ্‌টেনের হুকুম মত অতিকষ্টে সেই সিন্দুকটা বাহিরে লইয়া গেল। সিঁড়ি বহিয়া ছাদের উপর লইয়া গেল তাহাও শুনিতে পাইলাম। ক্যাপ্‌টেনও চলিয়া গেলেন।

রাত্রিতে মোটে ঘুম আসিল না; চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া মাথার ভিতর জোট্‌ পাকাইতে লাগিল। সেই জলের ভিতর লোকের সঙ্গে এই সিন্দুকের নিশ্চয় কোন সম্বন্ধ আছে। ছাদের উপর সিন্দুকটা লইয়া যাইবার অর্থ কি? অথচ ক্যাপ্‌টেন কোন কথাই বলিলেন না। গভীর রাত্রে শুনিতে পাইলাম ছাদের উপর সিন্দুকটা হেঁচ্‌ড়াইয়া টানিয়া লইয়া গেল; তারপর আরো দুম্‌দাম্‌ শব্দ—মনে হইল, সিন্দুকটা ছাদের কিনারায় লইয়া গিয়া জলের ভিতর ফেলিয়া দেওয়া হইল। তারপর জাহাজ পুনরায় জলে ডুবিতে আরম্ভ করিল। সিন্দুক কোথায় চালান দেওয়া

হইল? ইউরোপের কোন্ দেশে ক্যাপ্‌টেনের আত্মীয় বা বন্ধু আছেন?

সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইলাম। পরদিন সকালে উঠিয়া আমার নিজের কাজ করিতে লাগিলাম। নূতন একখানা বই লিখিবার জন্য অনেক তথ্য জোগাড় করিতেছি। এইসব করিতে করিতে সন্ধ্যা পাঁচটা হইল। সেই সময় এমন অসহ্য গরম বোধ হইল যে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া গল্‌গল্‌ করিয়া ঘাম বাহির হইতে লাগিল। গায়ের কোট জামা খুলিয়া ফেলিলাম; তবুও গরম কমিল না। একি হইল, গরম যে ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল। জাহাজে আগুন লাগিল না কি? ম্যালোমিটারে দেখিলাম জাহাজ ষাটফুট্ তলা দিয়া চলিতেছে।

এই সময় ক্যাপ্‌টেন আসিলেন, বলিলেন, "বিয়াল্লিশ ডিগ্রি।"

আমি বলিলাম, "হাঁ ক্যাপ্‌টেন, এর বেশী গরম আমরা সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না।"

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "তখন না হয় গরম নাই হ'তে দিলুম।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "তা হ'লে এই গরম হওয়া বা না-হওয়া আপনার হাতে?"

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "আমার হাতে ঠিক নয়। তবে আগুনের চুল্লির মাঝ থেকে সরে গেলেই হলো।"

আমি বলিলাম, "আগুনের চুল্লি! তা'হলে এই গরম বাইরে থেকে আস্‌ছে?"

ক্যাপ্‌টেন্ বলিলেন, "হাঁ, এখন আমরা উত্তপ্ত ফুটন্ত জলের ভিতর দিয়া চলেছি।"

আমি অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি ক্যাপ্‌টেন?"

"এই দেখুন," বলিয়া ক্যাপ্‌টেন কাঁচের জানালার তক্তা সরাইয়া দিলেন।

দেখিলাম সমুদ্রের জল একেবারে সাদা,—জল খুব ফুটিলে যেরূপ আকৃতি হয়। সেই ফুটন্ত জলের ভিতর গন্ধকের ধোঁয়া গুলিয়া বেড়াইতেছে। কাঁচের উপর একবার হাত দিতেই অসহ্য গরম বলিয়া হাত সরাইয়া লইলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কোথায় আসিলাম, ক্যাপ্‌টেন?"

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "এ হচ্ছে আগ্নেয়গিরির দেশ। মানুষ কেবল এট্‌না ও বিসুবিয়সের নামই জানে; কিন্তু সমুদ্রের তলায় যে কত অসংখ্য আগ্নেয়গিরি আছে তাহা কে জানে? এসব আগ্নেয়গিরি এখনও নেবে নি।"

দেখিতে দেখিতে গরম এমন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল যে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। সমুদ্রের ফুটন্ত জল এতক্ষণ সাদা দেখাইতেছিল, এইবার লাল হইয়া উঠিল। প্রচুর লৌহ ও গন্ধকের দরুণ এইরূপ দেখাইতেছিল। সর্ব্বাঙ্গ

ঘামে ভিজিয়া গেল, দম বন্ধ হইয়া আসিল, মনে হইল এইবার মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইব। চেঁচাইয়া বলিলাম, "ফিরে চলুন ক্যাপ্‌টেন, আর পার্‌ছি না থাক্‌তে।" ক্যাপ্‌টেনের হুকুম পাইয়া জাহাজ ফিরিয়া চলিল। পনের মিনিট পরে জাহাজ জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। সমুদ্রের শীতল হাওয়ায় প্রাণ ঠাণ্ডা হইল।

রোডস্‌, সেরিগো, কেপ্‌ ম্যাটাপ্পান্‌ পার হইয়া জাহাজ সোজা পশ্চিম মুখে চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় ভূস্বর্গ

এই যে ভূমধ্যসাগর, ভারী সুন্দর এই সমুদ্র! এমন নীল জল আর কোন্ সমুদ্রে আছে? সমুদ্রের উপর এমন সুন্দর ফুরফুরে মলয় বাতাস আর কোথায় আছে? কত অতীত কাহিনীর সহিত ইহার নাম জড়িত রহিয়াছে। গ্রীক্, রোমান্, এ্যাসিরীয়ান্, কার্থেজিয়ান্, ব্যাবিলোনিয়ান্, স্পার্টান্, পার্থেনিয়ান্, ডোরিয়ান্, আয়োনিয়ান্, সাইরাকিউস্ ও মিশরবাসী বীর পুরুষগণ ইহার বুকের উপর দিয়া চলাফেরা করিয়াছে। ইহার উপকূলে কত সুন্দর রাজ্য,—গ্রীস্, ইটালী, য়্যাল্‌বেনিয়া, যুগোস্লাভিয়া, ক্রীট্, সাইপ্রস্, আয়োনিয়া, রোড্‌স্, সিসিলি, সার্ডিনিয়া, কর্সিকা, ফ্রান্স্, স্পেন। এসকল দেশ যেন চিরবসন্তের রাজ্য! এখানে ভারতবর্ষের মত প্রখর গ্রীষ্মও নাই আর উত্তর ইউরোপের মত কঠোর শীতও নাই। এখানকার লোকেরা কত সুখী! ইহাদের মুখে যেন চিরদিন হাসি লাগিয়া আছে। কি সুন্দর ইহাদের মুখশ্রী, কি অপূর্ব্ব গোলাপী ইহাদের গায়ের রং! ইহারা পরাধীনও নয় বা অপরের রাজ্যের উপর কখনো লোভও করে না। ইহারা ইহাদের ছোট ছোট রাজ্যগুলি লইয়াই সন্তুষ্ট।

এই সমুদ্র-উপকূলস্থিত প্রদেশগুলির জমি অত্যন্ত উর্ব্বরা ; তাহার উপর বৈজ্ঞানিক ও নানাবিধ আধুনিক প্রক্রিয়া দ্বারা জমির শতগুণ উৎকর্ষ সাধন করা হইয়া থাকে। এখানকার শস্যক্ষেত্র, ফলের বাগান, ফুলের বাগান, গোচারণভূমি, কৃষকপল্লী সমস্তই দেখিবার জিনিষ। এখানকার বেশীর ভাগ লোকই কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। আমাদের দেশের চাষীর মতন কিন্তু ইহাদের তেমন ধারা দুর্দ্দশা নয়। সকলেই ধনশালী, সকলেই স্বাধীন, সকলেই সুখী! সকলেরই নিজ নিজ উদ্যান ও শস্যক্ষেত্র আছে। এই সব কৃষকেরা অতি সুশ্রী, কষিতকাঞ্চনের মত গায়ের রং! ছেলেমেয়ে স্ত্রীপুরুষ সকলেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রঙিন্ জামাকাপড় পরিয়া হাসিয়া খেলিয়া কাজ করিয়া বেড়ায়। কাহারও মুখের উপর চিন্তার রেখা বা হিংসা, ক্রোধ ও মাৎসর্য্যের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

এমন ফলের বাগান, এমন ফুলের বাগান, এমন সুন্দর তরুলতার নন্দনকানন এক ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন দেশে আছে? এ দেশের সকলেরই নিজ নিজ গৃহসংলগ্ন এক একটি পুষ্পোদ্যান আছে। এই সব ফুলের বাগানে নয়নমনতৃপ্তিকর কত রঙ্গের ফুলই না ফুটিয়া আছে; কোনগুলি অনুপম সুগন্ধের জন্য বিখ্যাত, আবার কতকগুলি চমৎকার রং ও অপূর্ব্ব বাহারের জন্য প্রসিদ্ধ,—চন্দ্রমল্লিকা, শ্বেতগোলাপ, রক্তগোলাপ, রক্তকরবী, চাঁপা, কাঁটালিচাঁপা, কনকচাঁপা,

স্বর্ণচাঁপা, ডেজী, গাঁদা, জবা, রঙ্গন, সকুরা, মল্লিকা, কাঠমল্লিকা, যুঁই, চীনে যুঁই, মতিয়া, বেল, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, চামেলি, কুন্দ, টগর, কামিনী, কেতকী, মরসুমীফুল লাইলাক্, জিরেনিয়ম্, লিলি, ফরগেট্-মি-নট্, প্যানজি, সূর্য্যমুখী, এলিসিয়ম্, কর্ণফ্লাওয়ার, গ্যালেডিয়া, হেলিয়ো-ট্রোপ্, মিনোনেট্, ক্যামেলিয়া, হ্যামিল্টোনিয়া, প্রিম্‌রোজ্, ব্লু-বেল্, কাউ-শ্লিপ্, ক্রো ফুট্, কক্‌-ফ্লাওয়ার্, হনি-সক্‌ল্, সুইট্-উইলিয়াম্, হার্টস্-ঈজ্, লভ্-ইন্-আইডেল্‌নেস্, জ্যাস্মিন্, ভায়োলেট্, এ্যানিমোন্ প্রভৃতি কত রকমের ফুলই না ফুটিয়া আছে! এই সব ফুলের বাগানের চারিধারে কি সুন্দর ক্রোটন গাছের বেড়া; এসব ক্রোটন গাছের পাতার কি বাহার, কোন পাতা লম্বা, কোন পাতা বাদামী, কোন পাতা চওড়া, কোন পাতা গোল, আবার কোন পাতা বা কাঁক্‌ড়ানো! পাতার রংই বা কত রকম ;—কেহ সবুজ, কেহ বেগুনে, কেহ হল্‌দে, কেহ লাল, কেহ গোলাপী, কেহ কুচিটানো! আবার এই সব ঘননিবদ্ধ ক্রোটন গাছের বেড়ার তলায় তলায় কত রকমের লতার অপূর্ব্ব কেয়ারী! কোথাও রক্তকচু, কোথাও পাতাবাহারে, কোথাও বা লজ্জাবতী লতা, কোথাও রঙিন ঘাস, কোথাও আইভি, কোথাও বা থাইম্ ও সরেলের সুন্দর সুন্দর কেয়ারী!

কোথাও বা সব্জী বাগান! সব্জী বাগানে কতরকমের শানাজ বাগান আলো করিয়া আছে! ফুলকপি, বাঁধাকপি,

চিনাকপি, ওলকপি, শালগাম, সিলারি, পিঁয়াজ, পিঁয়াজকলি, বীটপালম, ঝাড়পালম, গাজর, কলাইশুঁটি, মটরশুঁটি, বরবটি, ভেল্‌ভেটি, টমাটো, বেগুন, টেপারি, মূলা, শীম, শ্লেট্‌, করলা, ঝিঙ্গা, উচ্ছে, ধূঁদল, কাঁকড়েল, ঢেঁরস, চিচিঙ্গা, কাঁকুড়, স্যালাড্‌, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি বাগানের অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে। আবার কোথাও বা বড় বড় ফলের বাগান! সে সব বাগানে কত রকমের ফল হইয়া আছে;—আম, কলা—চাঁপা, মর্ত্তমান, কাঁটালি, কাবুলি, কালীবৌ, চাটিম, চিনিচাঁপা, অমৃতি, সুরভি, গন্ধমুরলী, কানাইবাঁশী; আপেল, ন্যাস্‌পাতি, তরমুজ, খরমুজা, আনারস, পিচ্‌, কুল, ওয়ালনট্‌, লেবু—বাতাবী লেবু, কমলালেবু, পাতিলেবু, কাগজি, গোঁড়াচিনে, চিনেকাগজি, সরবতী, নারাঙ্গী, চিনেলেবু; আঙ্গুর, বেদানা, পেয়ারা, বিলাতী গাব, লিচু, আঁস্‌ফল, ফল্‌সা, কামরাঙ্গা, করমচা, মাদার, আতা, নোনা, লকেট্‌, আলুবোখ্‌রা, আলুচা, আখরোট্‌, আমড়া, বিলাতী আমড়া, জামরুল, ব্রেড্‌ফ্রুট্‌, চালতা, কাঁটাল, বেল, কদ্‌বেল, কাট্‌কমলা, জলপাই, ফিগ্‌, ডুমুর, গোলাপজাম, বাদাম, খুবানি, খেজুর, পেস্তা প্রভৃতি বাগান আলো করিয়া আছে। বড় বড় আমবাগানে নানা রকমের আম হইয়া আছে—লেঙ্‌ড়া, বোম্বাই, হিম্‌সাগর, মাদ্রাজী, আল্‌ফন্সো, ফজ্‌লী, দেলখোস্‌, গোলাপখাস্‌, গোপালভোগ, গোপালধোপা, কিষণভোগ, মোহনভোগ, সীতাভোগ, তোতাপুরী।

ইহা ব্যতীত কত সুগন্ধি গাছ—ইউক্যালিপ্টাস্, চন্দন, কর্পূর, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, গুগ্গুল, বয়ড়া, রীটা, পাইন, পেন্সিয়ানা প্রভৃতি কত সুন্দর গাছ। সমুদ্রের বাতাস যেন সেই সব গন্ধে ভরপূর হইয়া আছে।

রৌদ্রোজ্জ্বল আলোকে পিচ্ ও আখ্রোট গাছের কচি পাতাগুলি ঝল্মল্ করিতেছে। সমুদ্রের কোল ঘেঁসিয়া কত পাহাড়ের শ্রেণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দূরে দূরে জেলেরা মাছ ধরিবার নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রের উপর জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে। নৌকার পালগুলি দূর হইতে মনে হইতেছিল যেন সমুদ্রের জলের উপর সাদা সাদা পাখী সাঁতার কাটিতেছে। কি সুখী এই জেলেদের জীবন! ডাঙ্গার মানুষ হইয়াও ইহাদের ডাঙ্গার ধূলা বালি ধোঁয়া কলরব কিছুই ভোগ করিতে হয় না। সমুদ্রের টাট্কা বাতাস খাইয়া, সমুদ্রের অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া ইহারা জীবন কাটায়। ঘরে ইহাদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণ সর্ব্বদাই ইহাদের কথা মনে করিতেছে; ইহাদের পানে সততই তাহাদের মন চাহিয়া আছে। শেষ রাতে অস্তগামী চাঁদের ম্লান আলোর তলায় নৌকা চালাইয়া, হিমে ভিজিয়া যখন ইহারা মাছ ধরিয়া ঘরে ফিরিয়া যায় তখন ইহাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কত আনন্দ! ছেলেদের সেই কল-কাকলী ও প্রিয়তমা স্ত্রীর আনন্দোজ্জ্বল পবিত্র মুখের সুমিষ্ট হাসি দেখিয়া তাহাদের ন আনন্দে ভরিয়া উঠে; সমস্ত রজনীর ক্লান্তি তাহারা

নিমেষে ভুলিয়া যায়; তাহাদের সমস্ত কষ্টকে সার্থক মনে করিয়া নিজেদের জীবনকে ধন্য বলিয়া মনে করে।

১৬ই ফেব্রুয়ারী আমরা গ্রীস্ পার হই। ১৮ই ফেব্রুয়ারী আমরা জীব্র্যাল্টার প্রণালী পার হই; অর্থাৎ আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করি।

নেডের আশা দুরাশা হইয়া দাঁড়াইল; কারণ জাহাজের গতি ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ্ মাইল, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে জাহাজ চল্লিশ ফুট হিসাবে চলিতেছে। এমন অবস্থায় জাহাজ হইতে লাফ খাওয়ার অর্থ প্রাণত্যাগ করা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আট্‌ল্যাণ্টিক্ মহাসাগর

আট্‌ল্যাণ্টিক্! আট্‌ল্যাণ্টিক্ মহাসাগর! কি অসীম, অনন্ত, এই মহাসাগর! ইহা যেমন অসীম ও বিশাল, তেমনি ভয়ঙ্কর। ইহার জলরাশি আড়াই শত লক্ষ বর্গ মাইল; ইহা দৈর্ঘ্যে নয় হাজার মাইল, প্রস্থে গড়ে তিন হাজার মাইল। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় নদী এই মহাসাগরে আসিয়া পড়িয়াছে—সেণ্ট লরেন্স্, মিশিশিপি, আমাজন, লা প্লাটা, ওরিনোকো, নিজ্যার, কঙ্গো, সেনেগ্যাল, এল্‌ব্, লোয়ার রাইন্। ইহাদের কতকগুলি পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সভ্যদেশের মধ্য হইতে বহিয়া আসিয়াছে, আবার কতকগুলি জনহীন প্রান্তর ও গভীর দুর্গম জঙ্গলের মধ্য হইতে আসিয়াছে। ইহার শেষ হইয়াছে দুইটি ভয়ঙ্কর অন্তরীপের শেষ সীমায়—কেপ্ হর্ণ ও কেপ্ অফ্ গুড্ হোফ্ (ইহার আর একটি নাম কেপ্ অফ্ টেম্পেষ্ট্)—যাহার নাম শুনিলে নাবিকগণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠে।

জিব্র্যাল্টার্ হইতে জাহাজ ডুবিয়া চলিল। আট্‌ল্যাণ্টিক্ মহাসাগরে পড়িয়া এইবার আমরা কোন্ দিকে যাইব তাহা কিছুই বুঝিলাম না। একদিন জাহাজ জলের উপর

ভাসিয়া উঠিল; আমি, নেড্ ও কন্‌সেল্ ছাদের উপর গিয়া উঠিলাম; দেখি বারো মাইল পূর্ব্বে কেপ্ সেণ্ট্ ভিন্‌সেণ অতি অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাইতেছে। আমাদের জাহাজ এখন স্পেনের পাশ দিয়া চলিতেছে। ঠিক ঝড় নয়, কিন্তু দক্ষিণ দিক হইতে একটা প্রবল বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছে: সমুদ্রও ফুলিয়া উঠিয়া ঢেউএর উপর ঢেউ আছড়াইয়া গর্জ্জন করিতেছে। জাহাজ এত দুলিতে আরম্ভ করিল যে ছাদের উপরে আর থাকা সম্ভবপর হইল না। নামিয়া আসিয়া ঘরে ফিরিলাম। কন্‌সেল্ নিজের ঘরে গেল, কিন্তু নেড আমার সঙ্গে ঘরে ঢুকিল।

নেডের মনের কথা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বলিলাম, "নেড্, তোমার কথা আমি বুঝ্‌ছি, কিন্তু এই অবস্থায় জাহাজ ছেড়ে যাওয়া নেহাৎ নির্ব্বুদ্ধির মত কাজ করা হবে।" নেড্ কোন উত্তর দিল না, কপাল ও ভ্রূ কোঁচ্‌কাইয়া দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে আশা দিয়া বলিলাম, "হতাশ হয়ো না নেড্; জাহাজ এইবার পোর্টুগালের পাশ দিয়া যাবে; কাছেই ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স্—পালাবার একটা না একটা সুযোগ মিল্‌বেই।"

নেড্ আমার পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, পরে বলিল, "যদি পালাতে হয় ত আজ রাত্রেই পালাব।"

তাহার কথা শুনিয়া আমি চম্‌কাইয়া উঠিলাম। এত শীঘ্র পালাবার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

নেড্ বলিতে লাগিল, "আজ রাত্রিই ঠিক্ সময় ; সাম্‌নেই স্পেনের উপকূল, মেঘ্‌লা রাত, ঝড়ও বেশ বইছে ; এমন সুযোগ আর মিল্‌বে না। বলুন, আজ. রাত্রে পালাবেন ?"

আমার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না। নেড্ বলিল, "আজ রাত্রিতে ঠিক ন'টার সময়! কন্‌সেল্‌কে আমি ঠিক হতে বলেছি ; সেও প্রস্তুত হয়ে থাক্‌বে। রাত নটার সময় ক্যাপ্‌টেন নিশ্চয় নিজের ঘরের ভিতর থাক্‌বেন, হয়ত বা বিছানায় শুয়ে পড়বেন। নাবিকেরা যে যার কাজে থাক্‌বে, কেও দেখ্‌তে পাবে না। নৌকায় দাঁড়, পাল, মাস্তুল সবই ঠিক্ করা আছে। একটা রেঞ্চ্ জোগাড় করেছি, নৌকাটা জাহাজের সঙ্গে প্যাঁচ্ স্ক্রু দিয়ে আঁটা আছে, খুল্‌তে কোন কষ্ট হবে না।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু সমুদ্রের অবস্থা দেখ্‌ছ ত!"

নেড্ বলিল, "স্বাধীনতা পেতে গেলে এইটুকু কষ্ট কর্‌তে হবে বৈ কি। নৌকায় চড়ে যাব ত ভয় কি, আর ক'মাইলই বা ?"

নেড্ চলিয়া গেল। আমি কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলাম ; এখন কি করিব ? নেডের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—আজই পালাইতে হইবে। সত্যি, নেড্ ত ঠিক কথাই বলিয়াছে, এমন সুযোগ চট্ করিয়া মিলিবে না, কাল হয়ত ক্যাপ্‌টেন ডাঙ্গা হতে শত শত মাইল দূরে আমাদের লইয়া যাইবেন কি না তা কে বলিতে পারে ?

এই সময় হিস্ হিস্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল ; বুঝিলাম জাহাজ জলের ভিতর ডুবিতেছে। সমস্ত দিন নিঃঝুমের মত বসিয়া রহিলাম। একদিকে স্বাধীনতার প্রবল প্রলোভন, আর একদিকে সমুদ্রজগতের নূতন নূতন জীবজন্তুর কথা জানিবার বিপুল আগ্রহ। সময় যেন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। কেবল শুনিতেছি আর ক'ঘণ্টা বাকি ? বহুদিন পরে দেশে ফিরিব ভাবিয়া মনের কোণে খুসির আভাস উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল, আবার দুঃখও হইতে লাগিল। যাই হোক্, পালানো নিশ্চিত জানিয়া জিনিষ পত্র গুছাইতে লাগিলাম ; কাপড় চোপড় ঠিক করিয়া লইলাম, লেখার যে সব নোট করিয়াছিলাম তাহাও গুছাইয়া লইলাম। ক্যাপ্টেনের কথা ভাবিয়া মনে একটু দুঃখ হইল। কাল সকালে ক্যাপ্টেন যখন দেখিবেন যে আমরা সরিয়া পড়িয়াছি তখন তাহার কিরূপ মনের অবস্থা হইবে ? এত অভ্যর্থনা, এত আদর যত্নের এই ফল ? তিনি ভাবিবেন মানুষকে আবার বিশ্বাস করিয়া বেশ শিক্ষা পাইয়াছি। তারপর ক্যাপটেনের সঙ্গে দেখা করিবার ও তাঁহার সহিত শেষ বারের মত কথা কহিবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হইল।

সময় যেন আর কাটে না। সন্ধ্যা সাতটা বাজিয়া গেল, এখনও একশ কুড়ি মিনিট বাকি ! উত্তেজনার দরুণ বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল ; স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম। স্যালুনে গিয়া শেষ

বারের মত ক্যাপ্‌টেনের মিউজিয়্যাম্‌ দেখিতে গেলাম; মিউজিয়্যামের সঞ্চিত অমূল্য জিনিষগুলি ছাড়িয়া যাইতে মন সরিল না। কাচের জানালার কাছে আর একবার গিয়া বসিতে ইচ্ছা হইল। কতদিন এখানে বসিয়া কত আনন্দ পাইয়াছি! আট্‌টা বাজিল। জাহাজ তখনও ষাট ফুট্‌ নীচে ডুবিয়া উত্তর দিকে চলিতেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ: শুধু ইঞ্জিনের ঘচ্‌ ঘচ্‌ শব্দ। নয়টা বাজিতে আর কয়েক মিনিট মাত্র বাকী। নেডের ঘরের দর্‌জার উপর কান পাতিয়া শুনিলাম, কোন শব্দ নাই। নেডের প্রতীক্ষায় নিজের ঘরের ভিতর গিয়া বসিলাম। জাহাজ চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া গেল; তারপর ঈষৎ একটা ধাক্কা অনুভব করিলাম। বুঝিলাম জাহাজ সমুদ্রের তলায় গিয়া নামিয়াছে। ন'টা বাজিয়া গেল; নেড্‌ আসিল না। এই সময় ঘরের দরজা খুলিয়া ক্যাপ্‌টেন নিমো প্রবেশ করি-লেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি চম্‌কাইয়া উঠিলাম। ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "স্পেন্‌দেশের ইতিহাস আপনি কিছু জানেন, প্রফেসার?"

তারপর ক্যাপ্‌টেন নিমো একটা সোফায় বসিয়া স্পেনের সুদীর্ঘ ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিলেন। মধ্য যুগে স্প্যানিশ্‌রা কিরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান জাতি বলিয়া তাহাদের অহঙ্কারের কথা, নূতন দেশ জয় করিবার তাহাদের প্রবল আগ্রহ—

এই সমস্ত কথা একে একে বলিতে লাগিলেন। কলোম্বাস্ তখন সবে আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছেন; স্প্যানিশ্‌রা সেই দেশে গিয়া জাহাজে করিয়া কত তাল তাল সোনা দেশে আনিতে লাগিল। আমেরিকায় তখন স্প্যানিশ্‌দের একচ্ছত্র আধিপত্য। ওদিকে ইংরাজরাও আমেরিকার দিকে ঝুঁকিতে লাগিল। স্পেন্ রাগিয়া গেল; ছোটখাটো বিবাদ হইতে অবস্থা ক্রমে প্রবল হইয়া দাঁড়াইল। সমুদ্রের উপর ইংরাজ জাহাজদের সঙ্গে স্প্যানিশ্ জাহাজদের প্রায়ই যুদ্ধ হইত। ভিগো উপসাগরে এমনি একটা যুদ্ধ হয়; সেই যুদ্ধে স্প্যানিশ্‌রা ইংরাজদের কাছে হারিয়া যায়। স্প্যানিশ্‌দের জাহাজে শত শত মণ সোনার তাল; শত্রু হস্তে সেই সব পড়িবে দেখিয়া স্প্যানিশ্‌রা নিজেদের জাহাজে আগুন লাগাইয়া দেয়। জাহাজ ডুবিয়া গেল; অত সোনার তালও জলের তলায় সমাধি লাভ করিল।

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "ভিগো উপসাগরে আমরা এখন এসেছি; সেই সব ঐতিহাসিক কাহিনী যদি চাক্ষুষ দেখ্‌তে চান্ ত আমার সঙ্গে আসুন।"

ক্যাপ্‌টেনের সঙ্গে গিয়া দেখি জাহাজ ভূমির উপর স্থির হইয়া রহিয়াছে; উজ্জ্বল ইলেক্‌ট্রিক্ আলোয় জাহাজ হইতে আধ মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্রতল আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। পরিষ্কার বালির উপর বহুদিনের পচা কাঠ, মরচে ধরা লোহার চেন, নোঙর; আর তার মাঝে মাঝে চাঁই চাঁই

সোনার তাল। জাহাজের কতিপয় নাবিক যত পারিল সোনা জাহাজে আনিয়া তুলিল; যাহা পড়িয়া রহিল তাহাও যথেষ্ট। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে যাহা ঘটিয়াছিল আজ তাহা নিজের চোখে দেখিলাম। এখন বুঝিলাম ক্যাপ্টেন নিমো কিরূপ ধনী; এই সবের তিনিই একমাত্র অধিকারী।

ক্যাপ্টেন নিমো বলিলেন, "জগতের মধ্যে অনেক দরিদ্র জাতি আছে, বলবানের কাছে তাহারা চিরকাল বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও অবমানিত হয়ে আস্ছে। এই সব সোনা তাদের আমি দিয়া থাকি।"

ক্যাপ্টেনের কথা শুনিয়া সসম্ভ্রমে আমার মাথা নুইয়া আসিল। দরিদ্রের জন্য তাঁহার এত দরদ! তখন বুঝিলাম ভূমধ্যসাগরের মধ্যে যে লোকটা সাঁতার কাটিতেছিল ক্যাপ্টেন নিমো কেন তাহাকে অত তাল তাল সোনা বিলাইয়া দিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

জলমগ্ন নগরী

পরদিন ১৯শে ফেব্রুয়ারী। সকালবেলায় নেড্ আসিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মলিন নিষ্প্রভ দৃষ্টি ও ম্লান হতাশভাব দেখিয়া আমার বাস্তবিক দুঃখ হইতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "নেড্, আমাদের কপাল বড়ই মন্দ।"

নেড্ বলিল, "হাঁ, যে সময় পালাবার কথা ঠিক সেই সময় জাহাজ জলের তলায় এসে ঠেক্‌ল।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, তখন ক্যাপ্‌টেন নিমো তাঁহার ব্যাঙ্ক দেখ্‌তে নেমেছিলেন।"

নেড্ বিস্মিত হইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাঙ্ক দেখ্‌তে, সে কি?"

তখন রাত্রির ঘটনা সব একে একে খুলিয়া বলিয়া আমি কহিলাম, "ইউরোপের ব্যাঙ্কের লোহার সিন্দুকের ভিতর টাকা রাখার চেয়ে ক্যাপ্‌টেন নিমোর ব্যাঙ্ক ঢের বেশী নিরাপদ। এখানে মানুষের প্রবেশ একেবারে নিষেধ।"

বিস্ময়ের ভাব কাটিলে পর নেড্ বলিল, "চুলোয় যা ওসব কথা। কাল হ'ল না বলে হতাশ হ'বেন না, এর পরে নিশ্চয় আরো সুযোগ আস্‌বে।"

নেড্ চলিয়া গেল।

জামাকাপড় পরিয়া স্যালুনে গিয়া কম্পাস দেখিয়া বুঝিলাম নোটিলস্ এখন দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলিতেছে। অর্থাৎ জাহাজ এইবার ইউরোপকে পশ্চাতে রাখিয়া দূরে সরিয়া পড়িতেছে। বেলা এগারোটার সময় জাহাজ জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। ছুটিয়া ছাদের উপর গেলাম, নেড্ আগেই উপস্থিত হইয়াছে। দেখি চারিদিকে কোথাও ডাঙ্গার চিহ্ন নাই; চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল কালো জল পাগলের মত নাচিতেছে। আকাশ বড়ই মেঘ্লা: জলের অবস্থা খুবই খারাপ, বড় বড় ঢেউ উঠিতে লাগিল। বুঝিলাম ডাঙ্গা হইতে আমরা বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আট্ল্যান্টিক্ মহাসাগরের সে কি ঘোর নিকষ কাজল মূর্ত্তি! দেখিলে প্রাণ শিহরিয়া ওঠে, হৃদয় কাঁপিয়া ওঠে! মনে হয় যেন কোন্ যাদুকরী মায়াবলে এখনি আমায় তাহার বুকের উপর সাপ্টিয়া টানিয়া ধরিবে ও মুহূর্ত্ত মধ্যে আমাকে পিষিয়া গিলিয়া খাইবে। পাগলিনীর মত সেই গভীর কালো জলের সে কি উচ্ছ্বল, উত্তাল, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল নৃত্য! সে কি এক একটা বড় বড় ঢেউ! ঢেউএর পর ঢেউ; যেন ইহাদের শেষ নাই, ক্লান্তি নাই, কর্ম্মে অবসাদ নাই, পাগ্লামীর এই ...নয়ের যেন কোন গ্লানি নাই। ফুলিয়া ফুলিয়া, ঘুরিয়া ...রিয়া, ঢেউগুলি এক্টার উপর আর একটা লাফাইয়া ...পাইয়া পড়িতেছে। বীচি-বিক্ষোভিত মত্ত জলরাশির

সে কি ভয়ঙ্কর আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন, সে কি উন্মাদ উদ্দাম লম্ফন ঝম্পন, সে কি ক্রূর কুটিল ভয়াবহ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ! সমুদ্রের সেই রুদ্র ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া গায়ে কাঁটা দিতে লাগিল। নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

ক্যাপ্‌টেন নিমো ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। একথা ওকথার পর তিনি বলিলেন, "আর একদিন সমুদ্রের তলায় বেড়াতে যাবেন প্রফেসার? এতদিন ত দিনের বেলায় গিয়াছিলেন, সূর্য্যের আলোও যথেষ্ট ছিল; এইবার একদিন ঘোর দুপুর রাত্রির অন্ধকারে সমুদ্রের তলায় বেড়িয়ে আস্‌বেন চলুন।"

আমি তখনি আহ্লাদের সহিত আমার সম্মতি জানাইলাম।

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "কিন্তু রাস্তা এইবার বড় খারাপ, অনেক হাঁট্‌তে হবে। যেতে যেতে একটা পাহাড় পার হ'তে হবে, পথে অনেক বড় বড় গর্ত্ত পড়্‌বে।"

আমি বলিলাম, "আপনার কথা শুনে আমার এখুনি যেতে ইচ্ছা কর্‌ছে।"

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "বেশ্, তাই চলুন।"

তাঁহার সঙ্গে পোষাক পরিবার ঘরে গিয়া ডুব-পোষাক পরিলাম। এইবার সঙ্গে কেহই যাইবে না, কেবল আমরা দুজন। সমস্ত সরঞ্জাম পরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। এইবার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বাতাস লওয়া হইল; কিন্তু সঙ্গে আলো লওয়া হইল না। ক্যাপ্‌টেনকে

কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন, "আলোর কোন প্রয়োজন নাই।" সঙ্গে করিয়া দুইজনে দুইটা লোহার ডাণ্ডা লইলাম।

রাত তখন ঠিক দুইটা হইবে। গভীর অন্ধকারের মাঝখানে আট্‌ল্যান্টিক্ মহাসাগরের অতল তলে পা দিয়া নামিলাম। আজও সেকথা মনে পড়িলে গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে! সেই স্থানের গভীরতা নয় হাজার ফুট। চতুর্দ্দিক ভীষণ অন্ধকার! কিছুক্ষণ চলিবার পর দুই মাইল দূরে দেখিলাম একটা লাল ভাটার মত কি রহিয়াছে; যেন বহুদূরে একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। আটল্যান্টিক্ মহাসাগরের অত তলায় যে কি আলো জ্বলিতেছে কিছুই বুঝিলাম না। যাই হোক্, আলো ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। মাথার উপর কিসের শব্দ হইতে লাগিল—একটানা ঝম্‌ঝম্‌ঝম্ শব্দ, বুঝিলাম উপরে ভয়ানক বৃষ্টি হইতেছে,—এ তাহারই শব্দ।

আধঘণ্টা পথ চলিবার পর রাস্তা ক্রমশঃই পাথুরে ও এব্‌রোখেব্‌রো হইতে লাগিল। সেই সব পাথরের উপর একরকম জলীয় শ্যাওলা হইয়াছে, অনেকবার পা হরকাইয়া গেল, লোহার ডাণ্ডা ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। যতই সাম্‌নে চলিতে লাগিলাম আলো ততই উজ্জ্বল হইতে লাগিল। এত তলায় এত উজ্জ্বল ও কিসের আলো? দেখিলাম সুমুখে যেন দাউ দাউ করিয়া ভীষণ আগুন জ্বলিতেছে;

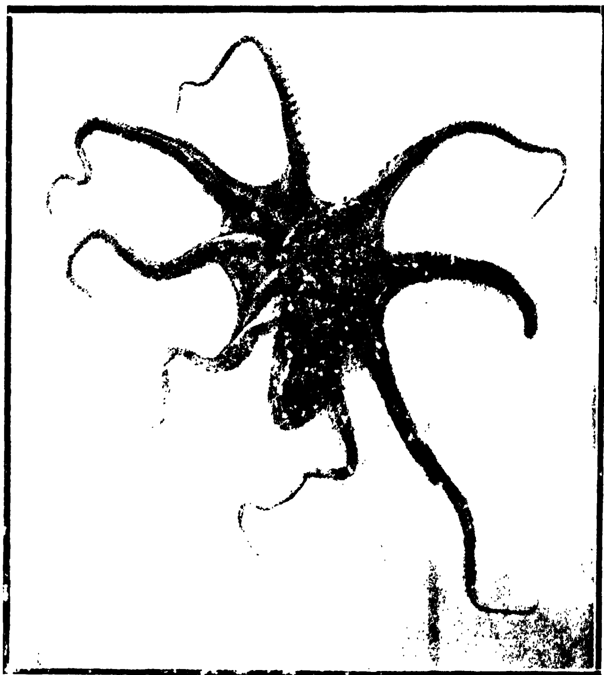
ব্যাপার কিছুই বুঝিলাম না, আরো কাছে গিয়া দেখিলাম,—সাম্‌নে একটা মস্ত বড় পাহাড় রহিয়াছে, তাহারই ওধার হইতে আগুন উঠিতেছে। ক্যাপ্‌টেন অভ্যাস্তের মত ক্ষিপ্রপদে চলিতে লাগিলেন, আমি অনভ্যস্ত সন্ত্রস্তপদে সাবধানে ভয়ে ভয়ে পাথর ও গর্ত্ত ডিঙাইয়া তাঁহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলাম। সামনে দেখি একটি বিস্তৃত জঙ্গল। দেবদারু গাছের মত একরকম বড় বড় গাছ, কিন্তু সমস্তই মরিয়া গিয়াছে ; গাছে একটাও পাতা নাই, কিন্তু ডালপালা সমস্তই ঠিক আছে। সমস্তই যেন পাথর হইয়া গিয়াছে, তারপর বুঝিলাম গাছগুলি সমস্ত কয়লা হইয়া গিয়াছে।

পাথর ও গর্ত্তের উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। এক এক জায়গায় পাথরের দুধারে বড় বড় গর্ত্ত—সে যে কত নীচু বলিতে পারি না ; নীচে তাকাইতে ভয় হইতে লাগিল। এই সব গর্ত্তের ভিতর যে কি আছে তা কে জানে। হয়ত এই গর্ত্তের ভিতর হইতে এখনি একটা কিম্ভূতকিমাকার প্রকাণ্ড জলজন্তু বাহির হইয়া আসিবে। এক একস্থানের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গহ্বর, যেন হাঁ করিয়া গিলিতে আসিতেছে। কোথাও পথ এত বিশ্রী যে একবার পা হরকাইয়া গেলে একেবারে পাতালদেশে চলিয়া যাইব। কোথাও লাফ মারিয়া একটা পাথর হইতে আর একটা পাথরে যাইতে লাগিলাম, মাঝখানে প্রকাণ্ড গহ্বর। সেই লোহিত আলোয়

দেখিলাম মাথার উপর বড় বড় পাথর ঝুলিয়া রহিয়াছে—চারিদিকেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো কালো পাহাড়।

দুইঘণ্টা এমন ভাবে চলিতে লাগিলাম। পায়ের তলা হইতে বড় বড় মাছ সরিয়া যাইতে লাগিল! পাহাড়ের গায়ে বড় বড় গহ্বর। এক একটা গহ্বরের দ্বারদেশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দাড়া মেলিয়া কি সব বসিয়া রহিয়াছে; আমার সর্ব্বাঙ্গ হিম্ হইয়া যাইল; আমাদের দেখিয়া দাড়াগুলি ভিতরে ঢুকিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু তাহারা আকারে আমাদের দশগুণ, একটা দাড়ার ঘায়ে আমরা অক্লেশে শুইয়া পড়িব। কেহ কেহ এক একটা দাড়া বাড়াইয়া দিয়া আমাদের লৌহ আচ্ছাদনের উপর স্পর্শ করিয়া আমাদের পরীক্ষা করিতে লাগিল। আমাদের পায়ের তলায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত্ত; সে সব গহ্বর একেবারে পাতালদেশে নামিয়া গিয়াছে; তাহার ভিতরে হাজার হাজার চক্ষু জ্বলিতেছে, সে সব ভীষণ জলজন্তুর জ্বলন্ত চক্ষু; নিজের নিজের গর্ত্তে বসিয়া তাহারা বিশ্রাম করিতেছে। কোথাও বড় বড় চিংড়ী মাছ পাথরের উপর অতি ধীরে ধীরে চলিয়া ফিরিতেছে—দৈর্ঘ্যে তাহারা এক একটা মানুষের মত। কোথাও বা রাক্ষুসে কাঁক্‌ড়া বসিয়া রহিয়াছে—যেন এক একটি বাগী গাড়ী! কোথাও বা অতিকায় কচ্ছপ পা উঁচু করিয়া গলা বাড়াইয়া মাথা নাড়িতেছে; তাহার খোলের মধ্যে পাঁচ ছয়টা মানুষ অক্লেশে ঢুকিতে পারে। কোথাও বা

ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অক্টোপাস তাহাদের পা বা শুঁড়গুলি জড়াজড়ি করিয়া বসিয়া রহিয়াছে ; এক একটি পা যেন এক একটি



অক্টোপাস্

ময়াল সাপ ! আশেপাশে কিম্ভূতকিমাকার আকৃতিবিশিষ্ট আলোক-মাছ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; তাহাদের গা হইতে কেবলই আলো বাহির হইতেছে।

এই সময় প্রশস্ত চাতালের মত পাহাড়ের এক জায়গায়

আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এবার আর একটি নূতন দৃশ্য! সামনে বহুদূর বিস্তৃত ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকা, দুর্গ, মন্দির ও থামের শ্রেণী দেখিতে পাইলাম। এ ত ভগবানের সৃষ্টি নয়; সমুদ্রের এত তলায় মানুষের হস্তনির্ম্মিত কার্য্যাবলী দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। চারিদিকে বড় বড় পাথর পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহার মাঝে মাঝে বহু পুরাতন ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এইরূপ সহস্র সহস্র অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। কোথাও বা বাজার রহিয়াছে, চারিদিকে দোকানের শ্রেণী; কোথাও মন্দিরের মত গৃহ রহিয়াছে; কোথাও বা বড় বড় কেল্লা, বন্দর প্রভৃতি অস্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে। এক এক স্থানে ভগ্ন দেওয়ালের শ্রেণী বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ভগ্ন সৌধশ্রেণীর মাঝ দিয়া প্রশস্ত রাজপথ রহিয়াছে।

এ কোথায় আসিলাম? ক্যাপ্‌টেনকে জিজ্ঞাসা করিতে গেলাম, কিন্তু তখনি নিজের অক্ষমতা বুঝিতে পারিলাম। কি করি; ক্যাপ্‌টেনের বাহু ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিলাম; ক্যাপ্‌টেন আমাকে ইসারা করিয়া তাঁহার সঙ্গে আরো অগ্রসর হইতে বলিলেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীর অপর পার্শ্বেই সেই পূর্ব্বকথিত পাহাড়ের চূড়াটি দেখা যাইতেছে। পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় আটশত ফুট হইবে। শিখরের উপরিভাগ হইতে উজ্জ্বল আলোকের মত দাউ দাউ করিয়া কি যেন জ্বলিতেছিল। বুঝিলাম ইহা একটি আগ্নেয়গিরি। সেই

পর্ব্বতশিখরের উপরিভাগে গর্ত্ত হইতে পঞ্চাশ ফুট উর্দ্ধ পর্য্যন্ত বড় বড় পাথরের নুড়ি ছিট্‌কাইয়া বাহির হইতেছিল ও তাহার সঙ্গে ধূম ও ভস্ম প্রবল বেগে নির্গত হইতেছিল। আগ্নেয়গিরি হইলেও কোনপ্রকার আগুন বাহির হইতেছিল না, কিন্তু সেই সকল উত্তপ্ত ধাতুনিঃস্রব হইতে একটা অতি ভীষণ উজ্জ্বলতা বাহির হইতেছিল; তাহাতেই চারিদিক আলোকিত হইতেছিল। আগ্নেয়গিরির নিকটবর্ত্তী জলরাশি কেবল পুঞ্জীভূত বাষ্পের মত দেখাইতেছিল।

ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীর এইরূপ শোচনীয় অবস্থার কারণ এইবার বুঝিলাম। আগ্নেয়গিরির প্রবল অগ্ন্যুৎপাতে ও ধাতু-নিঃস্রবে সমস্ত নগরী প্লাবিত ও একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এ কোন্ দেশ? ক্যাপ্‌টেন নিমো আমার ব্যাকুলতা বুঝিতে পারিলেন, ভূমি হইতে একখণ্ড পাথুরেখড়ি লইয়া একটা দেওয়ালের উপর লিখিলেন, "য়্যাট্‌ল্যান্টিস্"।

ধাঁ করিয়া মনের ভিতর দিয়া যেন একটা উল্কা ছুটিয়া গেল। নাম দেখিয়া চম্‌কাইয়া উঠিলাম। এই সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ য়্যাট্‌ল্যান্‌টিস্ নগরী! প্লেটো, প্লিনি প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ যে নগরীর অতুল ঐশ্বর্য্য ও প্রবল পরাক্রমের কথা এত করিয়া প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন! এইখানে অসমসাহসী য়্যাট্‌ল্যান্‌টাইড্‌গণ বাস করিতেন—যাহাদের সঙ্গে গ্রীক বীরপুরুষগণ কতবার যুদ্ধ করিয়াছেন।

ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, বাড়বাগ্নি প্রভৃতি পৃথিবীর অভ্য-

ন্তরস্থিত অসীম শক্তির প্রয়োগে পৃথিবীর উপরিস্থিত দেশ সকল ক্রমশঃই রূপান্তরিত হইতেছে। আজ যেখানে মহাদেশ রহিয়াছে, সহস্র বৎসর পরে হয়ত সেখানে মহাসমুদ্র বিরাজ করিবে ; আজ যেখানে মহাসাগর রহিয়াছে সহস্র বৎসর পরে সেখানে মহাদেশ জাগিয়া উঠিবে। এইরূপ নিয়তই হইতেছে। এককালে হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী, রাজপুতনা, আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি, আরব, বেলুচিস্থান, থর্ ও গোবি মরুভূমি সমস্তই সমুদ্রতলে নিমগ্ন ছিল। তখন এই সকল জায়গায় একটি মহাসাগর বিদ্যমান ছিল। আবার আফ্রিকার দক্ষিণ-ভাগ, ম্যাডাগাস্কার, মালদিভ্ দ্বীপ, ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগ, আন্দামান, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা, জাভা, সেলিবিস্, বোর্ণিও, ফিলিপাইন, নিউগিনি, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশগুলি একসঙ্গে যুক্ত ছিল ; এখন তাহার কতক কতক অংশ সমুদ্র-জলে ডুবিয়া গিয়াছে। এই য়্যাট্‌ল্যান্‌টিস্ দেশ এবং আগ্নেয়-গিরিও এক সময় জলের উপরিভাগে ছিল, কালক্রমে সমুদ্রজলে নিমগ্ন হইয়াছে।

প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া এই প্রাচীন নগরীর শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম। এই সময় চাঁদ উঠিল ; জলের ভিতর দিয়া চাঁদের ক্ষীণ আব্‌ছা ঘোলাটে আলোকে সমস্ত নগরী যেন মৃতব্যক্তির ফ্যাকাসে মুখের মত দেখাইতে লাগিল। যখন জাহাজে ফিরিয়া আসিলাম তখন ভোর হইতে আর বেশী দেরী নাই।

দশম পরিচ্ছেদ

এ কোথায় আসিলাম ?

পরদিন ২০শে ফেব্রুয়ারী। পূর্ব্ব রজনীর পরিশ্রমের দরুণ আজ অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া ছিলাম; ঘুম যখন ভাঙ্গিল তখন বেলা এগারটা। জাহাজ তখন তিনশ ফুট জলের তলা দিয়া বিশ মাইল বেগে ছুটিতেছিল। আট্‌-ল্যান্টিক্ মহাসাগরের মাছগুলি অন্যান্য সমুদ্রের মাছের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতির। এক একটা মাছ এত বড় যে দৈত্য বলিলেও চলে, অথচ তাহার আকৃতি ঠিক মাছের মত। এক জাতীয় মাছ পনের ফুট দীর্ঘ, তাহাদের শরীরে অসীম শক্তি। বড় বড় নানা জাতীয় হাঙর ও গ্লোকস্ দেখিলাম। গ্লোকস্-গুলি পনের ফুট দীর্ঘ, শরীর এত স্বচ্ছ যে জলের সঙ্গে তাহা একবারে মিলিয়া গিয়াছে, চট্ করিয়া বুঝিতে পারা যায় না।



বড় বড় সাপ

অনেকরকম বড় বড় সাপ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যাঙ্ জলের

ভিতর বেড়াইতেছে দেখিলাম। একরকম মাছ দেখিলাম তাহা কেবল হাড়, অথচ তাহারা জীবিত। ম্যাক্যায়রা নামক একরকম ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মাছ দেখিলাম, দৈর্ঘ্যে পনের ফুট। তরোয়াল মাছ দৈর্ঘ্যে চব্বিশ ফুট, ঝাঁকে ঝাঁকে জলের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহা ব্যতীত দেবদূত মাছ, ডোরিমাছ, রাশ্‌মাছ, মুলেট্‌ মাছ প্রভৃতি কতরকম মাছই না দেখিলাম!



প্রকাণ্ড ব্যাঙ্‌

এই সময় জলের ভিতর আবার পাহাড়ের শ্রেণী দেখিতে পাইলাম। খাড়া পাথরের দেওয়ালের পাশ দিয়া জাহাজ চলিতে লাগিল। বুঝিলাম ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ বা কেপ্‌

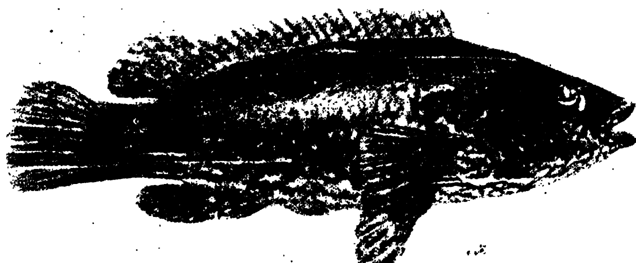
ভাণ্ডের নিকট জাহাজ আসিয়াছে। জাহাজ স্থির হইয়া



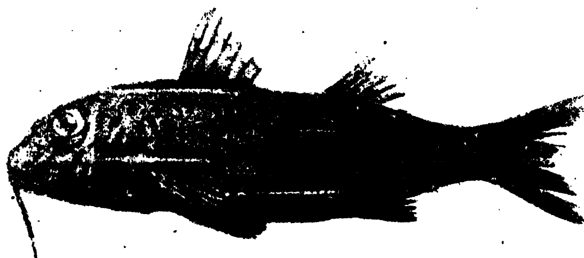
দেবদূত মাছ

দাঁড়াইয়াছে দেখিয়া আমি ঘরে ফিরিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম।

ঘুম ভাঙ্গিল একেবারে পরদিন বেলা আট্‌টার সময়। ছাদের উপর গিয়া দেখি জাহাজ জলের উপর



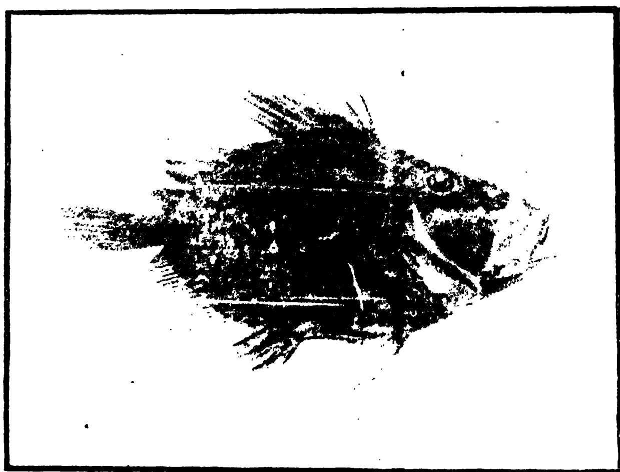
রাশ্‌ মাছ



মুলেট্‌ মাছ

ভাসিতেছে, কিন্তু চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার—যাহাকে বলে সূচীভেদ্য অন্ধকার। ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে যেমন সাম্‌নে

মানুষের মুখ দেখা যায় না, এও সেইরকম অন্ধকার ; অথচ দিনের বেলা ! এ কি হইল ? কোথায় আসিলাম ? তবে কি এখন রাত্রি ? না, এইমাত্র ত ঘড়ি দেখিয়া আসিলাম। কৈ, মাথার উপর ত একটাও তারা দেখা যাইতেছে না ? বলিতে কি রাত্রিবেলাও এমন ঘোর বিদ্‌ঘুটে অন্ধকার সচরাচর দেখা যায় না।



ডোরি মাছ

এমন সময় আমাকে সম্বোধন করিয়া কে বলিল, "এই যে, প্রফেসার ?"

বুঝিলাম ক্যাপ্‌টেন নিমো কথা কহিতেছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কোথায় আসিলাম, ক্যাপ্‌টেন ?"

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "মাটির তলায়।"

আমি বলিলাম, "মাটির তলায়, অথচ জাহাজ জলের উপর ভাস্‌ছে!"

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "ব্যস্ত হবেন না, সবই বুঝ্‌তে পার্‌বেন, প্রফেসার। একটু এখানে দাঁড়ান, আমি আলো নিয়ে আস্‌ছি।"

এমন অন্ধকার যে, ক্যাপ্‌টেনকে মোটেই দেখিতে পাইলাম না। উপর পানে তাকাইয়া দেখিলাম একটা অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট আলো অনেক উর্দ্ধে একটা গোলাকার গর্ত্তের মধ্য দিয়া আসিতেছে; আসিতে আসিতে মাঝ পথেই সেটা শেষ হইয়া গিয়াছে। যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম সেখানে ঘোর অন্ধকার; উপরেই শুধু সেই ক্ষীণ আলো—নীচে মোটেই নামিতেছিল না।

এই সময় ক্যাপ্‌টেন আলো লইয়া আসিলেন; উজ্জ্বল ইলেক্‌ট্রিক্ আলোয় চোখ ঝল্‌সাইয়া গেল। দেখিলাম একটা পাহাড়ের পাশে নোটিলস্ স্থির হইয়া ভাসিতেছে। এটা একটা হ্রদ, চারিদিকেই পাহাড়ের উচ্চ দেওয়াল; হ্রদের আকৃতি গোলাকার, তার ব্যাস প্রায় দুই মাইল। হ্রদকে বেষ্টন করিয়া গোলাকার পাহাড়ের দেওয়াল অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছে, প্রায় ছয়শত ফুট্ হইবে; কিন্তু সোজাভাবে অর্থাৎ খাড়াই না উঠিয়া ঠিক গম্বুজের মত ক্রমশঃ হেলিয়া মাঝখানে মিশিয়াছে; কেবল মাথার উপর ছোট্ট একটি

ফুকর ; এই ফুকর ব্যতীত আলো বা বায়ু প্রবেশের পথ আর কোনখানে নাই। একটা ফুঁদিল্ উল্টাইয়া রাখিলে যেরূপ দেখায় পাহাড়ের ভিতরের আকৃতি অনেকটা সেইরূপ।

ম্যানোমিটার দেখিয়া বুঝিলাম বহিঃস্থিত সমুদ্রের ও এই হ্রদের জলের উপবিভাগ সমতল ; অর্থাৎ হ্রদের সঙ্গে সমুদ্রের কোন জায়গায় যোগ আছে। পাহাড়ের ওপাশেই সমুদ্র ; জলের ভিতর পাহাড়ের কোন জায়গায় নিশ্চয়ই কোন গর্ত্ত আছে।

ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এ কোথায় আসিলাম, ক্যাপ্টেন ?”

ক্যাপ্টেন বলিলেন, “একটা আগ্নেয়গিরির মধ্যে, কিন্তু এখন এটা নিবে গেছে। ভূমিকম্পের দরুণ পাহাড়ের দেওয়ালের মধ্যে একটা ফাটল হওয়াতে তার মধ্য দিয়া সমুদ্রের জল ভিতরে ঢোকে তাহাতে এই আগ্নেয়গিরি নিবে যায়। আপনি যখন ঘুমুচ্ছিলেন, সেই সময় নোটিলস্ জলের ত্রিশ ফুট্ নীচে একটা গর্ত্ত দিয়ে এর ভিতরে ঢোকে। নোটিলসের একটা আশ্রয় বা বন্দর চাই, সেইজন্য এই জায়গাটা বেছে নিয়েছি ; এখানে ঝড়ের ভয় নেই, ঢেউএর ভয় নেই, দস্যু-তস্করের ভয় নাই। এমন সুন্দর বন্দর জগতে আর কোথাও দেখেছেন প্রফেসার ?”

আমি বলিলাম, “কি আশ্চর্য্য, আপনি একটা আগ্নেয়-

গিরির ভিতরে ঢুকেছেন! আচ্ছা, উপরে যে একটা অস্পষ্ট গর্ত্ত দেখ্‌তে পেলাম, সেটা কি?"

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "ঐ উপরের গর্ত্ত দিয়েই ত ভিতরকার ধূম, ভস্ম, ধাতুনিঃস্রব আগে বা'র হ'ত।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার অজেয় নোটিলস্ কি শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়্‌ল, যে, বন্দরে এসে আশ্রয় নিতে হ'লো?"

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "না, তা নয়; জাহাজের এখন কয়লার দরকার হয়েছে; তড়িৎ উৎপাদন কর্‌তে যে কয়লার প্রয়োজন হয় তা বোধ হয় জানেন। এই হ্রদের তলায় এক অফুরন্ত কয়লার খনি আছে; উহা নিউ-ক্যাসেলের চেয়ে কোন অংশে ছোট নয়। এই কয়লা পুড়িয়ে এখন তড়িৎ উৎপাদন করা হবে। কয়লার ধোঁয়া ঐ গর্ত্ত দিয়ে বাহির হবে; বাহিরের লোক ভাব্‌বে, আগ্নেয়গিরির ভিতর হ'তে ধোঁয়া উঠ্‌ছে। এখন কয়েক ঘণ্টা ধরে কয়লা তোলা হবে, আপনারা এর মধ্যে ইচ্ছা করলে পাহাড়ের ভিতরের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখে আস্‌তে পারেন।"

নেড্ ও কন্‌সেল্‌কে ডাকিয়া লইয়া তিনজনে পাথরের উপর গিয়া উঠিলাম। পাথরের দেওয়ালের পাশেই চাতালের মত চলিবার একটা রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। এই রাস্তা ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইলে অনেক উপর পর্য্যন্ত উঠিতে পারা যায়। চারিদিকে বড় বড় পাথরের খণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। পাথরগুলির উপরিভাগ

এনামেলের মত পরিষ্কার, চক্‌চকে, ঝক্‌ঝকে ; বুঝিলাম উত্তপ্ত আগুনের সংস্পর্শে আসিয়া পাথরগুলির ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে। রাস্তার উপর ভীষণ ধূলা ; অভ্রের গুঁড়া প্রচুর পরিমাণে পড়িয়া রহিয়াছে। এই গোলাকার পথ ধরিয়া আমরা অনেক উর্দ্ধ পর্য্যন্ত উঠিতে লাগিলাম। রাস্তা ক্রমশঃই খাড়াই হইতে লাগিল। এইখানে নানা রকম ধাতুস্রোতের ধারা দেখিতে পাইলাম ; কিন্তু এখন ঠাণ্ডা হইয়া কঠিন হইয়া গিয়াছে। এক এক স্থানে মনে হইল যেন গন্ধকের কার্পেট পাতা রহিয়াছে। অনেক উচেচ একটা বৃহৎ মৌমাছির চাক্ দেখিতে পাইলাম। চাকের তলায় গন্ধক জ্বালাইয়া ধোঁয়া করিতেই মৌমাছিগুলি উড়িয়া পালাইল। নেড্ তখন চাক্‌টা ভাঙ্গিয়া লইয়া তার ভিতর হইতে কয়েক সের মধু জোগাড় করিল। ল্যাণ্টার্ণ ধরিয়া পথ দেখিয়া পা টিপিয়া আরো উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম গর্ত্তের মুখের কাছাকাছি আসিলে দেখিলাম পাহাড়ের ফাটলে অনেক পাখী বাসা করিয়া রহিয়াছে। মানুষ দেখিয়া তাহারা উড়িয়া গেল। সঙ্গে বন্দুক আনে নাই বলিয়া নেড্ খুব দুঃখ করিতে লাগিল ; তবু কয়েকটা নুড়ি ছুঁড়িয়া নেড্ চেষ্টা করিয়া একটা প্রকাণ্ড পাখী বধ করিল। কয়েক ঘণ্টা পরে আমরা নীচে নামিয়া আসিলাম।

পরদিন নোটিলস্ পুনরায় জলের ভিতর ডুব মারিয়া আটল্যাণ্টিক্ মহাসাগরের মধ্য দিয়া ছুটিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আট্‌ল্যাণ্টিক্ মহাসাগরের অতলতলে

নোটিলস্ এখন আট্‌ল্যান্টিক্ মহাসাগরের মাঝামাঝি আসিয়াছে।

তোমরা যাহারা ভূগোল পড়িয়াছ নিশ্চয়ই গাল্‌ফ্ ষ্ট্রীমের নাম শুনিয়াছ। ইহা একটি প্রবল উষ্ণ জলের স্রোত: সমুদ্রের বিশাল জলরাশি হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সমুদ্রের একটি নির্দ্ধারিত পথ ধরিয়া এই গাল্‌ফ্ ষ্ট্রীম্ চারিদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। ফ্লোরিডা উপসাগর হইতে আট্‌ল্যান্টিক্ মহাসাগরের একটি নির্দ্ধারিত পথ ধরিয়া উত্তর মহাসাগরের স্পিট্‌জ্‌বার্জেন অবধি গিয়াছে। এখান হইতে ইহার দুইটি বিভিন্ন শাখা দুইদিকে গিয়াছে; একটি নরওয়ে ও আয়ার্‌ল্যাণ্ডের উপকূলে গিয়া শেষ হইয়াছে; আর একটি স্রোতধারা দক্ষিণ দিক ধরিয়া আফ্রিকার পশ্চিম কূল চাপিয়া পুনরায় ঘুরিয়া য্যান্‌টিলিস্ দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়া মেক্সিকো উপসাগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

এই গাল্‌ফ্ ষ্ট্রীমের স্রোতধারা অতি প্রচণ্ড। আট্‌ল্যান্টিক মহাসাগরের এই গোলাকার পথ ঘুরিয়া আসিতে ইহার প্রায় তিনবৎসর লাগে। এই স্রোতের মধ্যবর্ত্তী জায়গাটাকে স্যার্‌গাসো সাগর বলে। আট্‌ল্যান্টিক মহাসাগরের মাঝখানে এই জলরাশি একেবারে স্থির; কোনপ্রকার ঢেউ বা

চঞ্চলতা নাই। আট্‌ল্যান্টিক মহাসাগরের উপর সর্ব্বদাই বড় বড় ঢেউ উঠিতেছে। সমস্ত মহাসাগর অপেক্ষা আট্‌ল্যান্টিক মহাসাগর যে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ এ কথা সকলেই জানে; কিন্তু এই ভয়ঙ্কর উত্তাল মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী স্যার্‌গাসো সাগর সম্পূর্ণ স্থির। পুকুর বা হ্রদের জলের মত ইহার জলরাশি শান্ত ও নিস্তব্ধ।

নোটিলস্ এখন এই স্যার্‌গাসো সাগরের কাছে আসিয়াছে। স্যার্‌গাসোর জল চোখে পড়ে না; মনে হয় যেন একটি মস্তবড় কার্পেট পাতা রহিয়াছে। যত রাজ্যের জলীয় ঘাস, গাছপালার ভাঙ্গা ডাল, পাতা, নানা প্রকার লতা, ঝরা ফুল, শুষ্ক ফল, খড়ের আঁটি, পাটের গাঁট, জাহাজ-ভাঙ্গা কাঠ, তক্তা, জঙলী ঘাস, আগাছা, শৈবালদল আসিয়া এখানে জমা হইয়াছে। জমাট বাঁধিয়া তাহারা এমনি কঠিন হইয়াছে যে তাহা ছিন্ন করিয়া যাইতে সাধারণ জাহাজের শক্তিতে কুলায় না। স্যার্‌গাসো কথাটি স্প্যানিস, ইহার অর্থ আগাছা। নোটিলস্ এই জলের তলা দিয়া চলিতে লাগিল।

বিখ্যাত পণ্ডিত মোরি সাহেব ইহার একটি অতি সুন্দর কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একটি জলপূর্ণ পাত্র লইয়া তাহার উপর কতকগুলি ছেঁড়া কাগজ বা ঘাসের টুক্‌রা ফেলিয়া তারপর আঙ্গুল দিয়া জলটাকে ঘুরাইলে পাত্রের সমস্ত জলটুকু ঘুরিতে থাকিবে। ছেঁড়া কাগজগুলিও ঘুরিতে থাকিবে, ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা জলের মাঝখানে গিয়া

দাঁড়াইবে ; কারণ এই মাঝখানের জলের গতির বেগ খুবই সামান্য। সেইরূপ আট্‌ল্যান্টিক মহাসাগরের চারিদিকেই গাল্‌ফ্ ষ্ট্রীম্ ঘুরিতেছে, তাই মাঝখানের স্যার্‌গাসো সাগর একেবারে নিস্তব্ধ ; যত রাজ্যের আগাছা এইখানে আসিয়া জমা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি গাছ ও লতা বেশ বাঁচিয়া রহিয়াছে, কতকগুলি অন্য অন্য দেশ হইতে এখানে আসিয়া জড় হইয়াছে। দেখিলাম উত্তর আমেরিকার 'রকি' পর্ব্বত ও দক্ষিণ আমেরিকার 'আণ্ডিজ্' পর্ব্বত হইতে বড় বড় গাছের গুঁড়ি 'মিসিসিপি' ও 'আমাজন্' নদী বহিয়া এখানে আসিয়া জমা হইয়াছে। কত ভগ্ন জাহাজের মাস্তুল, বড় বড় তক্তা, দুয়াব, জানালা, কাঠের সিঁড়ি, হাল প্রভৃতি এখানে আসিয়া আঁটিয়া রহিয়াছে। মোরি সাহেব বলেন, কালক্রমে এইসব কয়লায় পরিণত হইবে। নীল, লাল, সবুজ রঙের বড় বড় অনেক ফুলও ফুটিয়া রহিয়াছে।

পরদিন ২৩শে ফেব্রুয়ারী। স্যার্‌গাসো সাগর পরিত্যাগ করিয়া জাহাজ পুনরায় আট্‌ল্যান্টিক মহাসাগরের জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। আজ হইতে ঠিক উনিশ দিন ধরিয়া অর্থাৎ ১২ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত জাহাজ ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে প্রচণ্ডগতিতে ছুটিতে লাগিল। বুঝিলাম ক্যাপ্‌টেন নিমো এইবার কেপ্ হর্ণ ঘুরিয়া অষ্ট্রেলিয়ার দিকে যাইবেন।

এই উনিশ দিনের মধ্যে বিশেষ এমন কিছু ঘটনা ঘটে নাই। আট্‌ল্যান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ অংশ একরকম

নির্জ্জন বলিলেও চলে ; জাহাজ বা ষ্টিমার কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য নোটিলস এই কয়দিন জলের উপর ভাসিয়া চলিল। ক্যাপ্‌টেন নিমোর সঙ্গে কদাচিৎ দেখা হইত ; কেবল এক একদিন মাঝরাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে তাঁহার অর্গ্যানের করুণ ধ্বনি কাণে আসিত। তাঁর সেই করুণ স্থরের বাজনা শুনিয়া আমারও প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। বুঝিতাম ক্যাপ্‌টেন জীবনে বড় দুঃখের আঘাত পাইয়াছেন, সেই আঘাত ও সেই শোক এখনও ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার করুণ অর্গ্যান-ধ্বনি মাঝরাতে জাহাজের ঘরে ঘরে দুঃখের বান ডাকাইয়া আছাড়ি পিছাড়ি খাইত।

একদিন নোটিলস্ জলের উপর ভাসিয়া চলিয়াছে ; পিছনে একটা তিমি মারিবার নৌকা আমাদের পিছনে তাড়া করিতে লাগিল। তাহারা নোটিলস্‌কে একটা অতিকায় তিমি ভাবিয়া হারপুন উঁচাইয়া পিছনে পিছনে আসিতে লাগিল। অনেকক্ষণ তাহাদের ভোগাইয়া নোটিলস্ শেষে জলের ভিতর ডুব মারিল।

আট্‌ল্যান্টিক মহাসাগরের এই সেই জায়গা—যেখানে ক্যাপ্‌টেন ডেন্‌হাম্ ৪২,০০০ হাজার ফুট্ দড়ি ফেলিয়াও জলের তলা পান নাই। তারপর ক্যাপ্‌টেন পার্কার্ আরো বেশী দড়ি ফেলিয়া অর্থাৎ ৯০,৮৪০ ফুট্ দড়ি ফেলিয়াও তলদেশ স্পর্শ করিতে পারেন নাই। নোটিলস্ এইবার বহু নিম্নে ডুবিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জাহাজ জলের ৪২,০০০

ফুট্ নিম্ন দিয়া চলিতে লাগিল; চারিদিকে সুদীর্ঘ পর্ব্বতের শ্রেণী চলিয়াছে; এই সকল পাহাড় অতি উচ্চ, কেহ কেহ দুই মাইল, তিন মাইল উচ্চ অর্থাৎ আরও দুই মাইল বা তিন মাইল ডুবিলে তবে তলদেশ পাওয়া যাইবে। চারিদিকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতশিখর! হিমালয় বা আণ্ডিস্ বা রকি পর্ব্বতের চেয়ে এই সকল পাহাড় ও পর্ব্বতশিখর কোন অংশে ছোট নহে।

এই সকল পর্ব্বতশ্রেণীর মাঝখান দিয়া অতি সাবধানে জাহাজ চলিতে লাগিল। তারপর নোটিলস্ আরো নিম্নে ডুবিতে লাগিল। ভয়ে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল! বুঝিলাম জাহাজের উপর জলের কি ভীষণ চাপ পড়িয়াছে! জাহাজ ভীষণবেগে নীচে নামিতে লাগিল; ইঞ্জিনের প্রচণ্ড শক্তির গুম্ গুম্ শব্দ; উপরের জলের চাপের দরুণ জাহাজের সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। জাহাজের ইস্পাতের পাতগুলি ঝন্ ঝন্ করিয়া শব্দ করিতে লাগিল। মনে হইল এখনি সমস্ত স্ক্রু ও প্যাঁচ খুলিয়া যাইবে। সুদীর্ঘ লোহার ডাণ্ডাগুলি বাঁকিয়া উঠিল; স্যালুনের জানালাগুলি ভিতরপানে ঠেলিয়া আসিতে লাগিল; সুকঠিন ইস্পাত নির্ম্মিত স্ক্রু, কব্জা, নাট্, বোল্ট্, খিল সমস্তই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। মাথার উপরে ছাদ দুম্ড়াইয়া নীচু হইয়া আসিতে লাগিল।

জাহাজ এই সমস্ত ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আরো নিম্নে

ডুবিতে লাগিল। পাহাড়ের উপর নানা রকম শামুক ও ঝিনুক রহিয়াছে ; তাহাদের পিঠের খোলা পাথরের মত পুরু ও শক্ত। অত নিম্নে আর কোন প্রাণী দেখিতে পাইলাম না। প্রায় ৫০,০০০ ফুট্ নীচে নামিয়া জাহাজ থামিয়া পড়িল। উজ্জ্বল ইলেক্‌ট্রিক আলোয় দেখিলাম চারিদিকে গ্র্যানাইট্ পাথরের স্তূপ চলিয়াছে, মাঝে মাঝে বড় বড় গহ্বর—সে সব যে কোথায় নামিয়া গিয়াছে তার ঠিকানা নাই। এক এক স্থানে চাতালের মত সুন্দর গ্র্যানাইট্ পাথরের রাস্তা বানানো রহিয়াছে। ভয়ে বিস্ময়ে আনন্দে মুগ্ধ হইয়া এই নূতন রাজ্যের অপরূপ শোভা দেখিতে লাগিলাম।

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "আর নীচে নেমে দরকার নাই, তা হলে জাহাজের ক্ষতি হ'তে পারে। এইবার উঠা যাক্। আপনি খুব সাবধানে নিজেকে চেপে ধরুন।"

ক্যাপ্‌টেনের এইরূপ সাবধান করার কারণ বুঝিলাম না ; কিন্তু তখনি ঘরের মেঝেতে আমি পড়িয়া গেলাম। জাহাজ তীরের মত উপরে উঠিতে লাগিল। সে কি ভীষণ প্রচণ্ড গতি ! জলরাশি ছিন্নভিন্ন করিয়া জাহাজ বেলুনের মত সোজা সোঁ-সোঁ-সোঁ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। সেই ৫০,০০০ ফুট্ জলরাশি ভেদ করিয়া উপরে উঠিতে জাহাজের ঠিক চারিমিনিট সময় লাগিল ; চারিদিকে প্রচণ্ড ঢেউ তুলিয়া জাহাজ জলের উপর ভাসিয়া উঠিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ক্যাশালট্‌দের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ

১৪ই মার্চ্চ। নোটিলস্ কেপ্ হর্ণের কাছাকাছি আসিল। অদূরে 'টিয়েরা ডেল্ ফিউগো' নামক দ্বীপের দৈত্য-সমান পর্ব্বতচূড়াগুলি মেঘের আড়াল হইতে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। জাহাজ ক্রমশঃ দ্বীপের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। দূর হইতে দেখিলাম সমুদ্রকূল বড়ই ভয়ঙ্কর; বালুময় তটভূমি বলিয়া কিছুই নাই; কেবল কাল কাল সু-উচ্চ পাহাড়গুলি খাড়াই ভাবে সমুদ্রের ভিতর নামিয়া গিয়াছে। এই সব পাহাড়ের তলদেশে আট্‌ল্যান্টিক ও য়্যান্‌টার্টিক মহাসাগরের ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শীতল ঢেউগুলি আসিয়া ভয়ঙ্কর শব্দে আছড়াইয়া পড়িতেছে। পাহাড়ের উপর ঘোর জঙ্গল; এই সব জঙ্গলে এমন গাছও আছে যাহাদের বয়স হাজার দু হাজার বৎসর। এইরূপ গাছ আমেরিকার ও আফ্রিকার জঙ্গলে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব জঙ্গলের মধ্যে আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ চালা বাঁধিয়া নির্ব্বিঘ্নে বসবাস করে। ইহারা সকলেই কাফ্রিজাতীয়, কিন্তু গায়ের রং তামাটে। বনের ভিতর হইতে প্রচুর ধূম উঠিতেছিল। বনবাসীরা হয় রান্না করিতেছে, না হয় আগুন পোহাইতেছে। এই ধূমরাশি দেখিয়া প্রাচীন স্প্যানিস্‌গণ দ্বীপটির নাম 'টিয়েরা ডেল্ ফিউগো' অর্থাৎ 'ধোঁয়ার দেশ' রাখিয়াছিল।

পৃথিবীতে এত দেশ দেখিয়াছি, কিন্তু এ রকম দেশ কোথাও দেখি নাই। ইহার পাহাড়-পর্ব্বত, গাছপালা, জলবায়ু সমস্তই স্বতন্ত্র। পাহাড়গুলি এত উঁচু যে, বরফে ঢাকিয়া আছে; গাছগুলি ভয়ঙ্কর দীর্ঘ, হাজার দেড় হাজার ফুট্ উঁচু।

দক্ষিণ দিক হইতে একটা ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা জোর বাতাস বহিতেছিল; সে শীতল বাতাসের স্পর্শে চারিদিক যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। দ্বীপের উপর রাশি রাশি কালো ঘন মেঘ জমিয়া রহিয়াছে; সে মেঘ বড় ভয়ঙ্কর; বুঝিলাম শীঘ্রই একটা ভয়ঙ্কর ঝড় উঠিবে। সে ঝড় এত ভয়ঙ্কর যে পর্ব্বতের উপরিস্থিত আল্‌গা শিলাখণ্ডগুলি পাহাড়ের গা বহিয়া গ্রামের উপর গিয়া পড়ে; তাহাতে অনেক বাড়ী ও লোকের প্রাণ নষ্ট হয়।

কি আশ্চর্য্য, জাহাজ কোথায় কেপ্ হর্ণ ঘুরিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়া পড়িবে, তাহা না করিয়া ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে চলিল। জাহাজ এ কোথায় চলিল? এ যে দেখ্‌ছি দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের দিকে জাহাজ চলিতেছে! সে যে জনমানব-পশুপক্ষী-বৃক্ষলতাহীন বরফের দেশ। ক্যাপ্‌টেন নিমো কি ক্ষেপিয়া উঠিলেন? নেডের সকল আশা বিলীন হইল, রাগে দুঃখে সে ফুলিতে লাগিল। বোধ করি বা এখনি ক্যাপ্‌টেনকে ধরিয়া মারিয়া বসিবে!

একদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, এই জাহাজে কত লোক আছে বল্‌তে পারেন?"

আমি বলিলাম, "প্রায় ষাট সত্তর জন।"

নেড্ বলিল, "তিনজনের পক্ষে বড্ড বেশী।" নেডের অবস্থা দেখিয়া আমার দুঃখ হইল। চিরকাল স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিয়া আজ তাহার বন্দীর দশা!

একটানা দিন কাটিতে লাগিল; লোক নাই, জন নাই; সমুদ্রবক্ষে কোন জাহাজ, কোন পাখী,—কোন কিছু দেখিতে পাইলাম না। এত যে জলজন্তু তাহারাও যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হইয়াছে। চারিদিকে জল, জল, জল;—জল আর জল—আর জল! প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল।

এই সময় একদিন জাহাজ হইতে এক মাইল দূরে এক ঝাঁক তিমিমাছ জলের উপর কালো কালো পিঠ ভাসাইয়া সাঁতার কাটিতেছে দেখিতে পাইলাম। নেডের কি আনন্দ! গ্রীন্ল্যাণ্ড্ ও বেরিং সাগরের তিমিমাছই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; কিন্তু ইহারাও তাহাদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ইহাদের মধ্যে এক একটা একশত ফুট্ দীর্ঘ দেখিতে পাইলাম। নেড্ গ্রীন্ল্যাণ্ড ও বেরিং সাগরে শত শত তিমি বধ করিয়াছে। আজ তিমি দেখিয়া তাহার হাত ছট্ফট্ করিতে লাগিল। যেন একটা অদৃশ্য হারপুন লইয়া সে হাতে ঘুরাইতে লাগিল।

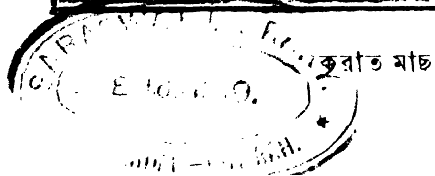
আমি বলিলাম, "নেড্, তিমি মার্তে যদি এতই ইচ্ছা হয়ে থাকে ত ক্যাপ্টেনের অনুমতি নিয়ে একবার চেষ্টা দেখো না।" আমার কথা শুনিয়া কন্সেল্ ছুটিয়া

ক্যাপ্‌টেনকে ডাকিতে গেল। ক্যাপ্‌টেন আসিয়া তিমিগুলি



তিমি

দেখিতে লাগিলেন। এক মাইল দূরে প্রায় এক কুড়ি তিমি জলের উপর খেলা জুড়িয়া দিয়াছে।



কুরাত মাছ

নেড্ বলিল—"ক্যাপ্টেন, দয়া করে আমাকে একবার তিমি মার্বার অনুমতি দেবেন ?"

ক্যাপ্টেন বলিলেন, "কেন নেড্, এদের মিছিমিছি মেরে কি লাভ ? আমাদের এখন ত তেল বা চর্ব্বির কোন দরকার নেই ।"

নেড্ বলিল, "তবে লোহিত সাগরে ডুগংটাকে মার্বার অনুমতি কেন দিয়েছিলেন ?"

ক্যাপ্টেন বলিলেন, "তখন নাবিকদের মাংস কম হয়ে এসেছিল, সেই জন্য ডুগং মার্তে বলেছিলাম। কোন দরকার নাই অথচ খেয়ালবশে এদের মিছিমিছি মারা আমি ভাল মনে করি না। এরা ভারী শান্ত, এরা মানুষের কখনো কোন ক্ষতি করে না, অথচ মানুষে এদের মেরে মেরে লোপ কর্বার চেষ্টা কর্ছে। ব্যাফিন্ উপসাগরের অত তিমি আর প্রায় দেখ্তে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে জগতে কত অতিকায় জন্তু ছিল, এখন সব লোপ পেয়ে গেছে। শুধু আছে এই তিমিমাছ, তাও মনে হয় শীঘ্র লোপ পেয়ে যাবে। তা ছাড়া এদের শত্রু ত কম নেই ; এদের শান্তশিষ্ট ও নির্ব্বোধ দেখে অন্যান্য জলজন্তু—যেমন ক্যাশালট্, খড়্গমাছ, করাতমাছ—এদের দেখ্তে পেলেই দল বেঁধে তাড়া করে, আর প্রায়ই মেরে ফেলে।"

ক্যাপ্টেনের কথাগুলি খুবই সত্য। মানুষের নিষ্ঠুর আনন্দের ফলে এই তিমিমাছ শীঘ্রই লোপ পাইবে। এই

সময় ক্যাপ্‌টেন দূরে সমুদ্রের বুকের উপর আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন,—"ঐ দেখুন, তিমির ভীষণ শত্রু আস্‌ছে। আট মাইল দূরে ঐ যে কালো কালো—কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছেন ?"

—"হাঁ, ক্যাপ্‌টেন, পাচ্ছি। কি বলুন দেখি ?"

—"ক্যাশালট্‌! বড় সাংঘাতিক জন্তু! এরা প্রায় দল বেঁধে থাকে; এক এক দলে দুশো তিনশো পর্য্যন্ত থাকে। এরা যেমনি হিংস্র তেমনি ভীষণ। মার্‌তে যদি হয় এদের মারা উচিত। তিমিদের প্রধান শত্রু হচ্ছে এরা; এদের শরীরের মধ্যে মুখ ও দাঁত সর্ব্বস্ব। এদের শরীর প্রায় পঁচাত্তর ফুট্‌ লম্বা হয়, তার মধ্যে মাথাটাই শরীরের তিন ভাগের একভাগ। এদের মুখের সাম্‌নে পঁচিশটা করে গজ-দাঁত আছে, প্রত্যেকটি আট ইঞ্চি লম্বা! এরা দেখ্‌তে অতি বিশ্রী!"

এই সময় ক্যাশালট্‌গুলি তিমিদের দেখিতে পাইয়া তাহাদের মারিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছিল। তাহারাই যে যুদ্ধে জয়লাভ করিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। তাহারা সংখ্যায় ঢের বেশী, তার উপর অমন ভীষণ দাঁত; আবার তিমিদের চেয়ে এরা জলের ভিতর আরো অনেকক্ষণ থাকিতে পারে। তাহারা তিমিদের খুব কাছে আসিয়া পড়িল।

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "তিমিদের যেমন করে হোক্‌ আমাদের বাঁচাতে হবে। চলুন, এইবার ক্যাশালট্‌দের সঙ্গে

আমাদের ভীষণ লড়্‌তে হবে। এদের উপর আমার এক ফোঁটা দয়া নাই।”

নোটিলস্ অতি সন্তর্পণে জলের ভিতর ডুব মারিল। কন্‌সেল্, নেড্ ও আমি স্যালুনের জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। ক্যাপ্‌টেন তাঁহার নাবিকদের দলে ফিরিয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে জাহাজের গতি ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

নোটিলস্ ক্যাশালট্‌দের মাঝে আসিয়া পড়িল। তখন তিমিদের সঙ্গে ক্যাশালট্‌দের ভীষণ লড়াই বাধিয়া গিয়াছে। প্রথমে নোটিলস্‌কে দেখিয়া ক্যাশালটের দল একটুও ভয় পাইল না; তাহারা তখন তিমি মারিবার উত্তেজনায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শীঘ্রই তাহারা বুঝিতে পারিল কি ভীষণ পদার্থ তাহাদের মধ্যে আসিয়াছে।

ক্যাশালটদের সঙ্গে নোটিলসের সে কি ভীষণ যুদ্ধ! ইঞ্জিন ঝমাঝম্ ঝমাঝম্ শব্দে চলিতেছে, আর নোটিলস্ কেবলি চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রচণ্ড বিক্রমে ক্যাশালট্‌দের আঘাত করিতেছে। ক্যাপ্‌টেন স্বয়ং ইঞ্জিন চালাইতেছেন। জাহাজ একদিক হইতে আর একদিকে কেবলি পাক খাইয়া ঘুরিতেছে। যে ক্যাশালট্ জাহাজের সাম্‌নে পড়িতেছে তাহা তৎক্ষণাৎ দুইখণ্ড হইয়া দুইদিকে ভাগ হইয়া যাইতেছে। ঐ একটা ভীষণ ক্যাশালট্ জাহাজের ঠিক সাম্‌নে! ঐ জাহাজ ছুটিয়া তাহার দেহের উপর পড়িল! ঐ যে তাহার দুইখণ্ড

দেহ থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছে! ঐ আর একটা, তারপর আর একটা! সাম্‌নে পড়িতেছে আর দুইখণ্ড হইয়া দুইদিকে কাঁপিতে কাঁপিতে ভাসিয়া যাইতেছে! সে কি ভীষণ যুদ্ধ! শত শত ক্যাশালট্ জাহাজের উপর তাড়া করিয়া আসিল। লেজের ও দাঁতের আঘাতে জাহাজের তক্তা ও কাঁচ ঝন্‌ঝন্ করিতে লাগিল। সে কি ভীষণ লড়াই! নিষ্ঠুর হত্যার আনন্দে ক্যাপ্‌টেন মাতিয়া উঠিলেন। উহাদের দ্বিখণ্ডিত দেহে সমুদ্রজল বোঝাই হইয়া উঠিল। জলের উপর সে কি ভীষণ শব্দ! ক্যাশালটের দল তখন ভয়ঙ্কর রাগিয়া উঠিয়াছে; তাহাদের হিস্‌হিস্ শব্দে ও ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল। সমুদ্রের শান্ত জলরাশি তাহাদের লেজের আঘাতে ফুলিয়া উঠিল; বড় বড় ঢেউ উঠিতে লাগিল। ঠিক এক ঘণ্টা ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিল। তারপর অবশিষ্ট ক্যাশালটের দল প্রাণের ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পালাইতে লাগিল।

সব চুপচাপ! সমুদ্রের উত্তাল জল আবার শান্ত হইল। চারিদিকে ক্যাশালটের শত শত দ্বিখণ্ড দেহ—উপরটা ঈষৎ নীল, তলাটা সাদা। কয়েক মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্রের জল ঘোর লোহিত বর্ণ ধারণ করিল। রক্তের সাগরে আমরা ভাসিতে লাগিলাম।

ক্যাপ্‌টেন ফিরিয়া আসিলেন। নেড্‌কে বলিলেন, "কি নেড্, কেমন দেখ্‌লে?"

নেড্ বলিল, "এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমি কখনো দেখি নাই। কিন্তু আমি কশাই নই, আমি শিকারী! আপনি যা কর্‌লেন তা শিকার নয়, সেটা কশাইএর কাজ।"

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "এরা বড ভয়ঙ্কর জন্তু, এদের এই-রকম করেই মার্‌তে হয়।"

এই সময় জাহাজ একটা তিমির কাছে আসিল। প্রকাণ্ড তিমি, কিন্তু মৃত; ক্যাশালট্‌দের দাঁতের আঘাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। মুখে একটা বাচ্চা ধরিয়া সেটা মরিয়া ভাসিতেছে। বাচ্চাটাও মরিয়া গিয়াছে। তিমিটা কাং হইয়া ভাসিতেছিল। জাহাজ কাছে যাইলে পর কয়েকজন নাবিক যাহা করিতে লাগিল তাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। তিমির মাই হইতে টানিয়া টানিয়া প্রচুর দুগ্ধ বাহির করিয়া পাত্রে পাত্রে ভরিতে লাগিল; তাহা ওজনে প্রায় ষাট মণ হইবে! ক্যাপ্‌টেন এক কাপ দুধ আমাকে খাইতে দিলেন; তাহা তখনও বেশ গরম রহিয়াছে। আমার খাইতে কিরূপ ঘৃণা হইতে লাগিল, কিন্তু খাইতে অনেকটা গরুর দুধের মত। উহা দ্বারা মাখম, পনির, ছানা প্রচুর পরি-মাণে প্রস্তুত হইয়া জাহাজের ভবিষ্যতের খোরাক করা রহিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বরফের দেশ

নোটিলস্ ক্রমাগত দক্ষিণমুখে চলিতেছে; জাহাজের গতি খুবই দ্রুত বলিতে হইবে। পঞ্চান্ন অক্ষরেখার নিকট আসিয়া আমরা জলের উপর বরফ ভাসিতে দেখিলাম। বেশী বড় নয়, ছোট ছোট বরফখণ্ড, কোনটা কুড়ি ফুট, কোনটা বা পঁচিশ ফুট দীর্ঘ। নেড্ উত্তর মেরুসাগরে তিমি মারিতে গিয়া এইরূপ অনেক বরফ ভাসিতে দেখিয়াছে; তাই সে ইহা দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত হইল না; কিন্তু কন্‌সেল্ ও আমি মুগ্ধের মত এইসব আইস্‌বার্গ (Iceberg) দেখিতে লাগিলাম। 'আইস্' মানে বরফ, 'বার্গ' মানে পাহাড়, অর্থাৎ বরফের পাহাড়। দেখিতে দেখিতে বড় বড় বরফের চাঁই দেখিতে পাইলাম। দিনের আলো এই সব বরফের উপর পড়িয়া লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, বেগুনে প্রভৃতি বর্ণে প্রতিফলিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রকাশ করিতেছিল। দক্ষিণ দিকে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম ততই আইস্‌বার্গের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।

এতক্ষণ সমুদ্রের পথ বেশ খোলাই ছিল, কিন্তু ষাট অক্ষরেখার কাছে আসিলে দেখিলাম পথ একেবারে বন্ধ। চারিদিকে বরফ জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে; অগ্রসর হইবার

এতটুকু পথ রাখে নাই। বিশাল মহাসাগরের অসীম জলরাশি যেন এইখানে শেষ হইয়াছে। অনেক খুঁজিয়া ক্যাপ্‌টেন নিমো বরফের মধ্যে দিয়া একটু সঙ্কীর্ণ পথ বাহির করিলেন; তাহার মধ্য দিয়া ক্যাপ্‌টেন অসীম সাহসভরে অকুতোভয়ে জাহাজ চালাইতে লাগিলেন। দুইধারে বরফের দেশ ধব্‌ধব করিতেছে। মৃত্যুর মত সে স্থান নিস্তব্ধ! গাছ নাই, পালা নাই,—কোথাও প্রাণের এতটুকু চিহ্নও দেখিতে পাইলাম না। বরফের চেয়ে বাতাস আরো শীতল বলিয়া মনে হইল। ফার্ নামক পোষাকে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ আবৃত; জাহাজের অভ্যন্তরভাগ ইলেক্‌ট্রিক ষ্টোভে দিনরাত গরম করিয়া রাখা হইতেছে; কিন্তু তবু শীতের প্রবল বিক্রম আমরা বেশ অনুভব করিতে লাগিলাম। এটা মার্চ্চ মাস, প্রচণ্ড গ্রীষ্মকাল। না জানি শীতকালে এখানে আসিলে কি-ই হইত!

দেখিতে দেখিতে আমরা শেট্‌ল্যাণ্ড ও সাউথ অর্কনের নিকটে আসিলাম। ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "এইখানে পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে সিল্ পাওয়া যাইত, কিন্তু তিমি-শিকারীর দল এখানে আসিয়া এদের বংশ ধ্বংস করিয়াছে।"

১৬ই মার্চ্চ আমরা দক্ষিণ মেরুরেখা পার হইলাম। ক্যাপ্‌টেন বরফের ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথা হইতে পথ খুঁজিয়া লইয়া জাহাজ চালাইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে বরফের দেশ ধূ ধূ করিতেছে। এদেশ ভগবানের সৃষ্টি, না

কোন মায়াবী যাত্নকরের তৈরী ? সেই দেশের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার হৃদয়-মন মুগ্ধ হইল। বরফের কত রকম আকৃতি ; কোথাও মন্দির হইয়া রহিয়াছে, কোথাও বা মসজিদ হইয়া রহিয়াছে, কোথাও যেন ঘরবাড়ী সব উল্টাইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ, কেবল বরফের সঙ্গে বরফের ধাক্কার শব্দ। কখনো বা বরফের স্তূপ ধ্বসিয়া যাইবার অতি ক্ষীণ শব্দ,—কোথাও বা বরফের মাঠ ডুবিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল, তাহার শব্দ। চলিতে চলিতে কখনো কখনো এমন হইতে লাগিল যে, সাম্নের পথ একেবারে বন্ধ, যাইবার এতটুকু রাস্তা নাই। কিন্তু ক্যাপ্টেন দমিবার পাত্র নহেন ; যেখানে পাত্লা বা জলীয় বরফ দেখিতে পাইলেন তাহার উপর প্রচণ্ড শক্তিতে জাহাজের ধাক্কা মারিতে লাগিলেন। বরফ চর্চর্ করিয়া ফাঁক হইয়া যাইতে লাগিল। এমনি করিয়া ক্যাপ্টেন ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পিছনে চাহিয়া দেখি, যে যে রাস্তা ধরিয়া আসিয়াছি তাহা প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দরুণ ইতিমধ্যেই জমাট্ বাঁধিয়া গিয়াছে।

এ কি ! শেষে বরফের দেশে আট্কা পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইবে ? জাহাজ প্রচণ্ড শক্তি বলে বরফ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে অগ্রসর হইতেছে ; জাহাজের ধাক্কা খাইয়া বরফের টুক্রা গুঁড়া হইয়া আকাশে উঠিতে লাগিল। জাহাজ কখনো

বরফের উপর ধাক্কা মারিয়া, কখনো কোন ফাঁকের মধ্যে চাড় দিয়া, ফাটাইয়া, ক্রমশঃ দক্ষিণমুখে চলিতে লাগিল। ঠাণ্ডায় আমরা হি হি করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। ব্যারো-মিটারে দেখিলাম শূন্য হইতে পাঁচ ডিগ্রি নীচে উত্তাপ নামিয়াছে। বিদ্যুতের যতদূর ক্ষমতা আমাদের গরমে রাখিয়াছে। ১৮ই মার্চ্চ তারিখে জাহাজ আর অগ্রসর হইতে পারিল না; পথ একেবারে বন্ধ! সাম্‌নে বড় বড় বরফের



পেট্রেল্ পাখী

পাহাড়। সে পাহাড় ভেদ করিয়া যাইবার শক্তি ত ক্ষুদ্র নোটিলসের নাই। সেই জায়গাটা ৫১° দ্রাঘিমা ও ৬৭° ৩৯' অক্ষরেখায় অবস্থিত।

এখন উপায়? চারিদিকে পথ বন্ধ; কেমন করিয়া এখান হইতে বাহির হওয়া যায়? চারিদিকে সাদা বরফের পাহাড়, মাঝখানে কালো নোটিলস্ বরফের সঙ্গে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। এ কয়েকদিন আমরা সূর্য্যের মুখ কেবল দুপুর বেলায় কয়েক মিনিটের জন্য দেখিতে পাইয়াছিলাম; এখানে সূর্য্যের সে প্রখরতা বা শক্তি নাই। চারিদিকে ঘোর নিস্তব্ধতা, কোন কিছুর এতটুকু শব্দ নাই: কেবল পেট্রেল্ ও পিউফিন্ পাখীর উড়িয়া যাইবার ফ্লাপ্ ফ্লাপ্



পিউফিন্ পাখী

শব্দ। সে কি ভীষণ শব্দ! তাহাতে যেন এতটুকু প্রাণের সজীবতা নাই। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সে শব্দটুকুও যেন জমাট বাঁধিয়া যাইতে লাগিল!

ক্যাপ্টেনের 'গা-জোয়ারী' ও নির্ব্বুদ্ধিতার ফল আমি এইবার বেশ হৃদয়ঙ্গম করিলাম। তিনি নিজেও মরিবেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও মারিবেন। এই সময় ক্যাপ্টেন

আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করা যায় এখন প্রফেসার ?"

আমি বলিলাম, "উপায় ত আমি কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "তবে কি বল্‌তে চান যে, এইখানে আমরা আট্‌কা পড়ে মারা যাব ?"

আমি বলিলাম, "তা ছাড়া আর কি বল্‌ব ?"

ক্যাপ্‌টেন এইবার বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া হঠাৎ গর্ব্বভরে বলিলেন, "ঐ ত প্রফেসার আপনাদের দোষ; আপনারা শুধু বিপদ্‌ ও কষ্ট ছাড়া আর কিছুই জানেন না। আমি বল্‌ছি নোটিলস্‌ যে কেবল নিজকে এই বরফ হ'তে ছাড়াতে পারবে শুধু তা নয়, ইচ্ছা কর্‌লে আরো দক্ষিণ দিকে এগুতে পারে।"

আমি অবাক্‌ হইয়া বলিলাম, "বলেন কি ? আরো দক্ষিণ দিকে যেতে পারেন আপনি ? না, তা একেবারে অসম্ভব !"

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "অসম্ভব কিছুই নয়, আমি ইচ্ছা কর্‌লে এখন সেই মেরুপ্রদেশের ঠিক মধ্যখানে গিয়ে উপস্থিত হ'তে পারি।"

বুঝিলাম এই অসমসাহসী মানুষটির পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। সকলেই জানেন, উত্তর মেরু অপেক্ষা দক্ষিণ মেরুর পথ আরো দুর্গম; উত্তর মেরু প্রদেশে অনেকে অনেকদূর

পর্য্যন্ত যাইতে পারিয়াছে, কিন্তু দক্ষিণ মেরু প্রদেশের ভিতর অবধি এ পর্য্যন্ত কেহই যাইতে পারে নাই।

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "আপনি ভাব্‌ছেন এ সব পথ আমার চেনা, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কখনো আমি এখানে আসি নাই, কিন্তু তবু একবার চেষ্টা করে দেখ্‌ব দক্ষিণ মেরুতে যেতে পারি কি না?"

ক্যাপ্‌টেনের কথা শুনিয়া আমিও একটু বিদ্রূপের স্বরে বলিলাম, "হাঁ হাঁ, তাই চলুন; এই দুইশত তিনশত ফুট্ উচ্চ বরফের পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ করে সোজা এগিয়ে চলুন।"

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "বরফের উপর দিয়ে যাব তা আপনাকে কে বল্‌লে? যদি যাই ত বরফের তলা দিয়ে যাব।"

আমি অতি বিস্ময়ে অস্ফুট চীৎকার করিয়া বলিলাম, "তলা দিয়ে? কি বল্‌ছেন আপনি, ক্যাপ্‌টেন?"

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "হাঁ তলা দিয়ে। আপনি জানেন বোধ হয়, এই বরফের তলদেশে যেমন সমুদ্র তেমনই আছে, কেবল উপরটা ঠাণ্ডার দরুণ বরফ হইয়া গিয়াছে। এও জানেন বোধ হয় যে, বরফ জলের উপর যতটুকু ভাসে তলায় তার তিনগুণ ডুবিয়া থাকে; বরফের একফুট্ যদি উপরে ভাসে, তবে তলায় তিনফুট্ ডুবে আছে বুঝ্‌তে হবে। এই বরফের পাহাড়গুলো তিনশত ফুট্ উচ্চ, অর্থাৎ তলায় নয়শত ফুট্ নীচু পর্য্যন্ত বরফ আছে, তার তলায় যেমন জল তেমনি জল আছে। এখন এই নয়শত ফুট্ বরফ

ভেদ করা নোটিলসের পক্ষে কি একেবারেই অসম্ভব, প্রফেসার ?”

আমি আনন্দের উত্তেজনায় মাতিয়া উঠিলাম, বলিলাম, “কিছু নয়, কিছু নয় !”

ক্যাপ্‌টেন ধীরভাবে কহিলেন, “শুধু একটা বাধা পড়্‌ছে, কতদিন জলের তলায় থাক্‌তে হবে তার ঠিক নেই, বাতাস যদি ততদিনে ফুরাইয়া যায়, শুধু এই ভয় হয়।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আর কি কোন বাধা আছে, ক্যাপ্‌টেন ?”

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, “হাঁ, আর এক্‌টা বাধা আছে। যতই দক্ষিণ দিকে যাব ততই ঠাণ্ডা বাড়্‌বে ; জলের তলা দিয়ে যেতে যেতে যদি এমন হয় যে সেখানকার সমুদ্রের জল সব বরফ হয়ে গেছে, তা' হ'লে কিন্তু প্রাণ নিয়ে আর ফির্‌তে পার্‌ব না।”

ক্যাপ্‌টেনের কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, “নোটিলসের সঙ্গে যে এক ভীষণ খড়্গ আছে সেটা ভুলে যাচ্ছেন কেন ক্যাপ্‌টেন ? স্কোটিয়া জাহাজের অমন দুর্দ্দশা ত নোটিলস্‌ই করেছিল। তেমন বিপদে পড়্‌লে সেই খড়্গ দিয়ে বরফ ভেদ করে কি আমরা উপরে ঠেলে উঠ্‌তে পারব না ?”

তারপর যাহা প্রধান কাজ তাহাই করা হইল, অর্থাৎ জাহাজে প্রচুর পরিমাণে বাতাস লওয়া হইল। বেলা চারিটার সময় শেষবারের মত বরফের দেশ দেখিয়া লইলাম।

ব্যারোমিটারে উত্তাপ তখন জিরো হইতে বারো ডিগ্রী নীচে। ঠাণ্ডা বাতাসে গায়ের রক্ত হিম হইয়া আসিতে লাগিল। তারপর দশজন নাবিক কুড়াল লইয়া বরফের উপর নামিয়া জাহাজের চারিদিকের বরফ কাটিতে লাগিল; কাজটা খুবই তাড়াতাড়ি করিতে হইল, কারণ একধার কাটিতে না কাটিতে আর একধার জমাট হইতে লাগিল। তারপর জাহাজ ক্রমশঃই চাড় দিয়া বরফ ভাঙ্গিয়া নীচে নামিতে লাগিল। নয়শত ফুট্ এইরূপ বরফ ভাঙ্গিয়া আমরা সমুদ্রজলে আসিয়া পড়িলাম; কিন্তু জাহাজ আরো নীচে নামিতে লাগিল—প্রায় ২,৪০০ ফুট্ নীচে নামিয়া চলিতে লাগিল। ব্যারোমিটারে পারদ তর্‌তর্ করিয়া উঠিয়া যাইতে লাগিল।

আমরা এখন ৬৭'' অক্ষরেখায় রহিয়াছি। ৯০'' অক্ষরেখায় দক্ষিণ মেরু। জাহাজ ঘণ্টায় ছাব্বিশ মাইল বেগে চলিতে লাগিল, অর্থাৎ এইরূপ বেগে চলিলে আর চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা দক্ষিণ মেরুতে গিয়া উপস্থিত হইব। ইলেক্‌ট্রিক আলোয় সমুদ্রজল আলোকিত; স্যালুনে বসিয়া সমুদ্র দেখিতে লাগিলাম, একটা মাছ বা কোন প্রকার জলজন্তু চোখে পড়িল না।

পরদিন ১৯শে মার্চ্চ। জাহাজের গতি অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে; বুঝিলাম জাহাজ এখন উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। হঠাৎ একটা ভীষণ ধাক্কার শব্দ, বরফের সঙ্গে

নোটিলসের ধাক্কা লাগিল। আমার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। নোটিলসের পিঠের উপর তিনহাজার ফুট্ বরফ; সে বরফ ভেদ করিবার ক্ষমতা নোটিলসের নাই। জাহাজ আরো দক্ষিণে চলিতে লাগিল। আবার সেইরূপ ধাক্কা, পিঠের উপরের বরফ দুই হাজার ফুট্ উচ্চ। আরো খানিকক্ষণ চলিবার পর আবার একটা ধাক্কা, বরফ ঠিক দেড়হাজার ফুট্ উচ্চ। এইরূপ ধাক্কা মারিতে মারিতে জাহাজ চলিতে লাগিল। বুঝিলাম বরফ ক্রমশঃই পাত্‌লা হইয়া আসিতেছে। 'সমস্তদিন কাটিয়া গেল; রাত্রে ভাবনায় ভাল ঘুম হইল না। পরদিন ভোরে ঘুম হইতে উঠিয়াছি, ক্যাপ্‌টেন ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন, বলিলেন, "সমুদ্রের পথ পরিষ্কার।"



চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

দক্ষিণ মেরু

দক্ষিণ মেরু! ছাদের উপর ছুটিয়া গেলাম। কি সুন্দর! কি সুন্দর! বরফের দেশের পরে যে এমন সুন্দর রাজ্য লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়াছিল, তাহা কে জানিত? চতুর্দ্দিকে নির্ম্মল, স্তব্ধ সমুদ্রজল; মাঝে মাঝে দুই একটা বরফখণ্ড ভাসিতেছে। জলে অসংখ্য মাছ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে; ইহাদের গায়ের রং ঘোর নীল; আকাশে হাজার হাজার পাখী উড়িয়া বেড়াইতেছে। এ যেন চির-বসন্তের রাজ্য। উত্তরদিকে চাহিয়া দেখিলাম, দূরে বহুদূরে অতি আবছা কুয়াশার মত অস্পষ্টভাবে বরফের দেশ দেখা যাইতেছে।

দশ মাইল দক্ষিণে একটি নির্জ্জন দ্বীপ দেখিতে পাওয়া গেল। সেইদিকে জাহাজ চলিতে লাগিল; এক ঘণ্টার মধ্যে দ্বীপের নিকট পৌঁছাইয়া জাহাজ দ্বীপটাকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল। ছোট দ্বীপ, ইহার পরিধি মাত্র পাঁচ মাইল। দ্বীপের পর একটি ছোট্ট খাল; খালের ওপারে বিস্তৃত মহাদেশ পড়িয়া রহিয়াছে।

জাহাজ হইতে নৌকা নামানো হইল। তাহাতে

ক্যাপ্‌টেন, দুইজন নাবিক, কন্‌সেল্‌ ও আমি গিয়া চড়িলাম। নেড্‌ রাগ করিয়া আসিল না। বেলা তখন দশটা। মিনিট কয়েক পরে নৌকা দ্বীপের কাছে আসিয়া পড়িল। কন্‌সেল্‌ নৌকা হইতে লাফ দিয়া দ্বীপের উপর পড়িতে যাইতেছিল, আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, "কন্‌সেল্‌, থামো, থামো।"

তারপর ক্যাপ্‌টেনকে সম্বোধন করিয়া আমি বলিলাম, "ক্যাপ্‌টেন, এই দ্বীপের উপর প্রথম পা দিবার সম্মান আপনারই প্রাপ্য; আপনি আগে নামুন।"

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "হাঁ প্রফেসার, এই দ্বীপে এ পর্য্যন্ত কোন মানুষ পদার্পণ করে নি, আমিই প্রথম।" এই বলিয়া তিনি নৌকা হইতে দ্বীপের উপর লাফাইয়া পড়িলেন। আমরা নৌকায় বসিয়া রহিলাম। ক্যাপ্‌টেন খানিকটা গিয়া একটা ছোট্ট পাহাড়ের উপর উঠিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। তারপর তিনি আমাদের ডাকিলেন; আমি ও কন্‌সেল্‌ দ্বীপের উপর নামিলাম; নাবিক দুটি নৌকার উপর রহিল। দ্বীপের মাটির রং ঈষৎ লাল্‌চে; পাথুরে মাটি বলিয়া মনে হইল; একটা ফাটল হইতে গন্ধকের ধোঁয়া উঠিতেছে। এই সব লক্ষণ দেখিয়া বুঝিলাম এই দ্বীপটি অগ্ন্যুৎপাতের দরুণ জন্মলাভ করিয়াছে। দ্বীপের উপর কয়েক প্রকার শাক ও লতা জন্মাইয়া রহিয়াছে। দেখিলাম, চারিধারে রঙ-বেরঙের প্রজাপতি উড়িয়া

বেড়াইতেছে। জলের ধারে অসংখ্য মাছরাঙা পাখী, জেলি-ফিস্ ও তারামাছ দেখিতে পাইলাম। আকাশে হাজার হাজার পাখী উড়িয়া বেড়াইতেছে ; তাহাদের চীৎকার ধ্বনিতে আমাদের কান ঝালাপালা হইতে লাগিল। পাহাড়ের উপর অসংখ্য পাখী বসিয়া রহিয়াছে, আমাদের দেখিয়া উড়িয়া



মাছরাঙা পাখী

পলাইল না। তাহাতেই বুঝিলাম ইহারা মানুষ কখনে দেখে নাই। পাখীদের মধ্যে পেঙ্গুইন্ পাখীই সর্ব্বাপেক্ষ বেশী। পেঙ্গুইন্ পাখী দেখিতে খুব বড়, ইহাদের শরী যথেষ্ট ভারী, ডানাগুলি ছোট ছোট। তাহাদের চোখমুখে ভাব বড়ই গম্ভীর ; গলার স্বর অতি কর্কশ। আকা অনেক য়্যাল্‌ব্যাট্রস্ উড়িতেছে দেখিতে পাইলাম ; দূর

মত ইহাদের গায়ের রং; ডানা ছড়াইলে ইহাদের এক ডানা হইতে আর এক ডানার দৈর্ঘ্য চৌদ্দ ফুট্। বৃহদাকার পেট্রেল্ ও হাঁসের মত একরকম পাখী দেখিলাম। এই পেট্রেল্ পাখীর দেহের মধ্যে তৈলের ভাগ এত অধিক যে



জেলি-ফিস্ ও তারামাছ

ইহাদের আগুনে ধরিতে না ধরিতেই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে। স্লেট্ রঙের একরকম রাজহাঁস দেখিলাম, তাহাদের গলার স্বর অবিকল গাধার স্বরের মত!

চারিদিকে কুয়াশা; বেলা ১১টা বাজিয়া গেল তবু সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাইলাম না। এটাই যে দক্ষিণ

মেরু ক্যাপ্‌টেন নিমো তাহা চট্ করিয়া বিশ্বাস করিতে



পেঙ্গুইন্ পাখী

পারিলেন না। সঙ্গে তিনি যন্ত্রপাতি সবই আনিয়াছেন, কেবল

সূর্য্যের অভাবে কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। বেলা দুইটা বাজিয়া গেল তবু সূর্য্যদেবের দেখা নাই। "কাল হইবে",—বলিয়া ক্যাপ্‌টেন আমাদের লইয়া জাহাজে ফিরিলেন। সমস্ত দিন কুয়াশা জোট পাকাইয়া রহিল ও মাঝে মাঝে বরফ পড়িতে লাগিল।

পরদিন সমস্ত দিন ধরিয়া বরফ পড়িতে লাগিল। এত ভীষণ ঠাণ্ডা পড়িল যে জাহাজ হইতে বাহির হওয়া অসম্ভব হইল।

তৎপরদিন বরফ পড়া থামিয়া গেল। ক্যাপ্‌টেন নিমোকে দেখিতে পাইলাম না। কন্‌সেল্‌ ও আমি নৌকায় চড়িয়া সেই মহাদেশটি দেখিবার জন্য বাহির হইলাম।



য়্যাল্‌বাট্রস্‌

ডাঙ্গার উপর নামিয়া দেখি এখানেও অসংখ্য পেঙ্গুইনের দল। সিল্‌মাছও অসংখ্য দেখিলাম, কেহ বা ডাঙ্গার উপর

শুইয়া রহিয়াছে, আবার কেহ কেহ জলের উপর সাঁতার কাটিতেছে। সিল্‌মাছগুলি এক একটি সংসার লইয়া বেশ নির্ভয়ে মাটির উপর শুইয়া রহিয়াছে। বাচ্চাগুলি আশেপাশে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, কেহ বা মা'র মাই খাইতেছে, বাপ গম্ভীরভাবে নিজের বাচ্চাগুলি ও স্ত্রীর উপর প্রখর



সিলমাছ

দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়া রহিয়াছে। একরকম জলহস্তী দেখিতে পাইলাম, তাহারা দৈর্ঘ্যে বত্রিশ ফুট্ ও প্রস্থে বিশ ফুট্। ইহারা চট্ করিয়া কাহারও অনিষ্ট করে না, খুব শান্ত

বলিতে হইবে; কিন্তু বাচ্চাদের শত্রুর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহারা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে।

এই সময় ষাঁড়ের ডাকের মত শব্দ কানে আসিল; একটা পাহাড়ের আড়ালে দুইটা মস্ ভীষণ লড়াই বাধাইয়া দিয়াছে। এই স্থানে অনেক মস্ দেখিতে পাইলাম, ইহাদের গলার ডাক ঠিক গরুর মত; দৈর্ঘ্যে ইহারা তেরো ফুট্; গায়ের রং ঈষৎ হল্‌দে, শরীরে যথেষ্ট লোম আছে। কিছুক্ষণ পরে আমরা জাহাজের দিকে ফিরিলাম।

ফিরিবার পথে দেখি ক্যাপ্‌টেন নিমো সেই দ্বীপের উপর নামিয়া যন্ত্রপাতি লইয়া কি সব করিতেছেন। দুপুর বেলা সূর্য্যের আভা ঈষৎ দেখা গেল, কিন্তু সূর্য্যদেব দেখা দিলেন না। আজ ২০শে মার্চ্চ; কাল ২১শে অর্থাৎ equinox; সূর্য্যদেব কাল শেষ দেখা দিয়া ছয় মাসের জন্য আর দেখা দিবেন না। এই মেরুপ্রদেশের গতিই এই। তার পরদিন হইতে ভয়ঙ্কর মেরু-রাত্রি আরম্ভ হইবে। ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, 'আজও সূর্য্য দেখা দিল না; কাল দেয় ত ভাল, নচেৎ ছয় মাস আর আমার হিসাব করবার সুবিধা হবে না।" সকলে জাহাজে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন ভোরে পাঁচটার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া দেখি আকাশের অবস্থা ভালই বলিতে হইবে। রাত্রিকালে জাহাজ আরো কয়েক মাইল দক্ষিণ দিকে আসিয়াছে। বেলা নয়টার সময় আমরা সেই

মহাদেশের উপর নামিয়া পড়িলাম। ক্যাপ্‌টেন নিমো যন্ত্রপাতি ঠিক করিয়া সূর্য্যের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বেলা বারোটার সময় আকাশের মাঝখানে একটা লাল ভাঁটারমত অস্পষ্ট ভাবে সূর্য্য দেখা দিল। ক্রনোমিটারের কাচ সূর্য্যের তলায় ধরিয়া তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া কি দেখিতে লাগিলেন। তারপর গম্ভীরস্বরে ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "দক্ষিণ মেরু! দক্ষিণ মেরু!" .

কাচটার উপর চাহিয়া দেখি সূর্য্যের প্রতিবিম্ব আকাশের মাঝখানে ঠিক দুইভাগে বিভক্ত হইয়া কাঁচের উপর পড়িয়াছে।

তারপর আমার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "আজ আমি, ক্যাপ্‌টেন নিমো, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ তারিখে এই দক্ষিণ মেরুর নব্বই ডিগ্রি অক্ষরেখার নিকট পৌঁছাইয়া এই মহাদেশ,—যাহা পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশগুলির ছয়ভাগের একভাগ—তাহা অধিকার করিলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কার নামে অধিকার করছেন, ক্যাপ্‌টেন?"

—"আমার নামে!" এই বলিয়া একটি কৃষ্ণবর্ণ পাতাকা খুলিয়া (তাহার মাঝে স্বর্ণাক্ষরে একটি 'N' লিখিত) সেই মহাদেশের উপর প্রোথিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে সূর্য্য অদৃশ্য হইয়া গেল। ছয় মাসের জন্য মেরু-প্রদেশে ভীষণ অন্ধকার নামিয়া আসিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভয়ঙ্কর বিপদ

পরদিন ২২শে মার্চ্চ। সকাল ছ'টার সময় ফিরিবার যোগাড় হইতে লাগিল। ভীষণ ঠাণ্ডা; জলের উপরে আইস্-বার্গের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। আকাশে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিশিখা; ইহা দক্ষিণমেরুর সেই বিখ্যাত সপ্তর্ষি বা 'পোলার্ বিয়্যার্'। নিম্নে তুষারাচ্ছন্ন ভূমির উপর উহা এক অপূর্ব্ব রামধনুর শোভা উৎপাদন করিতে লাগিল। পাখীর সংখ্যা ঢের কমিয়া গিয়াছে; সিল্‌মাছ ও মর্স গুলি নির্ভয়ে সেই তুষারের উপর শুইয়া রহিয়াছে। তুষারপাতে ও কুয়াঁশায় চারিদিক ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া আসিল।

নোটিলস্ জলের তলায় ডুবিতে আরম্ভ করিল। প্রায় একহাজার ফুট্ নিম্নে নামিয়া জাহাজ ঘণ্টায় পনের মাইল বেগে উত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিল। উপরে সেই বিশাল বরফের স্তূপ, তাহার তলা দিয়া জাহাজ চলিতে লাগিল। রাত যখন তিনটা, তখন এক ভীষণ ধাক্কায় ও করুণ আর্ত্তনাদে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিছানার উপর উঠিয়া বসিতে না বসিতে ছিট্‌কাইয়া ঘরের মেঝেয় পড়িয়া গেলাম; চারিদিকের যত জিনিষপত্র হুড়্‌মুড়্ করিয়া

পড়িতে লাগিল। নোটিলস্ কাহার সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া যেন এক অদৃশ্য শক্তিবলে উল্টাইয়া উপর দিকে ছিট্‌কাইয়া গেল। অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে স্যালুনে গিয়া দেখি আলো জ্বলিতেছে; সমস্ত জিনিষপত্র উল্টাইয়া পড়িয়াছে; দেওয়ালের ছবিগুলি সোজাভাবে ঝুলিতেছিল, এখন ট্যার্‌চাভাবে ঝুলিতেছে। নোটিলস্ একেবারে কাৎ হইয়া উল্টাইয়া গিয়াছে।

স্যালুনে ক্যাপ্‌টেনকে দেখিতে না পাইয়া পাইলটের ঘরে গিয়া ক্যাপ্‌টেনকে দেখিতে পাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে ক্যাপ্‌টেন?"

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "ভয়ঙ্কর বিপদ হয়েছে।" তাঁহার মুখ-চোখ ভয়ে পাংশুবর্ণ, গলা শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, "জাহাজ চালানোর দোষে যে এই বিপদ ঘটেছে তা নয়। জাহাজ বরফের তলা দিয়া ঠিকই যাচ্ছিল, এমন সময় এক বিশাল বরফের স্তূপ,—একটা পর্ব্বত বল্‌লেও চলে,—ধ্বসিয়া জলের তলায় ডুবিয়া একেবারে উল্টাইয়া পড়ে। গরম জলের স্পর্শে মাঝে মাঝে এই রকম বরফের স্তূপ ধ্বসিয়া গিয়া উল্টাইয়া যাওয়ার দরুণ জাহাজকেও সঙ্গে করিয়া উপরে তুলিয়া ধরে। জাহাজ এখন তাই কাৎ হয়ে অচল হয়ে রয়েছে।"

গরম জলের প্রভাবে সেই বিশাল বরফের স্তূপ ক্রমশঃই কাৎ হইয়া উল্টাইয়া যাইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে নোটিলস্‌কেও

উপরে তুলিয়া ধরিতেছিল। দেখিতে দেখিতে জাহাজ জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখি চতুর্দ্দিকে বরফের পাহাড় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে কি ভয়ঙ্কর, কি সুন্দর! যতদূর চোখ যায় কেবল নগ্ন শুভ্র ধব্‌ধবে বরফের পাহাড়। মাঝখানে আমরা বন্দী হইয়া রহিলাম। জাহাজ যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেখানে একটুখানি জল, আর চারিদিকেই বরফের স্তূপ। তখন ভোর পাঁচটা। জাহাজ পিছন ফিরিয়া চলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু খানিকটা গিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। তারপর এক জায়গায় একটুখানি ফাঁক দেখিতে পাইয়া তাহার মধ্যে প্রায় ৯০০ শত ফুট্ ডুবিয়া জাহাজ পুনরায় দক্ষিণমুখে চলিতে লাগিল। কিন্তু আবার এক ভীষণ ধাক্কা! জমাট বরফে পথ একেবারে বন্ধ!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে অদ্ভুতভাবে রক্ষা

সেই বিশাল বরফের দেশের নয়শত ফুট্ তলায় আমরা বন্দী হইয়া রহিলাম। চারিদিকেই বরফ; আশেপাশে তলায় উপরে সর্ব্বত্রই বরফ। বুঝিলাম মরণ এইবার নিশ্চিত। ক্যাপ্টেন আমাদের সকলকে জড় করিয়া ভয়বিহ্বল কম্পিতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "এতদিন সমস্ত বিপদ আমি কাটিয়ে এসেছি, কিন্তু আজ আমাদের মরণ একেবারে নিশ্চিত। হয় বরফের দল জাহাজকে পিশে ফেলে আমাদের হত্যা কর্‌বে, তা না হয় ত ক্রমশঃ বাতাসের অভাবে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আমাদের মর্‌তে হবে। জাহাজে যা খাবার আছে, তা এখন অনেকদিন চল্‌বে; কিন্তু বাতাস যা আছে তা'তে ঠিক আর আটচল্লিশ ঘণ্টা চল্‌বে, তারপর দম বন্ধ হয়ে মর্‌তে হবে। মাথার উপরকার নয়শত ফুট্ উচ্চ বরফের স্তূপ ভেদ করিয়া উঠা নোটিলসের পক্ষে একবারে অসম্ভব।

আমি বলিলাম, "আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় ত আমাদের হাতে রয়েছে, এর মধ্যে কি আমরা কোন রকমে পালাবার পথ করে নিতে পার্‌ব না?"

ক্যাপ্টেন হতাশের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "চেষ্টা কর্‌তে কসুর কর্‌ব না প্রফেসার, তারপর ভগবানের দয়া।

এখন একটা উপায় আছে, সবাই মিলে যদি বরফের উপর নেমে কুড়ুল নিয়ে এই বরফ কাট্‌তে থাকি তা'হলে বাঁচ্‌লেও বাঁচ্‌তে পারি।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু সেটা কি সম্ভব হবে ক্যাপ্‌টেন ?"

ক্যাপ্‌টেনের কথা শুনিয়া নেড্‌ তখনি এক বিশাল কুড়ুল হস্তে প্রস্তুত হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে জাহাজের কয়েক জন নাবিক কুড়ুল হাতে বরফের উপর নামিয়া পড়িল। মাথার উপরকার বরফের স্তর কাটা অসম্ভব, তাই ক্যাপ্‌টেনের হুকুম মত সকলে জাহাজের চারিপাশের বরফ কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জাহাজের চারিপাশে বরফের মধ্যে এক বিশাল গহ্বর কাটা হইল। এক একটা বরফের চাঁই কাটা হইতেছে আর তখনই সেটা উপরে ভাসিয়া উঠিতেছে। দুই ঘণ্টা কাজ করিবার পর নেড্‌ একান্ত ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল; তখন আমি ও কন্‌সেল্‌ কুড়ুল হাতে করিয়া বরফের উপর নামিয়া পড়িলাম। সে কি ভীষণ ঠাণ্ডা; কিন্তু কুড়ুল চালাইতে চালাইতে শরীর গরম হইয়া উঠিল। দুই ঘণ্টা বরফ কাটিবার পর আমরাও ক্লান্ত হইয়া জাহাজে ফিরিয়া আসিলাম। জাহাজে যে তখন বিষাক্ত কার্‌বনিক এ্যাসিড্‌ গ্যাস জমিয়াছে তাহা বেশ বুঝিলাম।

বারো ঘণ্টা খুঁড়িবার পর ক্যাপ্‌টেন হিসাব করিয়া দেখিলেন যে এইরূপে অনবরত পাঁচ রাত্রি চার দিন বরফ

কাটিলে তবে বরফের স্তর শেষ হইবে। পাঁচ রাত্রি চারি দিন! ওদিকে জাহাজের মধ্যে আর দুই দিনেরও বাতাস নাই। মরণের ছায়া চোখের সাম্‌নে ঘনাইয়া আসিল। শেষে কি এই বরফের ভিতর সমাধি লাভ হইবে!

কিন্তু নাবিকের দল অবিচলিতভাবে বরফ কাটিতে লাগিল। তাহাদের ধৈর্য্য ও মনের শক্তি দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। সমস্ত. রাত বরফ কাটা হইতে লাগিল। পরদিন ভোরে উঠিয়া দেখি বিপদ আরও ভয়ঙ্কর। একদিকে বরফ অনেক কাটা হইয়াছে, কিন্তু আর একদিকের গহ্বর পুনরায় বরফে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। তখন দুইদিকে লোক ভাগ করিয়া নূতন উদ্যমে বরফ কাটা হইতে লাগিল। সমস্ত দিন ধরিয়া আমরা বরফ কাটিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার সময় জাহাজে ফিরিয়া আসিয়া দেখি অক্সিজেন প্রায় সমস্ত ফুরাইয়া আসিয়াছে, কার্‌বনিক এ্যাসিড্‌ গ্যাসে জাহাজ পরিপূর্ণ। দম লইতে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল; বুকের উপর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া দম লইতে লাগিলাম। সে যে কি ভয়ঙ্কর রাত্রি তা আমি বর্ণনা করিতে পারিব না।

পরদিন ভোরে কুড়ুল লইয়া আবার বরফ কাটিতে গেলাম। মাঝে মাঝে হাত হইতে কুড়ুল পড়িয়া যাইতে লাগিল; আবার কুড়ুল লইয়া মরিয়া হইয়া, প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া বরফ কাটিতে লাগিলাম। হাতের ছাল ছিঁড়িয়া যাইল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিলাম না। নাবিকদের

এত পরিশ্রম সমস্তই বিফল হইল; আসল কাজ কিছুই হইল না।

তখন ক্যাপ্টেনের মাথায় এক নূতন বুদ্ধি আসিল। তিনি বলিলেন, "এই রকম বরফ কেটে পথ খোলাসা করা নেহাৎ অসম্ভব; উপরন্তু এতে একটা ভয়ঙ্কর বিপদ হতে পারে। এই রকম বরফ কাট্‌তে কাট্‌তে যদি একটা উপরের স্তর নেমে আসে তা হলে নোটিলস্ পিষে একেবারে চেপ্টা হয়ে যাবে। আর একটা নূতন উপায় আমার মাথায় এসেছে, তা'তে বোধ হয় কৃতকার্য্য হতে পার্‌ব।"

আমি আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি, ক্যাপ্টেন ?"

ক্যাপ্টেন বলিলেন, "গরম জলের ঝর্ণাধারা এই বরফের উপর অনবরত ফেল্‌লে পরে হয়ত বরফের স্তূপ ক্রমশঃ আমাদের পথ ছেড়ে দিতে পারে।"

আমি বলিলাম, "সেই ঠিক।"

তখনি সমুদ্রের শীতল জল পাম্পে করিয়া তুলিয়া জাহাজের ইলেকট্রিক চুল্লিতে গরম করা হইতে লাগিল। জল অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে পর পাম্পে করিয়া বরফের উপর সজোরে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। এই রকম সমস্ত দিন সমস্ত রাত করা হইল।

পরদিন ২৭শে মার্চ্চ। ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি চারিদিকের পথ অনেকদূর পর্য্যন্ত পরিষ্কার হইয়াছে, কিন্তু বরফের

পরিমাণ এখনও যথেষ্ট। জাহাজের ভিতরকার বাতাসের অবস্থা পূর্ব্ব দিন অপেক্ষা আজ আরো ভয়ঙ্কর। বুকের উপর যেন হাজার মণ পাথর কে চাপিয়া ধরিয়াছে। নিশ্বাস লইতে ভয়ঙ্কর কষ্ট হইতে লাগিল। শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইল। হাই তুলিয়া হাই তুলিয়া চুয়াল ব্যথা হইয়া গেল। তবু কুড়ুল লইয়া শেষ বারের মত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। হাত কন্‌কন্ করিতে লাগিল, মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া উঠিল। জাহাজে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন মাতালের মত টলিতে লাগিলাম। গলার ভিতর কিসের ঘর্‌র ঘর্‌র শব্দ হইতে লাগিল।

ক্যাপ্‌টেন নিমো যখন দেখিলেন কুড়ুলে আর গরম জলে কিছুই ফললাভ হইতেছে না, তখন আর এক ভয়ঙ্কর মতলব তাহার মাথায় আসিল। মৃত্যুকে সাম্‌নে নিশ্চিত দেখিলে লোকে যেরূপ মরিয়া হইয়া অসম্ভব কাণ্ড করিয়া বসে, এও সেইরূপ। ক্যাপ্‌টেন হিসাব করিয়া দেখিলেন উপরের বরফের স্তূপ আর বেশী মোটা নাই, খুবই পাত্‌লা হইয়া আসিয়াছে। তখন নোটিলস্‌কে তুলিয়া বরফের তলায় উপরদিকে ঠেলিয়া চাপ মারিতে লাগিলেন। জাহাজের ইঞ্জিন প্রবলবেগে চলিতে লাগিল, কিন্তু বরফের স্তূপ একটুও নড়িল না। জাহাজের গতি আরো বাড়ানো হইল; নোটিলস্ প্রচণ্ড বিক্রমে বরফের তলায় চাপ মারিতে লাগিল; কিন্তু কিছুই হইল না। তখন ক্যাপ্‌টেন স্বয়ং কল চালাইতে

লাগিলেন ; বরফের উপর যে চাপ দেওয়া হইতে লাগিল, সেই শক্তির ওজন ১৮০০ টন বা ৪৮৬০ মণ। সে প্রচণ্ড শক্তি বরফের স্তর সহিতে পারিল না। একটা ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া ছেঁড়া কাগজের মত বরফ দুইভাগ হইয়া গেল। উপরে উঠিতেই নির্ম্মল বাতাসের গুণে আমাদের যেন নবজীবন লাভ হইল।

নোটিলস্ তখন অসম্ভব গতিভরে উত্তর অভিমুখে ছুটিতে লাগিল। ঘণ্টায় প্রায় চল্লিশ মাইল বেগে জাহাজ চলিতে লাগিল। সাম্‌নে যে সব বরফের স্তর পড়িতে লাগিল তাহা ছিন্নভিন্ন করিয়া নোটিলস্ লড়াইএর খ্যাপা হাতীর মত প্রচণ্ডবেগে সাম্‌নে ছুটিয়া চলিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আমাজন নদী—ভগবানের আশ্চর্য্য সৃষ্টি

উপরে উঠিয়া আমরা সকলে আশ মিটাইয়া বাতাস খাইতে লাগিলাম। সে যে কত মিষ্ট, কত মধুর, তাহা বলিতে পারি না। বাতাস যে মানবজীবনে কত প্রয়োজনীয় বস্তু তাহা সেইদিন মনে মনে অনুভব করিলাম।

জাহাজ সোজা উত্তর দিকে চলিতেছে। কিন্তু ক্যাপ্‌টেন এখন আমাদের কোন্ দিকে লইয়া যাইবেন? প্রশান্ত মহাসাগরে না আট্‌ল্যাণ্টিক মহাসাগরে? খুব সম্ভব তিনি এখন প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দিবেন, কারণ তাহা হইলে পৃথিবীর চারিদিকে তাঁহার ঘোরা হইল। কিন্তু এই খাম-খেয়ালী লোকটির সম্বন্ধে কোন কথা কিছুই নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

৩১শে মার্চ্চ তারিখে আমরা মেরু-রেখা (Polar circle) পার হইলাম; তারপর জাহাজ পুনরায় আমেরিকার কেপ্ হর্ণের দিকে চলিল। আবার মানবজগতে ফিরিয়া আসিতেছি ভাবিয়া মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশার আলোকে নেডের চোখমুখ পুনরায় আলোকিত হইয়া উঠিল। সমস্ত দিন ক্যাপ্‌টেনকে একবারও দেখিতে পাইলাম না।

পরদিন ১লা এপ্রিল। দুপুরবেলা পশ্চিম দিকে ডাঙ্গা দেখিতে পাইলাম। এটা 'টিয়েরা ডেল্ ফিয়োগো'; এই

দ্বীপটি স্পানিশ্‌গণ যখন প্রথম আবিষ্কার করে, তখন এই দ্বীপবাসী অসভ্য লোকদের কুটীর হইতে প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া উঠিতে দেখিয়া ইহার নাম রাখে 'ধোঁয়ার দেশ'; এই দ্বীপটি বড় বড় পাহাড় ও ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এইখানে নোটিলস্‌ জলের তলায় ডুবিয়া চলিল; জলের ভিতর সুদীর্ঘ জলীয় ঘাস দেখিতে পাইলাম, এক একটি ঘাস দৈর্ঘ্যে নয়শত ফুট্‌! এই ঘাসগুলি এত মোটা ও শক্ত যে বড় বড় নৌকা অনায়াসে বাঁধিয়া রাখা যায়। এই ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে অসংখ্য কাঁকড়া, মোচাচিংড়ী, মোলস্ক্‌ বাসা করিয়া আছে; সিল্‌ ও অটার নির্ভয়ে এই ঘাসের মধ্যে চলিয়া বেড়াইতেছে।

ফক্‌ল্যাণ্ড দ্বীপের নিকট জাহাজ একবার হাওয়া লইবার জন্য ভাসিয়া উঠিল; তারপর পুনরায় ডুবিয়া আমেরিকার উপকূল চাপিয়া চলিতে লাগিল। ৩রা এপ্রিল প্যাটাগোনিয়া পিছনে ফেলিয়া রাইও-ডে-প্লাতার সুপ্রশস্ত মোহনার নিকট জাহাজ পৌঁছিল। ৪ঠা এপ্রিল উরুগুয়ের পঞ্চান্ন মাইল দূরে থাকিয়া জাহাজ চলিতে লাগিল। সেইদিন হিসাব করিয়া দেখিলাম আমরা নোটিলসে সর্ব্বশুদ্ধ ১৬,০০০ হাজার মাইল চলিয়াছি। বেলা ১১টার সময় 'কেপ্‌ ফ্রীও' পার হইয়া জাহাজ অসম্ভব দ্রুতগতিতে উত্তর দিকে চলিতে লাগিল। নেড্‌ সঙ্কল্প করিয়াছিল ব্রেজিলের উপকূলে জাহাজ পৌঁছিলে জাহাজ হইতে পালাইবে; কিন্তু ব্রেজিলের নিকট জাহাজ এত জোরে চলিতে লাগিল যে আমাদের গা মাথা ঘূরিতে লাগিল;

এমন কি দু' একটা উড্ডীয়মান হংসজাতীয় পাখী মাথা ঘুরিয়া জাহাজের উপর পড়িল। কয়েকদিন যাবৎ জাহাজের এই দ্রুতগতি সমানভাবে রাখিয়া ৯ই এপ্রিল তারিখে আমেরিকার সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চিমদিগবর্ত্তী উপকূলে অর্থাৎ 'কেপ্ সাঁ রকের' নিকট জাহাজ পৌঁছিল। এইখানে জাহাজ পুনরায় ডুবিয়া চলিল।

দুইদিন পরে অর্থাৎ ১১ই এপ্রিল তারিখে নোটিলস্ পুনরায় ভাসিয়া উঠিল। সাম্‌নেই আমাজন নদীর বহুদূর-ব্যাপী সুবিস্তৃত মোহনা। এত বড় নদীর মুখ পৃথিবীর আর কোন নদীর নাই। এই আমাজন নদী পৃথিবীর সমস্ত নদী অপেক্ষা বৃহৎ ও দীর্ঘ; ইহার দৈর্ঘ্য চারি হাজার মাইলেরও অধিক। কত দুর্গম ঘোর জঙ্গলের মধ্য দিয়া এই নদী বহিয়া আসিয়াছে। এমন সুপ্রশস্ত নদীও আর কোথায় নাই; সমুদ্র হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত ইহার এক এক জায়গা এত চওড়া যে নদীকে সমুদ্র বলিয়া মনে হয়। এই নদী প্রতিদিন সমুদ্রের উপর যে কত লক্ষ লক্ষ মণ জল ঢালে তাহার ঠিকানা নাই! ইহার মোহনার নিকট হইতে সমুদ্রের বহু মাইল পর্য্যন্ত জল অতি সুস্বাদু। নদীর দুইধারের জমী অত্যন্ত উর্ব্বরা; সহস্র সহস্র মাইল বিস্তৃত জমীর উপর ঘোর অরণ্য। এই সব জঙ্গলে এত বড় বড় গাছ এমন ঘনভাবে জন্মিয়াছে যে মাটিতে সূর্য্যের আলো পড়িতে পারে না; সেই জন্য জঙ্গলের মধ্যে দিনের বেলাও ঘোর অন্ধকার, আর মাটি বৎসরের সব

সময়েই ভিজা সেঁতসেঁতে। নদীকূলের এই সব জঙ্গলে এত দীর্ঘ ও এত ঝোপাল গাছ আছে যে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়; আমাদের দেশের বট বা অশ্বত্থ গাছও অত ঝোপাল আর বড় নহে। এইখানে এমন গাছও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের বয়স হাজার দু-হাজার বৎসরেরও বেশী। উহাদের তলায় কত রকমের বন্য লতানো গাছ ও আগাছা জন্মাইয়াছে! লতাগুলি এমন ঘনবদ্ধভাবে গাঁছগুলিতে জড়াইয়া উঠিয়াছে ও এক গাছ হইতে আর এক গাছে লতাইয়া গিয়াছে যে মানুষ ত দূরের কথা, বনের পশুপক্ষীও ইহার মধ্যে পথ করিয়া ঢুকিতে পারে না। এখানে হাজার হাজার মাইলের মধ্যেও একটি জনপ্রাণী দেখিতে পাওয়া যায় না। জমী এত অসম্ভব উর্ব্বরা, এত পলীমাটিতে পূর্ণ, তবু কেহই এখানে চাষবাস করে না। কারণ এমন শক্তি ও সাহস কাহারও নাই যে, এই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে। আফ্রিকার জঙ্গলও এত ভয়ঙ্কর নয়। এই সকল জঙ্গলে বিষাক্ত সর্পের পরিমাণ দেখিলে ভয়ে সর্ব্ব শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠে। গাছের তলায় তলায়, ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে, লতাপাতার অন্তরালে, আশে পাশে, চতুর্দ্দিকে লক্ষ লক্ষ বিষাক্ত সর্প কুণ্ডলী পাকাইয়া, পরস্পর পরস্পরকে জড়াইয়া শুইয়া আছে। সাপের এমন জোট্ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তারপর কুমীর, গিরগিটি, মাকড়সা, রাক্ষুসে গেছো কাঁকড়া। এই সব মাকড়সা ও গেছো কাঁকড়াদের

যে কি ভয়ঙ্কর আকার তা তোমরা কিছুতেই ভাবিয়া উঠিতে পারিবে না। বনের মধ্যে চারিদিকেই নদী, নালা, খাড়ি,



গেছো কাকড়া

জলা—সমস্তই মাছে পরিপূর্ণ, কিন্তু খাইবার কেহই নাই। আমাজন নদী পৃথিবীর মধ্যে ভগবানের এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি!

বিষুবরেখা পার হইলাম। কুড়ি মাইল পশ্চিমে ফরাসীদের গিয়ানা রাজ্য। এইস্থানে পালানো খুবই সম্ভব ছিল, কিন্তু এখানকার সমুদ্রে এত ভীষণ ঢেউ যে, মানুষ নৌকা চালাইতেও সাহস করে না। নেড্ ক্রমাগত বিফল-মনোরথ হইয়া ক্রমশঃই দমিয়া যাইতে লাগিল।

১২ই এপ্রিল তারিখে জাল ফেলিয়া সমুদ্রে নানা জাতীয় মাছ ও সাপ ধরা হইল; লোহিতবর্ণ মোলস্ক্, আর্গোনাট্, কাটল্ মাছ, উড়ুক্কু মাছ, ইল্ মাছ—এক একটি পনের ইঞ্চি দীর্ঘ, খুব বাচ্চা হাঙর ছানা—দৈর্ঘ্যে তিন ফুট মাত্র;



মোলস্ক্

কঙ্কাল মাছ, ম্যাকারেল্, সালমন্ প্রভৃতি অনেক মাছ আমাদের জালে পড়িল।

এইখানে একটি হাস্যকর ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। জালের মধ্যে একটা চেপ্টা (লেজ নাই) আলোক মাছ পড়িয়াছিল। মাছটা লাফাইতে লাফাইতে জাহাজের

কিনারায় গিয়া পৌঁছাইল ; আর এক লাফ মারিলেই জলে গিয়া পড়িবে। কন্‌সেল্ তাড়াতাড়ি মাছটাকে ধরিতে গেল ;



কাটল্ মাছ

মাছটাকে যেমন ছুঁইয়াছে অমনি শূন্যে পাদুটি তুলিয়া কন্‌সেল্ তিন হাত তফাতে ছিট্‌কাইয়া পড়িল ! তার সে কি করুণ চীৎকার—"প্রভু বাঁচান, গেলুম, গেলুম !" তাহার সর্ব্বাঙ্গ অসার হইয়া গিয়াছে ; নেড্ ও আমি ছুটিয়া গিয়া তা'কে তুলিলাম ; হাত দিয়া ঘসিতে ঘসিতে তবে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। বলা বাহুল্য এই আলোকমাছগুলি তড়িতে পরিপূর্ণ।

ডচ্ গিয়ানার মারোনি নদীর মুখের কাছে আসিয়া

পড়িলাম। এইখানে একপ্রকার জলজন্তু গরুর মত সমুদ্রের জলীয় ঘাস খাইয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছিল; ইহাদের



ম্যানাটি

নাম ম্যানাটি; ইহারা দৈর্ঘ্যে সচরাচর একুশ ফুট্ হইয়া থাকে। ইহারা অত্যন্ত ধীর প্রকৃতি; সমুদ্রের যত আগাছা খাইয়া ইহারা মানবজগতের যে কত উপকার করে তাহার সীমা নাই। কিন্তু মারিয়া মারিয়া শিকারীর দল ইহাদের লুপ্ত করিয়া দিতেছে; সেইজন্য চারিদিকে হলুদজ্বর, ম্যালেরিয়া এত বেশী দেখা দিতেছে।

এইখানে অনেকগুলি অতিকায় কচ্ছপ জলের উপর ভাসিতেছিল; এক একটা ওজনে প্রায় বিশ ত্রিশ মণ; ইহাদের পিঠের খোলা এত শক্ত যে হারপুণ মারিলেও কিছু হয় না। নেড্ অতি কৌশলে ইহাদের পেছনের পায়ে দড়ির ফাঁস্ লাগাইয়া দুইটা ধরিয়া জাহাজে তুলিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অক্টোপাস বা সামুদ্রিক রাক্ষস

এইবার জাহাজ আমেরিকার উপকূল ত্যাগ করিয়া ক্যারিবিয়ান্ সাগর পার হইয়া আট্‌ল্যান্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়িল। ১৬ই এপ্রিল তারিখে আমরা মার্‌তিনিক্ ও গুয়াদালুপ দ্বীপপুঞ্জ দেখিতে পাইলাম। এই দ্বীপগুলি ফরাসীরাজ্যের অধীনে। দূর হইতে পর্ব্বতচূড়াগুলি ভারী সুন্দর দেখাইতেছিল।

ছয়মাস হইল জাহাজে বন্দীভাবে রহিয়াছি, তবু পালাইবার কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না। ক্যাপ্‌টেনের কাছে আশা করা দুরাশা মাত্র। অধিকন্তু আজ একমাস যাবৎ ক্যাপ্‌টেনের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইতেছিলাম। তাঁহাকে ত আর দেখিতেই পাওয়া যায় না; পরন্তু আমাদের সঙ্গে তাঁহার সেই আগেকার সরল সুমধুর ব্যবহার দেখিতে পাইতাম না। এখন তিনি বড্ড বেশী গম্ভীর ও ঘরকুণো হইয়া পড়িয়াছেন। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভালভাবে উত্তরও পাওয়া যাইত না।

জাহাজ এখন ডুবিয়া চলিয়াছে। এইস্থানে জীবজগতের অনেক নূতন খবর সংগ্রহ করিলাম। নানা প্রকার অদ্ভুতাকৃতি মাছ ও জলজন্তু দেখিয়া আমার অদম্য জ্ঞানপিপাসা

মিটাইতে লাগিলাম। এইখানে একটি নূতন জলজন্তু চোখে পড়িল, তাহা দেখিতে অতি বিকট। ২০শে এপ্রিল তারিখে আমরা বাহামা দ্বীপপুঞ্জের নিকট পৌঁছাইলাম। এইখানে জলের তলায় বড় বড় পাহাড়ের মধ্যে অসংখ্য গহ্বর। এই সব গহ্বরে পুল্প্ বা অক্টোপাসের বাসা।

সমুদ্রের এই জায়গাটা পুল্প্‌দের আড্ডা বলিলেও চলে। ইহারা অতি ভয়ঙ্কর জলজন্তু। দৈত্যের মত ইহাদের আকৃতি, আর দেহে শক্তিও অসম্ভব। পুরাকাল হইতে এই পুল্প্‌দের সম্বন্ধে কত আজব কাহিনী লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। এই পুল্প্ না কি বড় বড় জাহাজ নিজের আট পা দিয়া জড়াইয়া জলের ভিতর টানিয়া লয়; এই পুল্প্‌কে দ্বীপ মনে করিয়া কে একজন পাদ্রী ইহার পিঠের উপর গির্জ্জা তৈরী করিয়াছিল, গির্জ্জা যেমন শেষ হইল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে গির্জ্জা জলের উপর চলিতে লাগিল ও দেখিতে দেখিতে ডুবিয়া গেল। এইগুলি আজগুবি গল্প; কিন্তু আজগুবি গল্প একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা লইয়া তৈরী হয় না,—ইহার মধ্যে কিছু না কিছু সত্য আছে। মাকড়সার গড়ন যেইরূপ ইহাদের আকৃতি অনেকটা সেইরূপ দেখিতে। ইহাদের গোল পুঁট্‌লী দেহটি কুড়ি ফুট্ দীর্ঘ; দেহকাণ্ড হইতে আটটি পা বাহির হইয়াছে, এক একটি পা পঁয়তাল্লিশ ফুট্ দীর্ঘ। বুঝিয়া দেখ কুড়ি ফুট্ দীর্ঘ একটি দেহ হইতে আট দিকে

আটটি পা বাহির হইয়াছে! প্রত্যেক পায়ের সাম্‌নে হুকের মত একটা ভয়ঙ্কর নখ—কি ভয়ঙ্কর সেই জন্তু! নাবিক-গণ প্রায়ই সমুদ্রদেশে এই পুল্প্‌ দেখিতে পায়। এ পর্য্যন্ত কেহ একটা পুল্প্‌ ধরিয়াছে বা মারিয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই; কারণ ইহাদের শরীরের মাংস এত নরম, এত থল্‌থলে, এত হর্‌হরে যে, গুলি বা হারপুন ইহাদের দেহে বিঁধে না। ইহাদের এক একটি পা যেন এক একটি অজগর সাপ; দেহের উপর দুইটা ছোট্ট ড্যাব্‌ড্যাবে চোখ আছে, মুখের গড়ন টিয়া পাখীর ঠোঁটের মত।

কাচের জানালার নিকট বসিয়া নেড্‌, কন্‌সেল ও আমি এই পুল্প্‌দের সম্বন্ধে গল্প করিতেছি, এমন সময়ে নেড্‌ চীৎকার করিয়া উঠিল, "কি ভয়ঙ্কর একটা জন্তু দেখুন।" দেখিয়া আমার গা কাঁটা দিয়া উঠিল। সাম্‌নেই একটা ভয়ঙ্কর পুল্প, ইহার দেহ চল্লিশ ফুট্‌ দীর্ঘ, প্রত্যেক পা পঞ্চাশ ফুট্‌ দীর্ঘ! জাহাজের দিকে ঘোলাটে চক্ষু মেলিয়া অতি ভীষণবেগে পুল্প্‌ আমাদের পানে ছুটিয়া আসিতেছিল। তাহার আট পায়ের কিল্‌বিলুনি দেখিয়া আমরা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম; এই আট পা দিয়া জাহাজকে জড়াইয়া ধরিলে নোটিলসের এমন শক্তি নাই যে সে নিজেকে মুক্ত করে। পায়ের তলদেশে ২৫০ গর্ত্ত; মুখের হাঁ টিয়াপাখীর ঠোঁটের মতন, সেটা কেবল খুলিতেছে ও বন্ধ করিতেছে। মুখের ভিতর কয়েক সারি দাঁত, জিবটা

সাপের জিবের মত দুইখণ্ডে বিভক্ত। আরো আশ্চর্য্যজনক ইহার গায়ের রং! ভয় ও হিংসা অনুযায়ী কখনো লাল, কখনো কালো, আবার কখনো বা ধূসর বর্ণ হইতেছিল। ভগবানের কি অপরূপ সৃষ্টি এই পুল্প্!

জাহাজের আলো দেখিয়া দেখিতে দেখিতে আরো কতকগুলি পুল্প্ আসিয়া হাজির হইল; গুণিয়া দেখিলাম সাতটা। নোটিলস্ দ্রুতবেগে চলিতেছে, পুল্প্‌গুলিও জাহাজের পাশে ও পিছনে সারি দিয়া চলিল; কখনো কখনো ঠোঁট দিয়া কাচের উপর ঘর্ষণ করিতে লাগিল। হঠাৎ জাহাজ থামিয়া গেল, জাহাজের সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

ক্যাপ্‌টেন নিমো একজন কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন; আমাদের প্রতি না তাকাইয়া সোজা জানালার নিকট গিয়া পুল্প্‌গুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; পরে কর্ম্মচারীকে কি বলিতে সে বাহিরে গিয়া জানালার তক্তা বন্ধ করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজও জলের উপর ভাসিয়া উঠিল।

ক্যাপ্‌টেনের নিকট অগ্রসর হইয়া আমি বলিলাম, "কি ভয়ানক জন্তু! এত পুল্প্ একেবারে কোথা থেকে এলো?"

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "হাঁ, এখন আমাদের ওদের সঙ্গে লড়্‌তে হবে। জাহাজের ব্লেডের সঙ্গে পুল্পের একটা পা

জড়িয়ে গেছে ; সেইজন্য জাহাজ চল্‌তে পার্‌ছে না। এদের সঙ্গে লড়াই করা মানে মরণের সঙ্গে যুদ্ধ করা ; ইহাদের গায়ে না বসে গুলি, না বসে হারপুন! কুড়ুল হাতে করে লড়্‌তে হবে।"

নেড্ জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা কি আপনার সঙ্গে এই যুদ্ধে যোগ দিতে পারি না ?"

ক্যাপ্‌টেন বলিলেন, "তোমরা ইচ্ছা করিলেই আমাদের সঙ্গে যেতে পার।"

ক্যাপ্‌টেনের সঙ্গে আমরা তিনজন জাহাজের ছাদের উপর গিয়া উপস্থিত হইলাম। কন্‌সেল্ ও আমার হাতে একটা করে কুড়ুল, নেডের হাতে ভয়ঙ্কর এক হারপুন। জাহাজের উপর প্রায় দশবারো জন নাবিক কুড়ুল হাতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। একজন নাবিক প্যানেলের স্ক্রু খুলিয়া দিল ; ব্লেড্ আল্‌গা হইতেই একটা ভীষণ পা শূন্যে কয়েকবার তুলিয়া জলের ভিতর ডুবিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছাদের উপর প্রায় এক কুড়ি পা আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্যাপ্‌টেন নিমো কুড়ুলের এক প্রচণ্ড আঘাতে একটা পা দুইখণ্ড করিয়া দিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে দুইটা পা শূন্যে উঠিয়া খানিকক্ষণ লিক্‌লিক্ করিয়া ক্যাপ্‌টেনের সম্মুখে যে নাবিকটি দাঁড়াইয়াছিল তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া পুনরায় শূন্যের উপর তুলিয়া ধরিল। ক্যাপ্‌টেন নিমো চীৎকার করিয়া সাম্‌নে ছুটিয়া যাইলেন। আমরাও ছুটিয়া গেলাম।

. সে কি মর্ম্মান্তিক করুণ দৃশ্য! হতভাগ্য নাবিক পুল্পের কবলে শূন্যে দুলিতে লাগিল ও মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। শূন্যে দুলিতে দুলিতে সে ফরাসী ভাষায় চীৎকার করিয়া উঠিল,—"বাঁচাও! বাঁচাও!" আমি চমকাইয়া উঠিলাম। জাহাজে তাহা হইলে আমাদের দেশেরই একজন লোক ছিল; এতদিন শিখানো বিজাতীয় ভাষায় কথা কহিয়া আসিয়া আজ মৃত্যুমুখে পড়িয়া সে আপন মাতৃভাষায় চীৎকার করিয়া উঠিল!

"বাঁচাও! বাঁচাও!" সে কি করুণ অসহায় চীৎকার-ধ্বনি! এখনও তাহার চীৎকার আমার কানে বাজিতেছে! সেই রাক্ষসতুল্য জলজন্তুর হাত হইতে কে তাহাকে বাঁচাইবে? মরণ তাহার সুনিশ্চিত। তবু ক্যাপ্‌টেন নিমো কুড়ুল হাতে ছুটিয়া যাইয়া পুল্পের একটা পা দ্বিখণ্ড করিলেন। জাহাজের উপর তখন অনেকগুলি পা আসিয়া পড়িয়াছে। জাহাজের যত নাবিক ও কর্ম্মচারী ছুটাছুটি করিয়া যে যত পারিল পা কাটিতে লাগিল। নেড্, কন্‌সেল্ ও আমি সেই সকল বীভৎস মাংসপিণ্ডের উপর ঘ্যাচাঘ্যাচ্ কুড়ুল বসাইতে লাগিলাম। এক উৎকট বিজাতীয় কস্তুর গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠিল। তখনও হতভাগ্য নাবিকটি পুল্পের পায়ে ঝুলিয়া পালকের মত শূন্যে দুলিতেছিল। ক্যাপ্‌টেন যেই সেটা কাটিতে যাইবেন অমনি পুল্প নিজের দেহ হইতে আলকাতরার মত একপ্রকার

কালো দুর্গন্ধময় জল প্রচুর পরিমাণে বাহির করিয়া সকলকে অন্ধ করিয়া দিল। আলকাতরার মেঘ কাটিয়া যাইলে দেখিলাম পুল্প্ টি জলের তলায় অদৃশ্য হইয়াছে ; হতভাগ্য লোকটিও সঙ্গে সঙ্গে জলের তলায় গিয়াছে। দশ বারোটা পুল্প্ তখনও আমাদের সঙ্গে যুঝিতেছিল। নেড্ ল্যাণ্ড স্কিপ্পের মত তাহাদের কাটিতেছিল ; এমন সময় নেডের অলক্ষ্যে একটা পা পিছন হইতে নেড্‌কে জড়াইয়া ধরিতে গেল। নেড্ গেল, গেল! এমন সময় ক্যাপ্ টেন ত্বরিতপদে ছুটিয়া গিয়া সেই পা'টা দুইখণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

পনের মিনিট যুদ্ধের পর পুল্পের দল ক্ষতবিক্ষত হইয়া পালাইয়া গেল। রক্ত ও কালিতে আমরা ভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। ক্যাপ্ টেন নিমো সমুদ্রের পানে স্থিরদৃষ্টি মেলিয়া অপলকনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিলেন ; তাঁহার এক সঙ্গীকে সমুদ্র আজ টানিয়া লইল! দেখিতে দেখিতে ক্যাপ্ টেনের চক্ষু হইতে বড় বড় জলের ফোঁটা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

সাইক্লোন্

২০শে এপ্রিলের সেই শোচনীয় ঘটনা আমরা কেহই ভুলিতে পারিলাম না। ক্যাপ্টেন অনেকক্ষণ সমুদ্রের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; তারপর নিজের ঘরে ফিরিয়া গেলেন। কয়েক দিন পর্য্যন্ত আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তাঁহার অসহ্য মনোবেদনা ও দুঃখের ছোঁয়াচ্ যেন জাহাজের গায়েও লাগিল। কয়েকদিন ধরিয়া নোটিলস্ সমুদ্রের অনন্ত অসীম বুকের উপর দিয়া উদ্দেশ্য-হীন লক্ষ্যহীন খামখেয়ালির মত চলিতে লাগিল। সমুদ্রের যে স্থানে হতভাগ্য নাবিকটি পুল্পের কবলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, জাহাজ কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই স্থানে আসিতে লাগিল। দশদিন ঠিক এমনভাবে কাটিল।

তারপর ১লা মে জাহাজ পুনরায় উত্তর দিকে চলিতে লাগিল; বাহামা দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করিয়া জাহাজ এইবার আমেরিকার উপকূল ধরিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ৮ই মে আমরা হাতেরাস্ অন্তরীপ দেখিতে পাইলাম। জাহাজের গতি এখনও সেই আত্মভোলা উদাসীর মত; গতি ও দিকের কোন স্থিরতা নাই। এইস্থলে আমরা অসংখ্য জাহাজ, ষ্টীমার ও ছোট ছোট মাছধরার

নৌকা দেখিতে পাইলাম। জাহাজ হইতে আমেরিকার উপকূল মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে।

পালাইবার জন্য নেড্ যত চেষ্টা করিতে লাগিল, ভগবান যেন পদে পদে বাধা দিতে লাগিলেন। এই স্থানের অবস্থা বড়ই খারাপ; জলস্তম্ভ, সাইক্লোন্, হারিকেন ত সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে। নৌকায় চড়িযা পালাইতে আমরা সাহস করিলাম না।

নেড্ আমাকে বলিল, "প্রভু, দক্ষিণ মেরুর অভিজ্ঞতা খুবই হয়েছে, এখন উত্তর মেরুদেশ দেখ্তে আর আমার প্রবৃত্তি নাই। যা বুঝ্ছি ক্যাপ্টেন ত এখন উত্তর মেরুর দিকে চলেছেন। আপনি এর যা-হোক একটা প্রতিকার করুন।"

আমি বলিলাম, "নেড্, কি করি বলো; সমুদ্রের যা অবস্থা তা'তে নৌকায় চড়ে পালাতে ভরসা হয় না।"

নেড্ বলিল, "চলুন আমরা ক্যাপ্টেনকে গিয়ে বলি; তিনি নিশ্চয় আমাদের দুঃখ বুঝবেন। আপনার ফ্রান্স-দেশের পাশ দিয়ে জাহাজ যখন এলো তখন ত আপনি বেশ চুপচাপ আস্তে পারলেন; কিন্তু আমি আর পারছি না। অদূরেই আমার দেশ; যখন ভাবি নিউফাউণ্ড্ল্যাণ্ড্ দ্বীপের নিকট সেণ্ট্ লরেন্স্ নদী এসে পড়েছে, আর সেই সেণ্ট্ লরেন্স নদীর ধারেই কুইবেক সহর, আর সেই সহরেই আমার বাড়ী, তখন আমার রাগে দুঃখে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়্তে ইচ্ছা করে।"

আমি বলিলাম, “ক্যাপ্‌টেন ত এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত আমাদের আগেই জানিয়েছেন।”

নেড্‌ বলিল, “তা হলেও, আর একবার আপনি যান।”

কি করি, অগত্যা ক্যাপ্‌টেনের কাছে গিয়া বলাই ঠিক করিলাম। ক্যাপ্‌টেনের মেজাজ যে আজকাল একেবারে বাজখাই খাদে নামিয়াছে তাহা আমি ভালরূপেই জানিতাম। তবু সন্তর্পিত দ্বিধা-কুন্ঠিত চরণে ঘরের দুয়ার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ক্যাপ্‌টেন ঘরের ভিতরেই ছিলেন; টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া কি লিখিতেছিলেন। তাঁহার সাম্‌নে গিয়া দাঁড়াতেই তিনি মাথা তুলিয়া আমার পানে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিতে লাগিলেন; ঝাঁঝালো পরুষ কণ্ঠে বলিলেন, “কি দরকার আপনার এখানে?”

লজ্জায় দ্বিধায় যেন আমি মরিয়া গেলাম: তবু যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক সহজ কণ্ঠে বলিলাম, “আপনার কাছে আমার কিছু বল্‌বার আছে।”

তিনি বলিলেন, “কিন্তু দেখ্‌তেই পাচ্ছেন আমি এখন কাজ কর্‌ছি।”

তাঁহার এই উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া আমি ঘাব্‌রাইলাম না; বলিলাম, “আমরা এখন এমন অবস্থায় পড়েছি যে, দেরী করা সম্ভবপর নয়।”

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হয়েছে? সমুদ্রের উপর নূতন কিছু দেখ্‌তে পেয়েছেন? কি হয়েছে, বলুন।”

আমি এইবার স্থির অবিচলিতকণ্ঠে বলিলাম, "ক্যাপ্‌টেন, আমরা আমাদের স্বাধীনতার জন্য আপনার কাছে প্রার্থনা জানাতে এসেছি।"

ক্যাপ্‌টেন যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন, "স্বাধীনতার জন্য !"

—"হাঁ ক্যাপ্‌টেন ; আজ সাত মাস হ'ল আপনার জাহাজে বন্দী হয়ে রয়েছি। এইবার আমাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিন্।"

—"প্রফেসার ! সাত মাস আগে যা বলেছি আজও তাই বল্‌ছি ; নোটিলসে যা'রা একবার প্রবেশ লাভ করেছে আর তা'রা এ জাহাজ ছেড়ে যেতে পার্‌বে না। আপনারা মিছে অনুরোধ কর্‌তে এসেছেন।"

—"কিন্তু, নেডের কথা একবার ভেবে দেখুন ; আমি না হয় আপনার জাহাজে সারাজীবন বন্দীভাবে রইলুম ; কিন্তু সে স্বাধীনভাবে চিরকাল—"

—"কোন কথা আমি শুন্‌তে চাই না। আর দ্বিতীয়বার যেন এরূপ আব্দার আমার কানে না আসে।"

নেডের কাছে ফিরিয়া আসিয়া সব কথা বলিলাম। জাহাজ তখন লঙ্ দ্বীপের কাছাকাছি আসিয়াছিল। নেড্ বলিল, "সাম্‌নেই লঙ্ দ্বীপ, যেমন করেই হোক আজ পালাতে হবে, যত জলঝড় হোক্ না কেন।"

আকাশের অবস্থা তখন বড়ই ভয়ঙ্কর। ঘন মেঘে

চারিদিক অন্ধকার। হারিকেনের সমস্ত পূর্ব্বলক্ষণ দেখা দিল। ঝড়ের মুখে পড়িয়া বাতাসের রং যেন সাদা হইয়া উঠিল। সমুদ্রের জলের উপর কত পাখী উড়িয়া বেড়ায়, সমস্তই কোথায় অদৃশ্য হইল; কেবল পেট্রেল্ পাখীর দল ঝড়ের সূচনা দেখিয়া আনন্দে মাতিয়া উড়িতে লাগিল। এই পেট্রেল্ পাখীর আর একটি নাম 'ঝড়ের পাখী'।

সেদিন ১৮ই মে। সাম্‌নেই লঙ্ দ্বীপ, অদূরে নিউ-ইয়র্ক নগরী। সমুদ্রের সাইক্লোন্ জিনিষটা যে কি তাহাই বুঝিবার জন্য ক্যাপ্‌টেন নিমো দড়ি দিয়া নিজেকে ছাদের উপর বাঁধিলেন; দেখাদেখি আমিও তাই করিলাম। আমাদের দুজনকে লইয়া নোটিলস্ জলের উপর ভাসিতে লাগিল। তারপর দেখিতে দেখিতে ঝড়ের উদ্দাম নৃত্যতালে সমুদ্রজল বড় বড় ঢেউ তুলিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল। বড় বড় পাহাড়ের মত সাদা সাদা ঢেউ মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। একবার হাঁপিয়া উঠি, ঢেউ চলিয়া গেলে আবার দম লইতে থাকি। নোটিলস্ কখনো চিং হইয়া, কখনো কাৎ হইয়া, কখনো বা সোজা খাড়া হইয়া উঠিয়া ঢেউএর সঙ্গে প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল। বেলা পাঁচটার সময় অঝোরধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; বৃষ্টির সে কি বড় বড় ফোঁটা! সমুদ্রে যে সব ঢেউ উঠিতে লাগিল তাহা প্রত্যেকটি পনের ফুট্ উচ্চ ও পাঁচশত ফুট্ দীর্ঘ। বুঝিলাম এই সব ঝড়ের মুখে পড়িয়া বড় বড় অট্টালিকা,

গাছ, পাথর সব উল্টাইয়া যায়। ঝড়ের সে কি তাণ্ডবলীলা! রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের দাপট যেন বাড়িয়া গেল। একখানা মস্তবড় জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়িয়া ঢেউএ ডুবিয়া ডুবিয়া চলিতে লাগিল; বুঝিলাম তাহার আর বড় বেশী দেরী নাই। দেখিতে দেখিতে জাহাজখানি জলে ডুবিয়া গেল। রাত্রি দশটার সময় আকাশে যেন আগুন লাগিয়া গেল; ঘন ঘন বিদ্যুৎশিখায় চোখ ঝলসাইয়া গেল। তারপর ভীষণ বজ্রাঘাতে সারা ভুবন কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

রাত বারোটার সময় আমরা স্যালুনে নামিয়া আসিলাম। ঝড় তখনও সমানভাবে চলিতেছিল। জাহাজ তখন ধীরে ধীরে জলের ভিতর ডুবিল। বড় বড় মাছেদের চোখে আতঙ্কের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। ঢেউএর দাপটের চোটে মাছগুলি আছাড়ি পিছাড়ি খাইতেছিল। আরো তলায় জাহাজ নামিল। সেখানে একেবারে নিস্তব্ধ। ঝড়ের চিহ্নমাত্র নাই। কে বলিবে উপরে ভীষণ সাইক্লোন হইতেছে!

বিংশ পরিচ্ছেদ

সমুদ্রের তলায় টেলিগ্রাফের তার

ঝড়ের দাপটে জাহাজ আরো পূর্ব্বদিকে গিয়া পড়িল। নিউ-ইয়র্কের নিকটবর্ত্তী কোন উপকূলে যে গিয়া আশ্রয় লইব, তাহাও এখন অসম্ভব হইয়া উঠিল। ক্যাপ্‌টেনের মত নেড্‌ও আর তাহার ঘর হইতে বাহির হইত না। জাহাজ এখন উত্তর-পূর্ব্ব দিকে চলিতেছে। এ ক'দিন সমুদ্রে কি ভীষণ কুয়াশা! সে কুয়াশা যে কত ঘন, কত ভয়ঙ্কর তাহা যাহারা কখনো সমুদ্রের কুয়াশা দেখে নাই তাহারা সহজে বুঝিতে পারিবে না। এ যেন নিরেট দেওয়াল! এই কুয়াশার দরুণ প্রতি বৎসর কত জাহাজ নষ্ট হয়। ওয়ার্‌নিং লাইট্‌, হুইসেল্‌ ও এ্যালার্ম্‌-বেল্‌ এ সকল সত্ত্বেও কত জাহাজে জাহাজে ধাক্কা লাগিয়া বিপর্য্যয় ঘটে!

২৭শে মে তারিখে জাহাজ জলের ৮,৪০০ ফুট্‌ নিম্ন দিয়া যাইতেছিল। এইখানে মাটির উপর ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফ তার দেখিতে পাইলাম। কন্‌সেল্‌ এই তার দেখিয়া প্রথমে ভাবিয়াছিল ইহা কোন সামুদ্রিক অজগর হইবে। তখন আমি তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া এই তার বসানোর ইতিহাস তাহাকে শুনাই।

প্রথম তার বসানো হয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু চারিশত টেলিগ্রাম পাঠানোর পর ইহা অচল হইয়া যায়। তারপর

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে অনেক ইঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিক মিলিয়া একটি দুইহাজার মাইল দীর্ঘ তার প্রস্তুত করেন ; তাহার ওজন ৪,৫০০ টন বা ১,২৩,৭০০ মণ। ইউরোপ হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত এই তার বসানো হয়। কিন্তু তাহাও শীঘ্র খারাপ হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারের দল না দমিয়া নূতন উদ্যমে পুনরায় নূতন তার প্রস্তুত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। ইহার মধ্যে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন সাইরস্ ফিল্ড ; তাঁহার অগাধ ঐশ্বর্য্য ও সম্পত্তি সমস্তই এই কার্য্যের জন্য ব্যয় করিলেন। এইবার নূতন তার প্রস্তুত হইলে তাহার উপর গাট্টাপারচার ঢাকনি দেওয়া হইল, কারণ জলে ইহা শীঘ্র খারাপ হয় না। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গ্রেট্ ইষ্টার্ণ জাহাজে করিয়া এই তার জলে ফেলা হয়। এইবার অতি সুন্দর কাজ হইল ; ইউরোপ হইতে যত খবর পাঠান হইল আমেরিকায় তাহা স্পষ্ট শুনা গেল। তখন আমেরিকা প্রথম ইউরোপের সহিত কথা কহিল। আমেরিকা ইউরোপকে কি কথা প্রথম বলিয়াছিল জান ? আমেরিকা বলিয়াছিল, "স্বর্গের ঈশ্বরের নাম ধন্য ও মহিমান্বিত হউক, পৃথিবীতে শান্তি আসুক, এবং পৃথিবীর লোকেদের মধ্যে পরস্পরের জন্য ভালবাসা জাগ্রত হউক।"

২৮শে মে আয়র্ল্যাণ্ডের উপকূল হইতে নোটিলস্ তখন ১২০ মাইল দূরে। ক্যাপ্টেন নিমো এইবার কোনদিকে চলিলেন ? কেপ্ ক্লিয়ারের পাশ দিয়া জাহাজ আয়রল্যাণ্ড

ঘুরিয়া ইংল্যাণ্ডের দিকে চলিল। এই কেপ্ ক্লিয়ারের উপর একটি লাইট্‌হাউস বা আলোকস্তম্ভ আছে। লিভারপুল ও গ্লাস-গোর জাহাজ সকল এই আলোক দেখিয়া পথ চিনিয়া লয়।

৩১শে মে। আজ সমস্ত দিন নোটিলস্ সমুদ্রের জলের উপর এক জায়গায় কেবল গোলাকার ভাবে ঘুরিতে লাগিল। দুপুরবেলায় ক্যাপ্‌টেন নিমোকে বহুদিন পরে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার চোখমুখ অত্যন্ত গম্ভীর; অসহ্য দুঃখ ও বেদনায় তাঁহার সমস্ত মুখমণ্ডল ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। এ দুঃখ কিসের জন্য? ইউরোপের নিকটে আসিয়া ঘর বাড়ী আত্মীয়স্বজনের কথা মনে পড়িয়া তাঁহার কি এই দুঃখ হইতেছে? আমার সঙ্গে কথা না কহিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

পরদিন ১লা জুন। আজও জাহাজ সেইভাবে সমুদ্রের উপর গোলাকারভাবে ঘুরিতে লাগিল; যেন কোন্ দিকে যাইবে তাহা ঠিক করিতে পারিতেছে না। সমুদ্র অতি পরিষ্কার। পূর্ব্বদিকে প্রায় আট মাইল দূরে একটি বিশাল জাহাজ দেখা গেল। জাহাজের মাস্তুলের উপর কোন পতাকা নাই; সেইজন্য জাহাজ যে কোন্ দেশের তাহা জানিতে পারিলাম না।

পরক্ষণে কি রকম একটা 'বুম্ বুম্' করিয়া ভীষণ শব্দ হইতে লাগিল!

একবিংশ পরিচ্ছেদ

আবার জলযুদ্ধ

সেই শব্দ শুনিয়া ছাদের উপর ছুটিয়া গেলাম। কন্‌সেল্ ও নেড্ আগে হইতে সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"নেড্, ও কিসের শব্দ?"

নেড্ বলিল, "কামানের গোলার শব্দ।" সেই দূরের জাহাজের পানে তাকাইয়া দেখি, দুইটা ফানেল্ বা চিমনি হইতে অনর্গল ধূম বাহির করিতে করিতে জাহাজটা আমাদের দিকে পূর্ণবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। তখন জাহাজটা ঠিক ছয় মাইল দূরে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"নেড্, এ কি জাহাজ বল দেখি?"

নেড্ বলিল, "জাহাজের গড়ন দেখে মনে হচ্ছে এটা একটা যুদ্ধের জাহাজ। ভগবান করুন ঐ জাহাজটা আমাদের কাছে এসে নোটিলস্‌কে ডুবিয়ে আজ আমাদের উদ্ধার করুক।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "নেড্, কোন দেশের জাহাজ এটা বল্‌তে পার?"

নেড্ তাহার কপাল কুঁচ্‌কাইয়া, চোখের পাতা আধ-বোজা করিয়া, ভ্রূ সঙ্কুচিত করিয়া, চোখের কোণ গুটাইয়া জাহাজটা দেখিতে লাগিল; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল

না। পনের মিনিট এইরূপে কাটিলে পর জাহাজ অনেক কাছে আসিয়া পড়িল। এইবার আমরা জাহাজের মাস্তুল, ফানেল, জাহাজের চারিদিকের বড় বড় কামান—সব স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। মাস্তুলের উপর একটা অতি ছোট নিশান উড়িতেছিল ; সেই ফিতার মত সরু নিশানটা যে কোন্ দেশের তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যাই হোক, জাহাজ কিন্তু দ্রুতবেগে আমাদের পানে আসিতেছিল। নোটিলস্ সমুদ্রের উপর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া।

নেড্ বলিল, "জাহাজটা যদি এক মাইল দূর দিয়েও চলে যায়, তা হ'লেও আমি জলের উপর লাফিয়ে পড়্ব, এবং আপনিও তাই করবেন।"

নেডের কথায় কোন উত্তর না দিয়া জাহাজটাকে দেখিতেছি, এখন সময় সেই জাহাজের সাম্নে হইতে ভক্ করিয়া খানিক সাদা ধোয়া বাহির হইল। ঠিক দুই সেকেণ্ড পরে নোটিলসের পাশে ঠিক জলের উপর একটা কি ভারী জিনিষ আসিয়া পড়িল। জল ছিট্‌কাইয়া নোটিলসের ছাদের উপর আসিয়া পড়িল ; তারপর আরও চারি সেকেণ্ড পরে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ আমার কানে আসিলে আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "নেড্, একি ? এরা যে আমাদের উপর গুলি করছে !"

নেড্ বলিল, "হাঁ, ওরা আমাদের জাহাজকে অতিকায় নার্‌হোয়াল্ ভেবে জাহাজের উপর গুলি কর্‌ছে।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু জাহাজে যে লোক রয়েছে তা'ত ওরা দেখ্‌তে পাচ্ছে!"

এই কথা বলিয়াই আমার মনের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এইবার সমস্ত ব্যাপার স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। ওরা যে আমাদের উপর গুলি ছুঁড়িতেছে তা নারহোয়াল ভাবিয়া নয়; এতদিন তাই বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিল বটে। কিন্তু আব্রাহাম লিঙ্কন জাহাজ হইতে নৈড্ যখন হারপুন ছুঁড়িয়া নোটিলস্‌কে আঘাত করে, তখন ত ক্যাপ্‌টেন ফ্যারাগুট্ স্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছিলেন যে এটা একটা নারহোয়াল্ বা অন্য কোন জলজন্তু নয়, এটা সাবমেরিন্ জাহাজ; অতিকায় নারহোয়াল্ বা সেতাসিঁয়ার চেয়েও যে এ আরো ভয়ঙ্কর! ক্যাপ্‌টেন ফ্যারাগুট্ তারপর কোন রকমে দেশে ফিরিয়াছেন কিনা তাই বা কে জানে?

তারপর আমার আর একদিনের কথা মনে পড়িল। ভারতমহাসাগর দিয়া আসিতে আসিতে সেই রাত্রের যুদ্ধের কথা মনে পড়িল। ক্যাপ্‌টেন নিমো আমাদের সে যুদ্ধ দেখিতে দেন নাই, ঘরের ভিতর পূরিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন নিশ্চয়ই কোন জাহাজের সঙ্গে নোটিলসের জলযুদ্ধ হইয়াছিল। তারপর মনে পড়িল—সেই আঘাতপ্রাপ্ত নাবিকের কথা, সেই প্রবালের মধ্যে তাহার কবর দেওয়ার কথা। লঙ্কাদ্বীপের নিকট যে ডুবুরিকে আমরা বাঁচাইয়াছিলাম, সেও হয়ত ঘরে ফিরিয়া সব কথা বলিয়া দিয়াছে।

আজ বুঝিলাম জগতের সমস্ত সভ্য জাতি দলবদ্ধ হইয়া এই নোটিলস্‌কে মারিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। তখন বুঝিলাম, যে জাহাজে আমরা পালাবার চেষ্টা করিতেছি সেই জাহাজে আমাদের ভয়ঙ্কর শত্রু রহিয়াছে। নোটিলসের চারিদিকে দমাদম্ কামানের গোলা পড়িতে লাগিল। সমস্তই জলের উপর পড়িতে লাগিল, নোটিলসের গায়ে একটাও লাগিল না। সেই শত্রু-জাহাজ তখন ঠিক তিন মাইল দূরে।

সাম্‌নে এত বড় ভয়ঙ্কর বিপদ, কিন্তু ছাদের উপর ক্যাপ্‌টেন নিমো আসিলেন না। তখন নেড্ বলিল, "আসুন, আমরা রুমাল উড়িয়ে ওদের জানাবার চেষ্টা করি যে, আমরা শত্রু নই, ভালো লোক।" নেড্ রুমাল বাহির করিয়া যেমন উড়াইতে যাইবে সেই মুহূর্ত্তে তাহার হাতের উপর একটা প্রচণ্ড আঘাত আসিয়া পড়াতে সে ডেকের উপর লুটাইয়া পড়িল।

পিছনে চাহিয়া দেখি ক্যাপ্‌টেন নিমো দাঁড়াইয়া। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি বলিলেন, "ওরে নির্ব্বোধ, নোটিলসের প্রচণ্ড খড়্গ দিয়ে ঐ জাহাজকে বিঁধ্‌বার আগে চল্ তোকেই আগে ঐ খড়্গের সামনে ফেলে বিঁধে ফেলি।"

এ কি ক্যাপ্‌টেনের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! তখন তাঁহার মূর্ত্তি যেমন ভয়ঙ্কর, গলার শব্দও তেমনি। মরার মুখের মত তাঁহার মুখ; সর্ব্বাঙ্গে শিরা উপশিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে; চোখের

তারা ঘূর্ণ্যমান। নেডের শরীরে অত শক্তি, তা'কে ধরিয়া ক্যাপ্‌টেন নিমো প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিতে লাগিলেন। তারপর ধাক্কা মারিয়া নেড্‌কে দূরে ফেলিয়া দিয়া ক্যাপ্‌টেন নিমো জাহাজের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার চারিপাশ দিয়া গুলি ছুটিতে লাগিল।

তিনি দূরের জাহাজটাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে হতভাগ্য জাহাজ! তোর কপাল আজ ভারী মন্দ। আমি কে, তা এখনো তোর দেশের লোকেরা জান্‌তে বা বুঝ্‌তে পার্‌লে না। বড় যে নিশান উড়াইতে-ছিস্, এই দেখ তবে আমার নিশান!" এই বলিয়া একটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পতাকা তিনি উড়াইতে লাগিলেন। এই সময় একটা গোলা আসিয়া ডেকের উপর পড়িয়া ছিট্‌কাইয়া জলের ভিতর গিয়া পড়িল। নোটিলস্ ঝন্ ঝন্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ক্যাপ্‌টেন নিমো আমাদের পানে তাকাইয়া বলিলেন, "যান, আপনারা নীচে যান।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ক্যাপ্‌টেন! আপনি কি এখন এই জাহাজটাকে আক্রমণ কর্‌বেন?"

তিনি বলিলেন, "না মশাই, জাহাজটাকে আমি এখন ডুবিয়ে মার্‌ব।"

আমি বলিলাম, "না, তা কর্‌বেন না, এই অনুরোধ আমার রাখুন।"

তিনি বলিলেন, "প্রফেসার, আপনি আমাকে শেখাতে

আস্‌বেন না। জাহাজটাকে আমি ডুবাবই। যান, আপনারা নীচে যান।”

কি করি, নীচে নামিতে হইল। তখন সিঁড়ি দিয়া পনের জন নাবিক ছাদের উপর উঠিতেছিল। তাহাদের সকলের মুখে ভীষণ রাগের চিহ্ন; প্রতিহিংসা লইবার জন্য তাহাদের সকলের মুখ কালো হইয়া উঠিয়াছে। নীচে নামিয়া ঘরে ঢুকিলাম, এমন সময় আর একটা গোলা আসিয়া নোটিলসের পার্শ্বদেশে লাগিল; নোটিলসের সর্ব্বাঙ্গ থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

তারপর নোটিলসের ইঞ্জিন চলিতে লাগিল। সেই শত্রু-জাহাজটাকে পিছনে ফেলিয়া নোটিলস্ পূর্ণবেগে ছুটিতে লাগিল; পিছনে পিছনে সেই জাহাজটাও আসিতে লাগিল। বুঝিলাম ক্যাপ্‌টেন ইচ্ছা করিয়া এমন করিতেছেন, যাতে জাহাজটা হয়রাণ হয়ে উঠে। বেলা চারটা পর্য্যন্ত এইরূপ ছুটাছুটি চলিতে লাগিল; আমি আর ঘরের ভিতর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সাহসে ভর দিয়া সিঁড়ি বাহিয়া ছাদের উপর গিয়া উঠিলাম। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত ক্যাপ্‌টেন নিমো ছাদের উপর পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি তখনও শত্রু-জাহাজকে আক্রমণ করেন নাই, বোধ করি ভাবিতেছিলেন আক্রমণ করিবেন কি না।

আমাকে দেখিতে পাইয়া ক্যাপ্‌টেন বলিয়া উঠিলেন,

"আমিই আইন, আমিই বিচারক! ঐ দেখুন নিষ্ঠুর, অত্যাচারী রাজা; ওদের অত্যাচারে আমি জর্জ্জরিত হয়েছি; ওদের জন্য আমি আমার স্বদেশ, আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, বাপ, মা সবই হারিয়েছি। পৃথিবীতে আমি যদি কোন জিনিষ সবচেয়ে ঘৃণা করি তা হচ্ছে ওরা! ওদের উপর আমি এখন প্রতিশোধ নেবই নেব।"

সেই যুদ্ধের জাহাজ তখন নোটিলস্‌কে তাড়া করিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল। তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া নেড্‌কে বলিলাম, "যেমন করে হোক্ আজ পালাতে হবে। এমন নিষ্ঠুর লোকের জাহাজে থাক্‌তে আর আমার সাহস হচ্ছে না।"

নেড্ বলিল, "সেই ঠিক কথা, আজ রাত্রেই পালাতে হবে।"

দেখিতে দেখিতে রাত্রি হইয়া আসিল। নোটিলস্ কেবল সেই শত্রু-জাহাজকে দূর হইতে দূরে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ। সমস্ত রাত্রি এইরূপ চলিতে লাগিল; নোটিলস্ কিছুতেই ধরা দিল না। দুই জাহাজের মধ্যস্থিত দুই মাইল ব্যবধান আর কিছুতেই কমিল না। আমাদের পালানও হইল না। রাত যখন তিনটা, তখন পুনরায় চোরের মত ছাদের উপর গিয়া উঠিলাম। তখনও ক্যাপ্‌টেন নিমো ছাদের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। নোটিলস্ ছুটিয়া চলিতেছে, পিছনে পিছনে

সেই শত্রু-জাহাজ ছুটিয়া আসিতেছে। অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না ; চিম্‌নি হইতে শুধু আগুনের কণা ও লোহিত ছাই উঠিতেছে তাহাই দেখিতে পাইতে-ছিলাম। জাহাজ তখনও ঠিক দুই মাইল দূরে।

ক্রমে ভোর হইয়া আসিল। এইবার যুদ্ধের জাহাজ খুব নিকটে আসিয়া পড়িল ; নাবিকেরা ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আমার আর দেখিতে ভাল লাগিল না ; ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। নোটিলস্ এইবার খুব ধীরে চলিতে লাগিল, যাতে শত্রু-জাহাজ খুব নিকটে আসিয়া পড়ে। একটা গোলা নোটিলসের পাশের জলের উপর আসিয়া পড়িল।

নেড্, কন্‌সেল্ ও আমি লাইব্রেরীতে গিয়া বসিলাম। নোটিলস্ এইবার ডুবিতে আরম্ভ করিল। যুদ্ধের এই সূচনা দেখিয়া আমার বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। নেড্ও রাগিয়া ফুলিতে লাগিল। কখন সেই মরণ-আঘাত জাহাজের উপর পড়ে, সেই চিন্তায় আমরা কাঠ হইয়া রহিলাম। তখন যেন আমার নিশ্বাসও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। হায়রে হতভাগ্য জাহাজ !

হঠাৎ নোটিলসের সর্ব্বাঙ্গ ঝিন্‌ঝিনিয়া উঠিল। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সে কি এক ভীষণ ধাক্কা ! বুঝিলাম নোটিলসের প্রচণ্ড খড়্গ জাহাজের তলদেশে বিদ্ধ হইয়াছে। ঘরের ভিতর আর থাকিতে পারিলাম না, ছুটিয়া স্যালুনে গেলাম। ক্যাপ্‌টেন নিমো সেইখানে দাঁড়াইয়া-

ছিলেন। তাঁহার চোখমুখ অসাধারণ গম্ভীর; অসহ্য দুঃখে ও শোকে তাঁহার বক্ষঃস্থল দুলিয়া উঠিতেছিল। সেখান হইতে কাচের জানালার নিকট গিয়া দেখিলাম শত্রু-জাহাজের ভিতর প্রবলবেগে জল ঢুকিতেছে; চতুর্দ্দিকে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে; লোকের ছুটাছুটি, গণ্ডগোল ও করুণ আর্ত্তনাদে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। জাহাজটা ক্রমশঃই ডুবিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জাহাজটা জলের ভিতর ডুবিয়া গেল; তাহাতে সমুদ্রের উপর এক ভীষণ ঘূর্ণী দেখা দিল। ঘূর্ণীতে লোকজন জিনিষপত্র সমস্তই তলাইয়া গেল।

পিছনে ফিরিয়া দেখি ক্যাপ্‌টেন নিমো হাঁটু গাড়িয়া লোকগুলির মৃত্যুযন্ত্রণা দেখিতেছেন। যখন লোকগুলি ডুবিয়া গেল, ক্যাপ্‌টেন ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এমন ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর লোকের চোখে জল দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। এমন পাষাণ হৃদয়ের মাঝেও করুণার উৎস দেখা দেয় জানিতাম না!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ম্যাল্‌ষ্ট্রম্‌

ঝপাঝপ্‌ করিয়া নোটিলসের সমস্ত আলো নিবিয়া গেল। জলের একশ' ফুট্‌ তলা দিয়া জাহাজ অসম্ভব দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল, যেন সেই ভয়ঙ্কর জায়গা হইতে পালাইতে পারিলে বাঁচে! কোন্‌ দিকে চলিতেছি—দক্ষিণে না উত্তরে—কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম; ক্যাপ্‌টেন নিমোর নামে ও তাঁহার চিন্তায় আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। কি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর এই মানুষ! এইবার আমাদের ভাগ্যে কি আছে কে জানে?

এগারোটার সময় আলো জ্বলিয়া উঠিল। স্যালুনে গিয়া দেখি জাহাজ জলের ত্রিশ ফুট্‌ তলায় থাকিয়া উত্তরদিকে পঁচিশ মাইল বেগে চলিতেছে। জাহাজের গতি ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। রাত্রি ঘোর অন্ধকার। ঘরে ফিরিয়া গিয়া শুইয়া পড়িলাম, কিন্তু ঘুম আসিল না। ক্যাপ্‌টেন নিমোর সম্বন্ধে নানা চিন্তা আসিয়া মাথায় জোট পাকাইতে লাগিল; এ লোক যে সব পারে। সেই জাহাজধ্বংস, অত লোকের জীবননাশ, এই সব ভয়ঙ্কর দৃশ্য চোখের সাম্‌নে অন্ধকারে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। উত্তরদিকে জাহাজ এইবার কোন্‌ পথে চলিতেছে—স্পিট্‌জবার্জেন না নোভা-জেম্‌ব্লা, শ্বেতসাগর না কারা সাগর, ওবি উপসাগর না

লিয়াকভ্ দ্বীপপুঞ্জ ? এসিয়া মহাদেশের উত্তরদিকে লোকের বসবাস নাই বলিলেও চলে ; ক্যাপ্টেন নিমো কি এইবার সেই দিকে চলিয়াছেন ?

জাহাজ কখনো জলের উপর কখনো বা জলের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল। উত্তর মহাসাগরের অজানা দেশের কথা ভাবিতে ভাবিতে মন ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল ; সেই একই ভাব, জাহাজের সেই একই গতি। মেরুপ্রদেশের ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিতেছিলাম। ক্যাপ্টেনকেও দেখিতে পাই না, নেড্‌কেও দেখিতে পাই না। দেহের ও মনের জোর যেন ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল। দিনের বেলা অধিকাংশ সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন অর্দ্ধ ঘুমঘোরে কাটিয়া যাইত। জাহাজে কি না কি হইতেছে কিছুই বুঝিতে পারিতাম না ; বুঝিবার বা জানিবার কৌতূহলও আর নাই। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া দিন-রাত্রের প্রভেদ বুঝিতে পারিতাম না।

একদিন মাঝরাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ; চাহিয়া দেখি মুখের উপর কে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। নেড্‌কে দেখিয়া উঠিয়া বসিলাম।

নেড্ বলিল, "এইবার পালাতে হবে ; আর দেরী করলে হবে না।"

আমি বলিলাম, "এই এত রাত্রিতে ?"

নেড্ বলিল, "না কাল্ রাত্রিতে ; ক্যাপ্টেনের যে কি

হ'য়েছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, তাঁরও দেখা নাই, তাঁর লোকদেরও দেখা নাই। এ যেন ভূতের জাহাজ, জন-মনুষ্যের নামগন্ধ নাই। বুঝ্‌লেন প্রফেসার, এই ঠিক পালাবার সময়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু এখন আমরা কোন জায়গায় এসেছি?"

নেড্ বলিল, "কুড়ি মাইল পূর্ব্বদিকে ডাঙ্গা দেখ্‌তে পেয়েছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু এ কোন্ দেশ?"

নেড্ বলিল, "তা বল্‌তে পারি না, কিন্তু যে দেশই হোক্, ঐখানে গিয়ে আমাদের আশ্রয় নিতে হবে।"

আমি বলিলাম, "নেড্, আমিও পালাতে সম্পূর্ণ রাজী আছি, ঝড়জল যতই হউক না কেন।"

নেড্ বলিল, "যদি ধরা পড়ি বা সামনে কোন বাধা পাই, তাহা হ'লে, খুন কর্‌তেও আমরা পিছুবো না; বলুন এতে রাজী আছেন?"

আমি বলিলাম, "নিশ্চয় নেড্, এখন পালাবার জন্য যা করবার দরকার হবে তাই কর্‌ব কোন বাধাবিঘ্ন মান্‌ব না।"

নেড্ চলিয়া গেল। পালাইবার জন্য মনকে দৃঢ় করিলাম। আর না ঘুমাইয়া ছাদের উপর গিয়া উঠিলাম। সমুদ্রের উপর ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে; পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউএর আঘাতে নোটিলস্ মোচার খোলার মত দুলিতেছিল। এত ভয়ঙ্কর ঝড়জল, এর

ওধারে ডাঙ্গা আছে, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। এই কুড়ি মাইল ঢেউ কাটিয়া কেমন করিয়া ডাঙ্গায় উঠিব ? ভোর হইয়া আসিল ; ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। সমস্ত দিন ঘর হইতে বাহির হইতে সাহস হইল না ; পাছে ক্যাপ্‌টেনের সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। তাঁর মুখোমুখি হইয়া পড়িলে কি জানি যদি ধরা পড়িয়া যাই ?

সেই দিনটা কি ভয়ঙ্কর দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতেছিল। জাহাজে আমার এই শেষ দিন। সমস্তদিন নেড্ ও কন্‌সেল্ আমার সঙ্গে মোটে কথা কহিল না ; কতবার চোখাচোখি হইল। বাহিরের ঝড়ের মতই তাহাদের মনের মধ্যে নিশ্চয় ঝড় বহিতেছিল ; তাই কোন কথা কহিতেছিল না।

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার সময় নেড্ আসিয়া চুপিচুপি বলিল, "জাহাজে আর আমাদের দেখা হবে না, সেই রাত দশটার সময় একেবারে নৌকার কাছে গিয়া দাঁড়াবেন। কন্‌সেল্ ও আমি সেখানে আপনার জন্য অপেক্ষা কর্‌ব ; যে রকম ঝড়জল চলেছে, মনে হয় রাত্রিতে ভীষণ অন্ধকার হবে।"

নেড্ চলিয়া গেল। স্যালুনে গিয়া কম্পাস দেখিলাম ; জলের দেড়শত ফুট্ তলা দিয়া জাহাজ অতি ভয়ঙ্করবেগে উত্তর-উত্তর-পূর্ব্ব দিকে চলিতেছে। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সমুদ্রের উপযোগী জামাকাপড় পরিলাম ; এতদিনের যত লেখা সমস্তই সযত্নে পকেটের ভিতর রাখিলাম, ভয়ে ভাবনায় বুকের ভিতর ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। ক্যাপ্‌টেন নিমো

এখন কি করিতেছেন? জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। তখন মনে পড়িল—সেই জলতলে ক্রীম্পো দ্বীপের জঙ্গলে শিকারের কথা; টোরেস্‌ষ্ট্রেটের প্রবালচড়ায় জাহাজ আটকের কথা; নিউ-গিনির জঙ্গলের টিয়াপাখী কাকাতুয়ার কথা; সেই দ্বীপের অসভ্য লোকদের কথা; প্রবাল-গোরস্থানের কথা; সুয়েজপ্রণালীর ভিতর দিয়া অদ্ভুত সুরঙ্গের কথা; সেই লঙ্কাদ্বীপের ডুবুরির কথা; ভূমধ্যসাগরের ডুবুরীর কথা; অবলুপ্ত আট্‌ল্যান্টিস দেশের কথা; দক্ষিণ মেরুর কথা; সেই বরফের তলায় বন্দিদশার কথা: পুল্পদের সঙ্গে লড়াইএর কথা,—প্রভৃতি কত কথাই মনে আসিতে লাগিল। ক্যাপ্‌টেন নিমোকে আর মানুষ বলিয়া মনে হইল না; ভয়ঙ্কর একটা দৈত্য বা অমানুষ বা দেবতা বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

রাত্রি সাড়ে নয়টা। জাহাজ অতি প্রবলবেগে ছুটিতেছে! হাতের মধ্যে মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিলাম। আরো আধ ঘণ্টা! এমন সময় মনে হইল যেন দূরে বহুদূরে কে অতি মধুর করুণ গান গাহিতেছে। না, এতো গান নয়, এ যে কেবল গানের সুর; কোন্ উদাস ব্যথীর বুক-ফাটা কান্নার সুর এ! কি করুণ সেই সুর! স্তব্ধ হইয়া মনপ্রাণ দিয়া তাই শুনিতে লাগিলাম; নিশ্বাসপ্রশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া গেল। তারপর ভূতের মত সেই সুরের অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলাম। কোথা হইতে এ সুর আসিতেছে? ক্যাপ্‌টেন নিমোর দরজা অতি ধীরে ঠেলিয়া ভিতরে চাহিয়া

দেখি ঘোর অন্ধকার। সেই ঘরেব এককোণ হইতে সুরের সেই করুণ ঝঙ্কারধ্বনি বাজিয়া উঠিতেছিল। ক্যাপ্‌টেন তাহার অর্গ্যান্ বাজাইতেছেন। সেই সুর অতি ধীর, অতি মৃদু—অথচ কতই স্পষ্ট! সুরের ঝঙ্কার আস্তে আস্তে থামিয়া আসিল। সমস্তই চুপচাপ তবুও যেন সেই সুরের রেশটুকু ঘরের চারি কোণে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কোথা হইতে যেন কান্না ঝরিয়া পড়িতেছিল। ক্যাপ্‌টেন তখন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হা ভগবান্, এ যে বড় অসহ্য, আর পারি না, আর পারি না।"

একি গভীর দুঃখের মর্ম্মন্তুদ জ্বালা! ছুটিয়া নৌকার কাছে গেলাম, পাছে ক্যাপ্‌টেন ধরিয়া ফেলেন।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। নেড্‌কে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম; চুপি চুপি বলিলাম, "চল, চল, আর দেরী করা হবে না।"

নেড্ বলিল, "হাঁ, পালাবার সমস্তই ঠিকঠাক।"

নৌকার প্যাঁচ ও যন্ত্র খুলিতেছি এমন সময় জাহাজের মধ্যে একটা করুণ আর্ত্তনাদ ও ভীষণ গণ্ডগোল উঠিল। ওকি, ও কিসের শব্দ? তখন ভয়ের ও গণ্ডগোলের কারণ বুঝিলাম। ভাবিয়াছিলাম নাবিকেরা আমাদের দেখিতে পাইয়াছে কিন্তু তাহা নয়। এ যে বড় ভয়ঙ্কর কথা!

আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "ম্যালষ্ট্রম্! ম্যালষ্ট্রম্!"*

* নরওয়ের সমুদ্র-কূলের ম্যাপ দেখ।

ম্যাল্‌ষ্ট্রম্‌! এর চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কি কথা আছে? নরওয়ের উপকূল দিয়া তখন জাহাজ চলিতেছে। সে বড় ভয়ঙ্কর উপকূল! এখানে সমুদ্রের অবস্থা বড় ভয়ঙ্কর; সারাবছর ধরিয়া বড় বড় ঢেউ আছাড়িবিছাড়ি খাইতেছে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে এই ম্যাল্‌ষ্ট্রম্‌; ইহা একটি ভয়ঙ্কর ঘূর্ণী! লোফোডেন্‌ দ্বীপপুঞ্জ হইতে জলরাশি প্রচণ্ড আবর্ত্তে ঘূরিয়া চলিতেছে; এই প্রচণ্ড ঘূর্ণীর মুখে পড়িলে যত বড় জাহাজ হউক না কেন তার আর রক্ষা নাই! চারিদিকে পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ তা-থৈ তা-থৈ করিয়া নাচিতেছে, মধ্যস্থলে প্রচণ্ড ঘূর্ণী ভয়ঙ্কর বেগে ঘূরিতেছে। এই ঘূর্ণীর শক্তি এত বেশী যে বারো মাইল দূরের জাহাজকেও চোঁচা টানিয়া আনে। শুধু জাহাজ নয়, বছরে যে কত তিমি, শ্বেতভল্লুক, সিন্ধুঘোটক, সিল্‌ এই আবর্ত্তে পড়িয়া প্রাণ হারায় তাহার সংখ্যা নাই!

নোটিলস্‌ আজ এই ভীষণ আবর্ত্তের মুখে পড়িয়াছে; ক্যাপ্‌টেনের অমনোযোগের দরুণ এই বিপদ ঘটিয়াছে। নোটিলস্‌ তখন স্রোতের মুখে পডিয়া তীরের মত ছুটিয়া চলিয়াছে; আমরা তিনজন নৌকার মধ্যে স্থির হইয়া বসিয়া আছি। জাহাজ এইবার ঠিক আবর্ত্তের মুখে আসিয়াছে, তাই স্রোতের মুখে গোল হইয়া কেবলি ঘূরিতেছে। জাহাজের সেই প্রবল আবর্ত্তনের দরুণ আমার মাথা ঘূরিতে লাগিল। মরণ আজ নিশ্চয়; ভয়ে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

নোটিলসের ভিতর করুণ আর্ত্তনাদ, বাহিরে প্রবল গর্জ্জন; পাথরের উপর ঢেউগুলি আছাড় খাইয়া ঘূরিয়া আবর্ত্তের সঙ্গে আসিয়া মিলিতেছে। সে কি ভীষণ অবস্থা। বড় বড় গাছ বোঁ বোঁ করিয়া সেই ঘূর্ণীর মুখে ঘুরিতেছে। অদূরেই নরওয়ের উপকূল! নোটিলস্ প্রাণপণবেগে যুঝিতেছে; লোহার পাতগুলি ঝিন্‌ঝিন্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু সব চেষ্টা আজ বৃথা। আজ নোটিলসের শেষদিন, জলের মুখে কেবল বোঁ বোঁ করিয়া ঘূরিতে লাগিল। হঠাৎ নৌকাটা সরাং করিয়া খুলিয়া গেল; আমরা তিনজন ও নৌকাটা তীরের মত জলের তলায় তলাইয়া গেলাম; আমার মাথাটা একটা কিসের উপর গিয়া সজোরে ধাক্কা খাইল, সঙ্গে সঙ্গে আমার চৈতন্য লোপ পাইল। তারপর কি হইল কিছুই জানি না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

শেষ

এইবার আমাদের সমুদ্রযাত্রা শেষ হইল। সেইরাত্রে আর আর যে কি ঘটিয়াছিল, কেমন করিয়া আমরা তিনজন সেই ঘূর্ণী হইতে রক্ষা পাইলাম, নোটিলসেরই বা কি হইল—কিছুই জানি না। যখন জ্ঞান হইল, চাহিয়া দেখি লোফো-ডেন্ দ্বীপের একজন জেলের কুঁড়েঘরে আমি শুইয়া রহিয়াছি; পাশে আর একটা বিছানায় নেড্ ও কন্‌সেল্ শুইয়া রহিয়াছে। আনন্দের আতিশয্যে আমরা তিনজনে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

ফ্রান্স্ দেশে ফিরিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলাম।

এই যে কাহিনী লিখিলাম তাহা সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা; প্রতিদিনের খবর ও ঘটনা আমি ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতাম, দেশে ফিরিয়া তাহাই এখন বই লিখিয়া প্রকাশ করিলাম। এই অদ্ভুত সমুদ্রযাত্রার কথা লোকে বিশ্বাস করিবে কিনা জানি না; কিন্তু বিশ্বাস না করিলেও আমার কোন ক্ষতি নাই। আমার জীবনের দশমাসের ঘটনা হইতে এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিলাম। এই দশমাসে আমি অনেক নূতন জিনিষ শিখিয়াছি, জ্ঞানপিপাসা আমার অনেক মিটিয়াছে। সমুদ্র-জগৎ সম্বন্ধে মানুষ কি-ই বা জানে, ইহাতে আমি অনেক নূতন সংবাদ দিলাম।

সে যাই হউক, নোটিলসের এখন কি হইল? ম্যালষ্ট্রম্ হইতে সে কি রক্ষা পাইয়াছে, না সেইখানেই তাহার জীবন-লীলা শেষ হইয়াছে? ক্যাপ্‌টেন নিমো কি এখনও বাঁচিয়া আছেন, এখনও কি সমুদ্রতলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, না সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে? ক্যাপ্‌টেন নিমো কোন্ দেশের লোক, তাঁহার বাড়ী কোথায়—একথা কি কোনদিন আমি জানিতে পারিব না?

মনে হয়, একদিন এ সব জানিতে পারিব। আমার মন বলিতেছে নোটিলস্ নষ্ট হয় নাই, সে যাত্রা সে রক্ষা পাইয়াছে। ক্যাপ্‌টেন নিমো বোধ করি এখনও বাঁচিয়া আছেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, উদার মন, অসীম সাহস, অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক কার্য্যাবলী, অনন্ত জ্ঞানস্পৃহা, তাঁহার একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেম ও অত্যাচারীর উপর তাঁহার অসীম নিষ্ঠুরতার জন্য—তাঁহার উদ্দেশে কোটি কোটি নমস্কার করিতেছি।

সমাপ্ত